চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 34 Wednesday, 3 January, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা ❋ ১৭ পৌষ, ১৪৩০, বুধবার, ৩ জানুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

২০২৩-এ কলকাতা মেট্রো ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১৭.৬৯ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েছে। এই সংখ্যা কিন্তু ২০২২-এর তুলনায় অনেকটা বেশি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ক্যানসারে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল বগটুই কাণ্ডের আরেক অভিযুক্ত কামরুল শেখ ওরফে ছোট লালনের। মঙ্গলবার নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয় তার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি), টোকিয়োর হানেদা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় আগুন লেগে গেল জাপান এয়ারলাইন্সের এক বিমানে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

অমল মুজুমদারের কথায় ‘‘তিন নম্বরই রিচার জন্য সেরা ব্যাটিং পজিশন। চাপের মুখে ও দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছে। ওকে নিয়ে প্রচুর প্রশংসা শুনেছি।’’ ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘মমতাই শেষ কথা’, আবার বুঝিয়ে দিলেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ সময় যত এগচ্ছে ততই তৃণমূলের অন্দরে আরও চওড়া হচ্ছে নবীন-প্রবীণ ফাটল? দলের উচ্চ নেতৃত্ব প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার না করলেও মঙ্গলবার এক এক নেতা আস্তে আস্তে মুখ খুলছেন। ঠিক যেমন আজই মন্তব্য করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এ দিন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে ববি হাকিমও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘‘দলের রাশ কোথাও যাচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষ কথা।’’ অপরদিকে, গৌতম দেবও বলেছেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সব। তাঁর বিকল্প ভারতের রাজনীতিতে কেউ নেই। উনি সবার উপরে।’’ শুধু আজ নয়, গতকালও তৃণমূলের ‘প্রবীণ’ নেতা বলেছিলেন, ‘‘আমাদের শরীর যতদিন ঠিক থাকবে, ততদিন আমরা নেতৃত্ব দেব। তারপর যুবরা এগিয়ে আসবে।’’ প্রসঙ্গত, গতকাল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের

দিনই কার্যত প্রকট হয়ে ওঠে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, প্রথম সারির নেতা ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ-একেক জনের একেক মন্তব্যে শোরগোল পড়ে যায়। কুণাল যেমন বলেন, ‘‘তৃণমূলের কিছু তথাকথিত সিনিয়র, কয়েকজন মন্ত্রী একাধিক পদ নিয়ে বসে আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায়। বিজেপি গালাগাল করার বিষয়ে আমরা ২-৪ জন। ওনারা গোল গোল কথা বলে দায় সারেন। দল থেকে সব পেয়েছেন। যারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করেন তাদের কেন সিনিয়ররা বলবেন না?’’ যদিও, গোটা বিষয়টিই স্ক্রিপ্টেড বলে তোপ দেগেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

সুর নরম কুণালের? বললেন, ‘দলে নবীন-প্রবীণ দুই থাকবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ সোমবার তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খুলেছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কার্যত ‘অ্যাটাকিং মোডে’ কখনও রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বক্সিকে খোঁচা কখনও বা দলের প্রবীণ নেতাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। একদিন পর সেই বিতর্কেই জল ঢাললেন কুণাল। এবার শোনা গেল নরম সুর। বললেন, ‘‘তৃণমূল এক এবং ঐক্যবদ্ধ। বিষয় ভিত্তিক মত পার্থক্য থাকে।’’ শুধু তাই নয়, এও বললেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা শেষ কথা।’’ এ দিন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কুণাল বলেছেন, ‘‘তৃণমূল বড় পরিবার। এখানে প্রথম এবং শেষ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা নিজেই তিনটি প্রজন্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে প্রবীণ নবীন সবাই থাকবেন। এইভাবেই তৃতীয়বারের সরকার গঠন হয়েছে।’’ তবে এই দ্বন্দ্বের কথা বলতে গিয়েও বিজেপি-সিপিএম-কে আক্রমণ করতে ভোলেননি কুণাল। বলেছেন, ‘‘নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বের সমস্যা সিপিএম-বিজেপিতেও রয়েছে। একটা সময় জ্যোতি বসু, সুরজিৎ দে-র বিরুদ্ধে প্রকাশ কারাতদের অবস্থান ছিল। কংগ্রেসের কত জন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তৃণমূলে এই সব নেই। এই দ্বন্দ্ব বিরোধী দলগুলির ট্র্যাডিশন। এইখানে শেষ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’’ তৃণমূল মুখপাত্রর দাবি, এত বড় দলে বিষয়গত মত পার্থক্য থাকবে। তবে লড়াইয়ের সময় সকলে একসঙ্গে লড়বে।

ফুটবল খেলে, থালা বাজিয়ে চাকরির দাবি

কলকাতার রাজপথে টেট উত্তীর্ণরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগের পরীক্ষা হয়। কিন্তু বছর ঘুরলেও উত্তীর্ণরা নিয়োগ পাননি। তাই ২০২৪ সালের শুরুতেই নিয়োগের দাবিতে পথে নামলেন বাইশ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। অবিলম্বে তাঁদের চাকরি দিতে হবে, আলোচনায় বসতে হবে

মুখ্যমন্ত্রীকে, সেই দাবিতে মঙ্গলবার চাকরিপ্রার্থীরা শিয়ালদহ থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেন টেট উত্তীর্ণরা। প্রাথমিকে নিয়োগের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই পথে টেট উত্তীর্ণরা। ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণদের পাশাপাশি এবার চাকরির দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ালেন ২২ সালের চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের দাবি, টেট পাশ করার পরেও এখনও পর্যন্ত ইন্টারভিউ-র জন্য ডাক পাননি তাঁরা। কেন চাকরি পাচ্ছেন না, তার জবাব দাবি করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন সকালে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে জমায়েত হন ২০২২ সালের টেট পাশ করা চাকরিপ্রার্থীরা। তারপর সেই মিছিল শিয়ালদহ থেকে আসে ধর্মতলায়। ডোরিনা ক্রসিংয়ের সামনে রাস্তায় বসে, শুয়ে ন্যায্য চাকরির দাবি জানান চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে রাজ্যের ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে। চাকরিপ্রার্থীদের হাতে পোস্টার, সেখানে জ্বলজ্বল করছে তাঁদের দাবি। মুখে সকলের কালি মাখা। থালা বাজিয়ে চাকরির দাবি জানাচ্ছেন টেট উত্তীর্ণরা। তাঁদের গলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের ছবি। কেউ কেউ আবার রাস্তার মধ্যেই ‘প্রতীকী’ ফুটবলও খেলেন। চাকরিপ্রার্থীদের কথায়, ‘‘আমাদের একটাই দাবি দ্রুত ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকতে হবে। ২০১৭ সালের পর ২০২২ সালে টেট হল। ৫-৬ বছর পর রাজ্যে প্রাথমিকের টেট হয়েছে। এক বছর হতে চলল আমাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে। এখন একটা ইন্টারভিউয়ের নোটিফিকেশনের জন্যও আমাদের পথে বসতে হচ্ছে।’’ তার মধ্যেই ফের ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে টেট হয়। অথচ ২০২২ সালের টেটে নিয়োগ হল না কেন, প্রশ্ন তুললেন চাকরিপ্রার্থীরা। এর আগেও অনেকবার পথে নেমে বিক্ষোভ-আন্দোলন করেছেন এই চাকরিপ্রার্থীরা। কখনও বিকাশ ভবনের সামনে, কখনও আবার ধর্মতলায় নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। তবে এ ব্যাপারে পর্ষদের যুক্তি, আইনি জটে নিয়োগ আটকে আছে। শিক্ষামন্ত্রী আগেও বলেছেন, সরকার চাইছে নিয়োগ হোক। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পরেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।

‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’-এর ৭.৫ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থার ভূমিকা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। সেই মামলায় মঙ্গলবার হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কত সম্পত্তির হদিশ মিলেছে, তা এদিনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে আরও বিপাকে পড়তে চলেছে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এই মামলার সূত্র ধরে যাঁদের নাম সামনে এসেছে, তাঁদের একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে ইডি। এই মামলার প্রেক্ষিতেই অভিষেকের আয়ের উৎস জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি সিনহা। অল্প কথায় মুখবন্ধ খামে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। গত ১৪ ডিসেম্বর ইডির তরফে সেই জবাব জমা পড়ে হাই কোর্টে। অভিষেকের সংস্থা লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য অনেক আগেই ইডিকে বিশদে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার ছ’জন ডিরেক্টরের নাম, তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ, সংস্থার লেনদেন, তার মূল্য, এই সংস্থার কারা উপভোক্তা, তাঁদের নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সংস্থার রোজকার কাজ কে দেখতেন, সিইও অভিষেকের সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, তাঁর মা লতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, সংস্থার সব কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, কারা, কবে সংস্থায় যোগ দিয়েছেন, কেন সংস্থার ঠিকানা পরিবর্তন এবং তদন্ত নিয়ে কার কাছে ইডি সাহায্য চায়, তা জানাতে বলা হয়েছিল হাই কোর্টে। এ বিষয়ে অভিষেকের কাছে নথি চাওয়া হলে কিছু দিন আগেই ইডিকে তাঁর সংস্থা সংক্রান্ত তথ্য জমা দিয়ে এসেছিলেন অভিষেক। তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার বিষয়টি আদালতে জানায় ইডি। তারা যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উপরে নজরদারি চালাচ্ছে এবং লেনদেন বন্ধ রাখার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, তা জানায় ইডি। ইডি রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে, সাড়ে সাত কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া আটটি সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। এগুলি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে ইডি। ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। বর্তমানে তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা বা ভয়েস স্যাম্পল পেতে রীতিমতো হয়রান হতে হচ্ছে ইডি-কে। এমনকী এসএসকেএম-এ গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে। এ কথা জেনে বিচারপতি এদিন নির্দেশ দিয়েছেন, ইডি-কে একটা টিম তৈরি করতে হবে, যেখানে একজন চিকিৎসক থাকবেন, যিনি ভয়েস টেস্ট করতে পারেন। অনলাইনেও কথা বলতে পারবেন। ইডি-র জয়েন্ট ডিরেক্টরকেও থাকতে হবে সেই টিমে। বৃহস্পতিবার ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে থাকবে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন, ইএসআই-এর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হবে যে, কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার জন্য কতদিন সময় লাগতে পারে। উল্লেখ্য, গ্রেফতার হওয়ার কিছুদিন পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর হার্ট অপারেশনও করা হয়। এরপর জেলে নিয়ে যাওয়া হলে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তারপর থেকে এসএসকেএম-এই রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। এদিকে, প্রমাণ হিসেবে পাওয়া একটি কণ্ঠস্বর ‘কাকু’র কি না, তা জানতে মরিয়া ইডি।

ফের বাহিনীকে টার্গেট, রক্তাক্ত মণিপুর!

আহত বিএসএফ এবং পুলিশের একাধিক জওয়ান

ইম্ফল, ২ জানুয়ারিঃ নতুন করে উত্তেজনা মণিপুরে। জঙ্গি হামলায় আহত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর এক জওয়ান। আহত হয়েছেন মণিপুর পুলিশের চার কমান্ডো। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মণিপুর মোড় শহরে। এই ঘটনার পরেই তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিএসএফ এবং মণিপুর পুলিশের বিশাল পুলিশ বাহিনী। জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি। গোটা এলাকা বাহিনী ঘিরে রেখেছে বলেও খবর। গত কয়েকদিন ধরে নতুন করে উত্তেজনা রয়েছে মণিপুরে। একের পর এক জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে সোমবার বছরের প্রথমদিনে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করে জঙ্গিরা। আর তাতে চারজনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও বেশ কয়েকজন। এই ঘটনার পরেই মণিপুরের লিলোঙ্গা শহরে কার্ফু

জারি করা হয়। বাহিনীকে সতর্ক করা হয়। আর এই ঘটনার মধ্যেই ফের একবার জঙ্গি হামলা। জঙ্গিদের টার্গেটে ফের একবার বাহিনী। জানা গিয়েছে, মায়ানমার সীমান্ত ঘেরা মণিপুরের মোড় শহরে। এদিন সকালে সেখানেই নিরাপত্তার কাজে যাচ্ছিল মণিপুর পুলিশের একটি ভ্যান। আর সেই গাড়িতেও ছিল কমান্ডোরা। অতর্কিতে এই হামলা চলে বলে জানা গিয়েছে। যদিও একটি সুত্রে খবর, ওই এলাকায় বাহিনীর জওয়ানরা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিলেন। সেই সময়েই জঙ্গিরা হামলা চালায়। ঘটনার পরেই আহত জওয়ানদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুন করে অশান্তি ছড়াতে পারে মণিপুরে। এই বিষয়ে গত কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রকে সতর্ক করে বার্তা দেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। পরিকল্পনা করে অশান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ। আর তাতে উদ্বেগজনক জায়গায় যেতে পারে পরিস্থিতি। এমনকি জাতীয় সুরক্ষাও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে কেন্দ্রকে সতর্ক করে বার্তা দেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর এরপরেই একের পর এক ঘটনা। যা নিয়ে নতুন করে অশান্তির শঙ্কায় উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য।

বিচারের আশায় দিল্লিতে কামদুনির মৌসুমী, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ধন্যবাদ শুভেন্দুকে

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারিঃ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন কামদুনি কাণ্ডে নির্যাতিতার দাদা। তাঁর আবেদন ছিল, এই মামলায় নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল থাকুক। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সেই আবেদন মামলার শুনানি শুরু হয়। আবেদনকারীর সঙ্গে দিল্লি গেছেন কামদুনি কাণ্ডের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল, টুম্পা কয়ালরা। মামলা গ্রহণ হতেই মৌসুমী ‘বিচার পাওয়া’র আশায় বুক বাঁধছেন। সেইসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও ধন্যবাদ জানালেন তিনি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে কামদুনির নির্যাতিতার দাদার আবেদনের মামলার শুনানি বেশিদূর এগোয়নি। শীর্ষ আদালত সবপক্ষকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য ও ৮ অভিযুক্তর থেকে জবাব তলব করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেই হলফনামা জমা পড়ার পরেই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। সেইসঙ্গে এই মামলা রাজ্য সরকারের দায়ের করা মামলার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানি শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মৌসুমী বলেন, ‘‘আমরা খুবই খুশি। ১০ বছরের লড়াই। আশা করি, এবার সুবিচার পাব। প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন অনেক সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।’’ কামদুনি আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক রং লাগাতে নারাজ তিনি। মৌসুমীর কথায়, ‘‘এখনও পর্যন্ত সব দলই সাহায্য করে যাচ্ছে, যাতে আমরা বিচার পাই। ব্যক্তিগত ভাবে সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে শুভেন্দু অধিকারীকে, তিনি না থাকলে এতদূর আসতে পারতাম না। উকিল দেওয়ার ব্যাপারে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন।’’ এরপরই মৌসুমী বলেন, ‘‘আমাদের আন্দোলন গরিবের আন্দোলন। রাজ্যে আমাদের মতো গরিবদের বিচার হয় না। টাকা নেই বলে বিচারও পায় না মানুষ। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। যতদিন পর্যন্ত বিচার না পাচ্ছি লড়াই করব। আবার আশার আলো মনে জেগেছে।’’ ২০১৩ সালের কামদুনি গণধর্ষণ মামলায় ৬ অক্টোবর রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, নিম্ন আদালতে যাদের ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছিল, সেই সাজা রদ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যেসব অভিযুক্তদের আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছিল নগর দায়রা আদালত, তাদের বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আগেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার। এবার কামদুনির নির্যাতিতার দাদার আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি শুরু হল সুপ্রিম কোর্টে।

‘ঘামের টাকায় ব্রিগেড যাবে জনতা’, রুট বলে দিলেন মীনাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে বামেদের বড় সমাবেশ। হাতে আর বেশি দিন নেই। আগামী রবিবার ব্রিগেডের সেই সমাবেশের প্রস্তুতি চরমে। সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষ তাঁদের রক্ত-জল করা টাকায় ব্রিগেড সমাবেশের সাহস জোগাচ্ছেন বলে দাবি করলেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। রাজনৈতিক স্বচ্ছতা বজায় রেখেই আর্থিক সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। অর্থ সাহায্যের জন্য মঙ্গলবার কিউ আর কোডও প্রকাশ করলেন তিনি। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, কোন কোন পথে ব্রিগেডের দিকে যাবে মিছিল। ২২ জেলার ইনসাফ যাত্রা শেষে আগামী ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের ডাক

দেওয়া হয়েছে। বেলা ১২ টায় শুরু হবে সমাবেশ। মীনাক্ষী এদিন বলেন, ‘‘সকল মেহনতি মানুষের কাছে আবেদন ব্রিগেড সমাবেশে আসুন। যাঁরা অস্থায়ী কর্মী তাঁদের কাজের নিরাপত্তার দাবি জানাব আমরা। ছাত্র, কৃষক, মহিলা, শ্রমিক সকলে আসুন।’’ দুর্নীতি গোটা রাজ্যে ছেয়ে গিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মীনাক্ষী। নেত্রী বলেন, ‘‘চুরির টাকায় নয়, ঘামের টাকায় হবে ব্রিগেড। ১ লক্ষ বাড়িতে কৌটো পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাতে মানুষ রোজগারের টাকা থেকে সাহায্য করেছেন।’’ এদিন মীনাক্ষী জানিয়েছেন, শহরের মোট ৭টি পয়েন্ট থেকে মিছিল যাবে ব্রিগেড। খিদিরপুর মোড়, পার্ক সার্কাস, হাওড়া, শিয়ালদহ, হাজরা মোড়, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, সেন্ট্রাল মেট্রোর মত জায়গা থেকে মিছিল যাবে ব্রিগেড সমাবেশে। মীনাক্ষী বলেন, ‘‘লোকসভা ভোটে এর প্রভাব ও লড়াইয়ের বার্তা থাকবে। রাজ্য ও দেশ বাঁচানোর জন্য আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করব আমরা। কলকাতাবাসীর কাছে আমাদের আবেদন, এটা রুটি রুজির প্রশ্ন। আপনারা সবাই আসুন।’’

বাংলায় ৩-৫টি আসন চায় কংগ্রেস, ২৯০টি আসনে একক লড়াই, পরিকল্পনা হাত শিবিরের

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচন এখন দরজায় কড়া নাড়ছে। বিজেপি রামমন্দিরকে সামনে রেখে নেমে পড়েছে প্রচারে। আর বিজেপিকে ঠেকাতে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট। যেখানে তামাম বিরোধীরা একমঞ্চে এসেছেন। তারপরও কংগ্রেস গোটা দেশে ২৯০টি আসনে একক শক্তিতে লড়তে চাইছে বলে সূত্রের খবর। আর ১০০ আসনে কংগ্রেস ইন্ডিয়া’র শরিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে লড়তে চাইছে। কিন্তু এতগুলি আসন কংগ্রেসকে ছাড়া যাবে কিনা তা নিয়ে এখনও একমত হতে পারেননি শরিকরা। কারণ একক শক্তিতে কংগ্রেস লড়ে তিনটি রাজ্যে হেরে বসে আছে। তাই বিষয়টি নিয়ে একটা মতানৈক্যের পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে কংগ্রেস সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গের ৩ থেকে ৫টি আসন তারা চাইতে পারে। এমন পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ওই আসনগুলিতে ইন্ডিয়া’র শরিক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামেদের সমর্থন পেলে কংগ্রেস জিতবে বলে মনে করছে। এই বিষয়টি আগামী বৈঠকে তুলবেন কংগ্রেস নেতারা। কিন্তু শরিক দলগুলি রাজি হবে তো? উঠছে প্রশ্ন। যে সব রাজ্যে কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটকে সঙ্গে নিয়ে লড়তে চায়, গত সপ্তাহে দু’দিন ধরে কংগ্রেসের জাতীয় জোট কমিটি সে সব রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এই বৈঠকের ভিত্তিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব এবার প্রত্যেক রাজ্যে

আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। অন্যদিকে কংগ্রেস একটা ছক সাজিয়ে ফেলেছে। সেটা সবাইকে শীর্ষ নেতারা দেখাবেন বলে খবর। সেখানে রয়েছে-বাংলা, মহারাষ্ট্র, বিহার, দিল্লি, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, জম্মু-কাশ্মীরে ইন্ডিয়া জোটের সমর্থনে কংগ্রেস ১০০টি আসনে লড়তে চাইছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩-৫টি আসন আছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে কংগ্রেসের দখলে থাকা দু’টি আসন ছাড়তে। দিল্লিতে ৫টি, পাঞ্জাবে ৯টি আসনেও কংগ্রেস লড়তে চাইছে। কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল এত আসন ছাড়তে রাজি হবেন কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। এছাড়া তামিলনাড়ুতে ১১টি, উত্তরপ্রদেশে ১০টি, বিহারে ১০টি, মহারাষ্ট্রে ২৪টি, ঝাড়খণ্ডে ৯টি, জম্মু-কাশ্মীরে ৩টি আসনে কংগ্রেস আসন সমঝোতা করে ইন্ডিয়া জোটের সমর্থনে লড়তে চাইছে। কিন্তু এতগুলি আসনে সমঝোতা হবে তো? আর কী জানা যাচ্ছে? কংগ্রেস সূত্রে খবর, এই ২৯০টি আসনের মধ্যে ১৯০টির মতো আসনে কংগ্রেসের কাছে যথেষ্ট ভাল প্রার্থী ও আর্থিক রসদ আছে। ১০টি রাজ্য তা আছে। কর্নাটকের ২৮টি, তেলঙ্গানার ১৭টি, গুজরাটের ২৬টি, হরিয়ানার ১০টি, অসমের ১৪টি, অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫টি, ছত্তিশগড়ের ১১টি, মধ্যপ্রদেশের ২৯টি, রাজস্থানের ২৫টি, হিমাচলের ৪টি লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের ভাল প্রার্থী আছে। এছাড়া ওড়িশা, গোয়া, উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস একাই লড়বে। এমন একটা পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেস। আবার ১৪ জানুয়ারি থেকে রাহুল গান্ধির ‘ভারত ন্যায় যাত্রা’ শুরু হচ্ছে। তার আগেই আসন সমঝোতা সেরে ফেলা হবে।

ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, সুপারিশ ক্ষতিপূরণের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ নতুন বছর (২০২৪) পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও কিছুই পাল্টায়নি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের জেরে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মারা গিয়েছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের গুরুতর ত্রুটির দিকেই এবার আঙুল তুলল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। গত আগস্ট মাসে বাংলা প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবেই এটা ঘটেছে বলে কমিশনের পর্যবেক্ষণ। এই অপূরণীয় ক্ষতির জেরে মৃত ছাত্রের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ যাতে দেওয়া হয় তার সুপারিশ করেছে। এদিকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন, প্রাক্তন বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং সদস্যা বিচারপতি মধুমতী মিত্র এই সুপারিশ করেন। ডিসেম্বর মাসেই এই সুপারিশ করা হয় বলে খবর। তবে ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের নেওয়ার কথা। মানবাধিকার কমিশনের ক্ষতিপূরণের সুপারিশ জানানো হয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবারকে। এমনকী মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে ইউজিসি’র নিয়ম মেনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের সংস্কার করতে বলা হয়েছে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, ‘‘আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে জানাতে হবে।’’ অন্যদিকে আর একটি সুপারিশ করেছে মানবাধিকার কমিশন। সেটি হল-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের হস্টেলে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাক্তনীদের হস্টেল থেকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। হস্টেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলে তোপ দেগেছে মানবাধিকার কমিশন। মৃত ছাত্রটির ন্যায্য পাওনা সত্ত্বেও হস্টেলে খাতায়-কলমে ঠাঁই পায়নি। প্রাক্তনীকে ধরে সে মেন হস্টেলে জায়গা পায়। হস্টেলে কোথাও সিসি ক্যামেরা না থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মানবাধিকার কমিশন। অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের তালিকায় পুলিশ অফিসারদের তথ্য থাকার কথা। সেটা নেই কেন? প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। এছাড়া ইউজিসি’র নিয়ম মেনে হস্টেল ব্যবস্থা এখনও কেন হল না? এই প্রশ্নও তোলা হয়েছে মানবাধিকার কমিশনের তরফে। কাজ বাকি রয়েছে বলে যাদবপুরের অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য তথা বাংলার অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিং স্বীকার করেন। জুটা’র সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘‘মেন হস্টেলের ওই র‍্যাগিং কাণ্ডে জড়িত কয়েকজন ছাত্র এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরছেন। র‍্যাগিং বিরোধী স্কোয়াড, কমিটি তাঁদের শাস্তির সুপারিশ করলেও সেটা কার্যকর হয়নি।’’ আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু বক্তব্য, ‘‘উপাচার্য নিয়ে জটে কয়েকজন দোষীর শাস্তির প্রক্রিয়া থমকে আছে। ইউজিসি’র সব নিয়ম মানা যাচ্ছে না।’’

অধ্যাপক বেদ প্রকাশ নন্দার প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, নিবেদন করলেন নিজের শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি ঃ পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক বেদ প্রকাশ নন্দার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অধ্যাপক বেদ প্রকাশ নন্দার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে মোদী তাঁর আইনি শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, অধ্যাপক বেদ প্রকাশ নন্দা জির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যার আইনি ক্ষেত্রে অবদান অমূল্য , তাঁর কাজ আইনী শিক্ষার প্রতি তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় প্রবাসীদের একজন বিশিষ্ট সদস্যও ছিলেন এবং শক্তিশালী ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে উৎসাহ দান করেছিলেন। মোদী আরও লেখেন, ওম শান্তি, তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা।অধ্যাপক নন্দা ছিলেন একজন ভারতীয় আমেরিকান শিক্ষাবিদ। ইনি সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে ২০১৮ সালের ২০ মার্চ পদ্মভূষণ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

বিজেপি নেতা হৃদয়নাথ সিংয়ের প্রয়াণে শ্রদ্ধা রাজনাথ ও যোগীর

লখনউ, ২ জানুয়ারি ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রবীণ বিজেপি নেতা হৃদয়নাথ সিংয়ের প্রয়াণে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার যোগী আদিত্যনাথ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হৃদয়নাথের বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।এই বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে রাজনাথ সিং শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, প্রবীণ বিজেপি নেতা হৃদয়নাথ সিং জির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে যখন আমি উত্তরপ্রদেশে পার্টির সভাপতি ছিলাম, তখন আঞ্চলিক সংগঠন মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা ঘনিষ্ঠভাবে অনুভব করেছি। তাঁর পুরো জীবনটাই জনস্বার্থে এবং দেশের স্বার্থের জন্য নিবেদিত ছিল। তাঁর পরিবার ও কাছের মানুষদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

বিহারের বেগুসরাইয়ে স্বামী-স্ত্রী ও দুই সন্তানের মৃত্যু, অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন সকলে

বেগুসরাই, ২ জানুয়ারি ঃবিহারের বেগুসরাই জেলায় আগুন পুড়ে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৪ জন সদস্য। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে স্বামী, স্ত্রী ও দম্পতির দুই সন্তানের। বেগুসরাই জেলার বছওয়াড়া থানার অন্তর্গত আরওয়া পঞ্চায়েতে ঘটেছে ঘটনাটি। সোমবার মধ্যরাতে শর্ট সার্কিটের কারণে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুমের মধ্যেই আগুনে পুড়ে মারা যান একই পরিবারের ৪ জন সদস্য।আরওয়া পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। শর্টসার্কিটের কারণে বাড়িতে আগুন লাগে, মুহূর্তের মধ্যেই গোটা বাড়ি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, প্রাণে বাঁচানো যায়নি একই পরিবারের ৪ জন সদস্যকে। পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সন্দেহের বশে নৃশংস হত্যা!

বিলাসপুর, ২ জানুয়ারি ঃ শুধুমাত্র সন্দেহের বশে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটল ছত্তিশগ।রে বিলাসপুরে। স্ত্রী ও ৩ সন্তানকে খুন করল স্বামী। স্ত্রী বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের সন্দেহে ৩৪ বছর বয়সী স্বামী খুন করেছে নিজের স্ত্রী ও ৩ সন্তানকে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বিলাসপুর জেলার মাস্তুরি থানার অন্তর্গত হিরি গ্রামে। অভিযুক্ত উমেন্দ্র কেওয়াতকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছেন বিলাসপুরের পুলিশ সুপার সন্তোষ সিং।পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উমেন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহ করত, এই সন্দেহের বশেই প্রথমে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তার পর ৪ ও ৫ বছর বয়সী দুই মেয়ে এবং দুই বছর বয়সী ছেলেকেও

তারুণ্য মানে শক্তি তারুণ্যের অর্থ গতি, দক্ষতা ও পাল্লা দিয়ে কাজ করার ক্ষমতাঃপ্রধানমন্ত্রী

তিরুচিরাপল্লী, ২ জানুয়ারি ঃ তারুণ্য মানে শক্তি তারুণ্যের অর্থ গতি, দক্ষতা ও পাল্লা দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গত কয়েক বছরে আমরা আপনাদের গতি এবং দক্ষতাকে মেলানোর জন্য কাজ করেছি, যাতে আমরা আপনাদের উপকৃত করতে পারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সকালে তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে ভারতীদাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি ও মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নিজের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আপনারা এমন এক সময়ে বিশ্বে পা রাখছেন যখন প্রতিটি সেক্টরে সবাই নতুন আশা নিয়ে আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। গত ১০ বছরে বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭৪ থেকে দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ১৫০ হয়েছে। তামিলনাড়ুর একটি প্রাণবন্ত উপকূলরেখা রয়েছে। সুতরাং আপনারা এটা জেনে খুশি হবেন যে, ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মোট কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ২০১৪ সাল থেকে দ্বিগুণ হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারতীদাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আমার জন্য অত্যন্ত বিশেষ। এটি ২০২৪ সালে আমার প্রথম পাবলিক হন্টারঅ্যাকশন। আমি সুন্দর রাজ্য তামিলনাড়ুতে এবং তরুণদের মধ্যে থাকতে পেরে খুশি। আমিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যে সমাবর্তনে এখানে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি এখান থেকে স্নাতক হওয়া শিক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, ভারত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তিও নিবন্ধ করেছে। চুক্তিগুলি আমাদের পণ্য এবং পরিষেবার জন্য নতুন বাজার উন্মুক্ত করবে।মোদীর কথায়, জি-২০-র মতো সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা অথবা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি বড় ভূমিকা পালন করা হোক না কেন, প্রতিটি বৈশ্বিক সমাধানের অংশ হিসাবে ভারতকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।...আপনারা যে বিজ্ঞান শিখেন তা আপনার গ্রামের একজন কৃষককে সাহায্য করতে পারে, আপনি যে প্রযুক্তি শিখেন তা জটিল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালেই তিরুচিরাপল্লীতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী, বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

মমতার কাছে কুরিয়র মারফ বিশেষ বার্তাবহ কেক! তারপর......

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃগত ১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা ১৫৫ বছরে পা দিল। আর সেদিনই বিকালে কুরিয়ার মারফ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি গেটের ছবি সম্বলিত একটি বড়সড় কেক পাঠান যুব কংগ্রেস কর্মীরা। রিটার্ন গিফট হিসেবে তাঁরা জলপাইগুড়িকে কর্পোরেশনে উন্নীত করার দাবি রেখেছেন।যুব কংগ্রেস নেতা গণেশ ঘোষ বলেন, রাজ্যে ৭ টি কর্পোরেশন রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র একটি কর্পোরেশন রয়েছে শিলিগুড়িতে। এই শিলিগুড়ি কর্পোরেশন বাম জমানায় জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বেশ কিছু এডেড এড়িয়ে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বাম জমানা শেষ হওয়ার পর তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল ক্ষমতায় এসে জলপাইগুড়ি জেলাকে ভাগ করে দিয়ে আলিপুর দুয়ার জেলা গঠন করে। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে জলপাইগুড়ি পৌরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নীত করার দাবি জানাচ্ছি, সেটা কেউ কর্ণপাত করছে না। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলায় ক্রান্তি ও বানারহাট দুটি নতুন ব্লক ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ধূপগুড়িকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও এখনও জলপাইগুড়ি পৌরসভা কর্পোরেশন হয়নি বলে দাবি কংগ্রেস নেতার।কংগ্রেস নেতার দাবি, আমরা চাই এবার জলপাইগুড়ি কর্পোরেশন ঘোষণা করুক মুখ্যমন্ত্রী। সেইজন্য তাঁর কাছে গিফট হিসাবে কেক পাঠিয়ে রিটার্ন গিফট দাবি করেছি।কংগ্রেসের এই দাবিকে ঘুরিয়ে সমর্থন করেছে তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার কাউন্সিলর তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে তাঁর অবস্থান, কংগ্রেস কর্মীরা বহু বছর আগে থেকে করে আসছে। পাশাপাশি এই দাবি তৃণমূলেরও। কিন্তু দাবি করার আগে তার পরিপ্রেক্ষিত ভাল করে খতিয়ে দেখে নেওয়া ভাল। আদৌও এই দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত।

শ্রম আইনে দোষী সাব্যস্ত নোবেল জয়ী!৬ মাসের জেল শান্তি নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বাংলাদেশের শ্রম-আইন ভাঙা মামলায় সোমবার শান্তি নোবেলজয়ী ইউনুসকে দোষী সাব্যস্ত করল ঢাকার আদালত সেই সঙ্গে ছ'মাসের জেলের সাজাও দেওয়া হল তাঁকে।বাংলাদেশের সমাজকর্মী তথা একমাত্র নোবেলজয়ী ইউনুসের বয়স এখন ৮৩। তাঁর সংস্থা গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রম আইন লঙ্ঘন করে বেআইনি ভাবে কাজ চালানোর মামলা চলছিল। সোমবার সেই মামলায় ইউসুফ-সহ তাঁর সংস্থার চার জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ঢাকা আদালত। আর তার পরই আন্তর্জাতিক মহল থেকে আসতে শুরু করে তীব্র প্রতিক্রিয়া। ইউনুসের মামলায় আদালতের সিদ্ধান্তকে ' উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে মন্তব্য করেন তাঁর অনুগামীরা। উল্লেখ্য, সোমবার ঢাকা আদালতে হাজির ছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের এক প্রতিনিধিও। রায় ঘোষণার পর তিনিও এই রায়ের সমালোচনা করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি স্পষ্ট বলেন, ' নির্দেশ বিচারের নামে প্রহসন। ঢাকা আদালত আদতে বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তে আইনি ছাপ দিল। শ্রম আইনের অপপ্রয়োগ করে হেনস্তা করা হল সেই নোবেলজয়ীকে, যিনি তাঁর দেশকে গর্বিত করেছেন।''সোমবার তাঁর মামলার শুনানিতে আদালতে হাজির ছিলেন শান্তি নোবেলজয়ী বাংলাদেশী সমাজকর্মী ইউনুস। আদালত তাঁকে হাজতবাসের সাজা দিলেও অবশ্য তাঁকে জেলে যেতে হয়নি। তিনি এবং তাঁর সংস্থার চার কর্মী অবিলম্বে জামিনও পেয়ে যান। তবে ইউনুসকে এ ভাবে অপদস্থ করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা।৺২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছিলেন ইউসুফ। তাঁকে ওই সম্মান দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর তৈরি মাইক্রোফিন্যান্স ব্যাঙ্কের জন্য। ওই ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের মাধ্যমে ইউনুস বাংলাদেশের লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষকে দারিদ্রসীমা থেকে টেনে তুলেছেন বলে মনে করেছিল নোবেল প্রদানকারী সংস্থা। যদিও তাঁর নিজের দেশের সরকারের মনোভাব ছিল অন্য। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরই ইউসুফের সমালোচনা করেছেন প্রকাশ্যে। ৺এর মধ্যেই ইউসুফের সংস্থা গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে দেশের শ্রম আইন ভাঙার অভিযোগ ওঠে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী যেকোনও সংস্থায় কর্মীদের কল্যাণমূলক তহবিল তৈরি করতে হয়। কিন্তু গ্রামীণ টেলিকমে ওই তহবিলের ব্যবস্থা ছিল না। এ ব্যাপারে ইউসুফকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি বাংলাদেশে যে সংস্থা চালান। তার কোনওটিই লাভের অর্থের জন্য করেননি। তাই তাঁর সংস্থার ক্ষেত্রে ওই নিয়ম খাটে না। এর পরেই ইউসুফ-সহ তাঁর সংস্থার চার কর্মীর বিরুদ্ধে শ্রম-আইন ভাঙার অভিযোগে মামলা হয়। যদিও সেই মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই মনে করছেন ইউনুসপন্থীরা।উল্লেখ্য, নোবেলজয়ী ইউনুসের এই ' বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন স্বয়ং বারাক ওবামা। গত অগস্টে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামার পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুন-সহ ১৬০ জন বিশিষ্ট এ ব্যাপারে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। যাতে সই করেছিলেন গোটা বিশ্বের ১০০ জনের বেশি নোবেলজয়ী। বিচার বিভাগের হাতে ইউনুসের নিরন্তর হেনস্থা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁরা।

ডেনমার্কের সিংহাসন ছাড়ছেন রানী! এবার মসনদে কে?

দুরন্ত বার্তা ডিজিতাল ডেস্কঃ রবিবার বর্ষবরণের আগে ডেনমার্কের একটি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশ নেন মার্গারেট। সেখানেই রানির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন ৮৩ বছর বয়সি মার্গারেট।ছেলে প্রিন্স ফ্রেডরিক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে ও জানিয়েছেন তিনি। আগামী ১৪ জানুয়ারি রানির সিংহাসনে ৫২ বছর পূর্তি। ওই দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে সিংহাসন ত্যাগ করবেন তিনি।১৯৭২ সালে তাঁর বাবা নবম ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় মারগ্রেথ। অনেকেরই আশা ছিল, তিনি আমৃত্যু সিংহাসনে থাকবেন। এ দিন ডেনমার্কের মানুষকে রানি ধন্যবাদ জানিয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে রাজপরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য।৺রানি মারগ্রেথ মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। সেই ভাবে খুব ' আছেন' বলে একাধিক বার মন্তব্য করেছেন। তিনি এক জন চিত্রশিল্পীও। প্রত্নতত্ত্বে অনুসন্ধিসু। গত বছরের গোড়ায় রানির পিঠে একটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তার পরেই সিংহাসন ছাড়ার ভাবনার সূত্রপাত বলে তিনি জানিয়েছেন। রানি ভাষণে বলেছেন, ' অস্ত্রোপচার স্বাভাবতই আমাকে ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাবিয়ে তুলেছে। ভাবতে হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মকে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে কি না।''ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডরিকসেন রানিকে তাঁর আত্মত্যাগ এবং অক্লান্ত কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেছেন, হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে দায়িত্ব এবং পদের হস্তান্তর হয়ে আসছে। কিন্তু সিংহাসন পরিবর্তনের সময় কখন আসে, সেটা বোঝা সত্যিই কঠিন। উল্লেখ্য, ৫৫ বছর বয়সি যুবরাজ ফ্রেডেরিকের আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক বা তাঁকে মুকুট পরানোর কোনও অনুষ্ঠান হবে না। কোপেনহাগেনের অ্যামালিয়ান বার্গ প্রাসাদ থেকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের ঘোষণা হবে। যুবরাজ ফ্রেডেরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা শেষ করে যোগ দিয়েছিলেন দেশের নৌবাহিনীতে। প্রকৃতিপ্রেমী বলে তাঁর পরিচয়। শখ রয়েছে স্কি খেলা এবং স্লেজিং-এর। কোনও দুর্গে বন্দি হয়ে নয়, নিজের মতো করে জীবন কাটাতে চান বলে আগে এক বার বলেছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করলেও শখের জলাঞ্জলি দেবেন না। ডেনমার্ককে তাঁর মতো করে পরিচালনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুবরাজ।

প্রকাশ্য রাস্তায় ছুরি হামলার শিকার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দলনেতা! কেমন আছেন লি জায় মিয়াং?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অটোগ্রাফ নেওয়ার অছিলায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দলের প্রধান নেতা লি জায় মিয়াং কে নৃশংস ভাবে ছুরিকাঘাত করল এক অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা করেছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়োল।সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণ তীরবর্তী বন্দর বুসানে বিশেষ রাজনৈতিক সফরে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা লি। দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে তিনি বুসানের প্রস্তাবিত বিমানবন্দর পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন। কথা বলছিলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও। সেই সময় হঠাই ' চাই' আবদার জুড়ে লি-র দিকে এগিয়ে আসেন মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিরোধী দলনেতার গলার বাঁ দিকে ছুরির কোপ বসিয়ে দেন। ভিড়ের মধ্যে চিকার করে ওঠেন লি-র সমর্থকেরা।সমর্থকদের অনেককেই বিরোধী দলনেতার গলা থেকে রক্তপাত থামাতে রুমাল নিয়ে বসে পড়তে দেখা যায়। তার পরেও অবশ্য তাঁর রক্তপাত থামেনি। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, লি-র গলায় এক সেন্টিমিটারের গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু জানায়নি।দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দলনেতা লি সে দেশের জিওনোগি প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর। জনপ্রিয় এই নেতা ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খুব অল্প

শীতে ভাপা পিঠার বিক্রির ধুম বেড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃ বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা । এই জেলার বিভিন্ন খাবারের সুনাম রয়েছে বরাবরই । খাবারের তালিকাটাও বেশ ব। । জনপ্রিয় খাবারগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষীরের দই, নলেন গুড় আর নলেন গু।রে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী । তবে কুয়াশা আচ্ছাদিত সকালে কিংবা হিমেল সন্ধ্যায় বাতাসে ভেসে আসা ভাপা পিঠার মন মাতানো গন্ধে নস্টালজিক হয়ে প।নে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসী । গরম আর সুগন্ধি ঘ্রাণে মন আনচান করে ওঠে সবার। জেলার সদর শহর বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুরের পো।র শহরের বিভিন্ন এলাকাতেই শীতের আগমনী বাতার্য ' ভাপা পিঠা' বিক্রির ধুম পড়েছে । শীত এলেই একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা সকাল-বিকাল এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত এ ব্যবসায় ব্যস্ত সময় কাটান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পো।র শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রাস্তার মো।রে দোকানগুলিতে চলছে ঐতিহ্যবাহী ভাপা পিঠার তৈরির প্রক্রিয়া । এই পিঠার স্বাদে ক্রেতারা মুগ্ধ । শীতের সময় এখানকার নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন ভাপা পিঠার ব্যবসা ।কুয়াশা ঢাকা সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় গরম ভাপা পিঠার মজাই আলাদা। একদিকে ভাপা-পিঠার স্বাদ আর অন্যদিকে চুলার আগুন আর জলীয় বাষ্পের উত্তাপ যেন চাঙ্গা করে দেয় দেহমন। অনেকেই পিঠার দোকানে চুলার পাশে বসেই গরম পিঠা খাচ্ছেন। পরিবারের চাহিদা মেটাতে কেউ কেউ আবার পিঠা কিনে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অফিস, দোকান, ক্লাব, আড্ডাতেও এই পিঠার আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। শীতকালে শ্রমজীবী, রিকশাচালক, ড্রাইভার, শ্রমিকসহ অভিজাত পরিবারের লোকজনের কাছে প্রিয় শীতের এই পিঠা। প্রসঙ্গত, চালের গুঁ।োর সাথে আটা বা ময়দা মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ভাপা পিঠার মতো দেশী জাতের পিঠা। মাটির চুলায় খড়ি অথবা জ্বালানি গ্যাস পুড়িয়ে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পিঠা তৈরি ও বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। জেলার বিভিন স্থানে ভাপা পিঠার দোকানে সকাল-সন্ধ্যায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়লেগেই থাকে।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের এক পিঠা ব্যবসায়ী হারান রায় জানান, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এ ব্যবসা চালাচ্ছেন তিনি। গরমে তিনি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করলেও শীতের মরসুমে তিনি ভাপা পিঠা ও সেদ্ধ ডিম বিক্রি করে পরিবারের সদস্যদের অন্নসংস্থান করেন । সেই উপার্জনেই সুখে-শান্তিতে দিনযাপন করছেন।জানা যায়,হারানবাবুর তৈরি পিঠার বেশ সুনাম রয়েছে এলাকায় । শিতের মরশুম শুরু হতেই তাঁর দোকানে ভিড়জমাচ্ছেন ক্রেতারা । বিক্রিবাটা ভালোই হচ্ছে । প্রতি পিঠার মূল্য নিচ্ছেন পাঁচ ও দশ টাকা করে। প্রতিদিন প্রায় ৫০০-৭০০ টাকার পিঠা বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভাপা পিঠা প্রস্তুতকারক হারান রায় ।।

যোগিরাজ অরুণের রামলালা স্থান পাচ্ছে রাম মন্দিরে, ২২ জানুয়ারি হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি ঃকর্ণাটকের বাসিন্দা প্রখ্যাত ভাস্কর শিল্পী অরুণ যোগিরাজের রামলালা স্থান পাচ্ছে অযোধ্যার রাম মন্দিরে। আগামী ২২ জানুয়ারি যোগিরাজের হাতে তৈরি রামলালার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে শ্রীরাম মন্দিরে। তিন রামলালার মধ্যে ভোটের লড়াই হয়েছিল, রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার কোন মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে, গত শুক্রবারই শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের বৈঠকে তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এ বার প্রকাশ্যে এসেছে সেই মূর্তির রূপকারের নাম। সোমবার রাতে এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানিয়েছেন, যে মূর্তিটি গর্ভগৃহে থাকছে, তার ভাস্কর অরুণ যোগিরাজ। তিনি কর্নাটকের বাসিন্দা।প্রহ্লাদ যোশী জানান, প্রভু রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মূর্তি বাছাইয়ের কাজ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রভু রামের যে মূর্তিটি অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেটি বানিয়েছেন দেশের প্রখ্যাত ভাস্কর অরুণ যোগিরাজ। মূর্তির সঙ্গে যোগিরাজের একটি ছবি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মন্ত্রী। যোগিরাজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা।ট্রাস্ট সূত্রে খবর, নির্বাচিত মূর্তিটিতে রামের পাঁচ বছর বয়সি রূপের আদল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূর্তিসজ্জার জন্য তাঁর হাতে আলাদা করে বসানো হয়েছে তির এবং ধনুক। মূর্তিটির উচ্চতা ৫১ ইঞ্চি। তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানস এবং মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যে রামের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে, হুবহু সেই আদলেই এই মূর্তি গঠিত।

ভক্ত সমাগমে রেকর্ড, ১ জানুয়ারি মহাকালেশ্বর মন্দিরে ৮ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর আগমণ

উজ্জয়িনী, ২ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে বছরের প্রথম দিনে ৮ লক্ষেরও বেশি ভক্ত সমাগম হয়েছিল। মঙ্গলবার মন্দিরের এক আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন। নববর্ষের দিনে প্রার্থনা জানাতে ৮ লক্ষেরও বেশি ভক্ত মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের বিখ্যাত মহাকালেশ্বর মন্দিরে গিয়েছিলেন। মহাকালেশ্বর মন্দিরটি দেশের ১২টি 'জ্যোতির্লিঙ্গ'-র মধ্যে একটি।মন্দিরের পরিচালনা কমিটির প্রশাসক সন্দীপ সোনি জানিয়েছেন, সোমবার বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ৮.১০ লক্ষ ভক্ত মন্দিরে এসেছিলেন। সোমবার সকাল ৬টা থেকে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন ছিল চোখে প।ার মতো। তিনি আরও জানান, ওইদিন ৪৫,০০০-এরও বেশি ভক্ত 'ভস্ম-আরতি' (ভোরের প্রার্থনা) প্রত্যক্ষ করেছে।

ফের ইডি-র দফতরে হাজিরা কার্তির, বললেন এটি নিরর্থক অনুশীলন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি ঃফের প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। মঙ্গলবার চিনা ভিসা মানি লন্ডারিং মামলায় ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরম। ২০১১ সালে কিছু চিনা নাগরিককে ভিসা দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত মামলায় এদিন ইডি-র মুখোমুখি হয়েছেন কার্তি।এদিন ইডি-র দফতরে ঢোকার প্রাক্কালে কার্তি বলেছেন, নির্বাচন এগিয়ে আসছে, এগুলি সবই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তেমন কোনও ব্যাপার নয়। আমি আগেও এমনটা করেছি, আমি আবার এই কাজ করছি, এটা একটা নিরর্থক অনুশীলন। কার্তি আরও বলেছেন, বিশেষ করে যখন নির্বাচন এগিয়ে আসে তখনই এই ঘটনাগুলি নিয়মিত ঘটে। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা লোকসভা আসনের ৫২ বছর বয়সী সাংসদ কার্তিকে এর আগে গত ২৩ ডিসেম্বর এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩.৯ মাত্রার ভূমিকম্প

জম্মু, ২ জানুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে মঙ্গলবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১১.৩৩ মিনিটে জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৯। ভূগর্ভে এই কম্পনের গভীরতা ছিল পাঁচ কিলোমিটার।

বন্ধ জ্বালানি সরবরাহ! ট্রাকচালকদের প্রতিবাদে অচল হয়ে পড়বে পুরো ভারত?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সারা দেশ জুড়ে সংশোধিত ' অ্যান্ড রান' আইন নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ট্রাকচালকরা। যাদের মধ্যে রয়েছেন, তেলের ট্যাঙ্কার চালকরাও। এর ফলে, জ্বালানি তেলের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখনও সব জায়গায় তেল ফুরিয়ে যায়নি, তবে, ভারতের প্রায় সব ছোট বড় শহরেই চলছে তেল ফুরিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক থেকে জ্বালানির কেনাকাটা। ৺হিট অ্যান্ড রান আইনে আগে যেখানে ২ বছরের জেলের বিধান ছিল, তা বাড়িয়ে ১০ বছর করা হয়েছে। সঙ্গে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও করা যেতে পারে। আর এরই প্রতিবাদে ৩ দিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ট্রাকচালকরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পাম্পে পাম্পে জ্বালানি সরবরাহকারী হাজার হাজার ট্যাঙ্কারের চালকরাও। বিক্ষোভের অংশ নিচ্ছেন একাংশের বাসচালকরাও। ট্যাঙ্কার-চালকরা বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় ইতিমধ্যেই ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় জ্বালানী সংকট তৈর হয়েছে। মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি জায়গায় কোনও পাম্পেই আর কোনও তেল নেই বলে খবর এসেছে। সামনের কয়েকদিনে, কলকাতা-সহ ভারতের অন্যান্য শহরেও এই জ্বালানি সংকট দেখা যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পেট্রোল পাম্প ডিলাররা।আর এই জ্বালানি সংকটের জেরে দেশের বিভিন্ন অংশেই পেট্রল পাম্পগুলিতে, মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি), লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। নাগপুরের পেট্রল পাম্পে যে ছবি দেখা গিয়েছে, তেমনই ছবি দেখা গিয়েছে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালাতেও। হিমাচলে ট্রাক ও বাস চালকদের ধর্মঘট ইতিমধ্যেই পর্যটন ক্ষেত্রে বড় আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সংবাদ প্রতিবেদনগুলি অনুসারে, নয়া আইনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন ট্যাক্সি চালক ও পরিবহণ সংস্থাগুলির মালিকরাও। ফলে, ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ারকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে আসা পর্যটকরা, বাড়ি ফেরার গাড়ি পেতে হয়রান হয়ে যাচ্ছেন।অন্যদিকে, মধ্য প্রদেশের ভোপালে পরিবহণ ধর্মঘটের কারণে অফিস-কলেজে যেতে চূড়ান্ত অসুবিধার মুখে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। ভোপালে বিভিন্ন অংশে রাস্তায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে পথ অবরোধ করা হয়েছে। রাজস্থানেও জায়গায় জায়গায় পথ অবরোধ করেছেন ট্রাক-বাস-ট্যাক্সি চালক ও মালিকরা। অনেক জায়গায় পুলিশ বল প্রয়োগ করতে গেলে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন আন্দোলনকারীরা।উল্লেখ্য,পশ্চিমবঙ্গেও ধূলাগড়, ডানকুনি-সহ বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করেছেন ট্রাকচালক ও বিভিন্ন পরিবহণ সংগঠনগুলি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩জানুয়ারি ঃমঙ্গলবার, ১৭পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৭পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৭পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। **বৃষভ রাশিঃ**প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। শুভ দিন হবে। **মিথুন রাশিঃ**রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার । **কর্কট রাশিঃ**আপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।। **সিংহরাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।সংসারে শান্তি। **কন্যারাশিঃ**আপনার বাচচার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। বিবাহের যোগ। **তুলারাশিঃ**আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভদিন **ধনু রাশিঃ** আপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন। **মকর রাশিঃ**আপনার উচচ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না। আপনি আজ অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে **কুম্ভ রাশিঃ**কাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। এই রাশিচক্রের লোকেরা যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করে থাকে তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **মীন রাশিঃ**আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যাওয়ার সময় যথাযথভাবে আচরণ করুন। আপনার অতীতের কারোর

চুঁচুড়ায় কল্পতরু উৎসব

মলয় সুর, চুচুড়া, ২ জানুয়ারি ঃ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে কাশিপুর উদ্যানবাটিতে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। ঠাকুরের গলায় কর্কট রোগ ধরা পড়েছে। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবিরাজি সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতের সন্ন্যাসী ভক্তগণরা পালা করে দিনরাত্রে ঠাকুরের সেবা করে চলেছেন। তার সঙ্গে গৃহী ভক্ত মন্ডলী ঠাকুর কে দেখতে আসেন। বেশি কথা বলা ডাক্তারের মানা। তাই ঠাকুর খুব কম কথা বলেন দুই একজনের সঙ্গে। এমতাবস্থায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি বেলা ১১ টা নাগাদ আলু থালু কাপড়ে ঠাকুর দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন। ঠাকুরের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধেই ভক্তরা আলোচনা করছেন। ঠাকুরকে নিচে নামতে দেখে ভক্তরা তাকে ঘিরে ধরে। ঠাকুর বড়াভয় মুদ্রায় বকুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলেন কার কি চাওয়ার আছে এই বেলা চেয়ে নাও। ভক্তরা যে যার কামনা বাসনার কথা ঠাকুর কে বলেন। ঠাকুরও তথাস্তু বলে তা অনুমোদন করেন। সেই দিন থেকেই কল্পতরু দিবস পালিত হয়। এদিনই ঠাকুরের সেই উক্তি ‘ চৈতন্য হোক’। রামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু অবতার আক্ষরিক অর্থ হল এমন একটি গাছ যার নিচে দাঁড়িয়ে যা কামনা করা যায় বৃক্ষ তা পূরণ করে। এই উপলক্ষ্যে চুঁচুড়ার কামারপাড়া দত্ত গলিতে সোমবারিতে ১৪ বছর ধরে (২০০৯ সাল) কল্পতরু উৎসব পালিত হয়ে চলেছে। এক সময় বাড়ির গৃহ কর্তা পশুপতি সোম দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনী মন্দিরের কল্পতরু উৎসবে আসতেন। পরবর্তী পর্যায়ে চুঁচুড়ার বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে হোম যজ্ঞ পূজা পাঠ সহকারে কল্পতরু উৎসবের সূচনা করেন। ২০২১ সালে পশুপতি সোম প্রয়াত হন। বর্তমানে তার ছেলে কুন্তল সোম এই উৎসব পালন করে চলেছেন। এদিন ভোর বেলায় মঙ্গল আরতি দিয়ে শুরু হয়। এরপর রামকৃষ্ণ কথামৃত পূজা পাঠ দুপুরে ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় কীর্তন বৈদিক মন্ত উচ্চারণ সহকারে দিনভর চলেন নানা অনুষ্ঠান। প্রচুর ভক্তদের ঠাকুর দর্শন ও ভোগ বিতরণের জন্য বাড়ির গৃহকর্ত রিতা সোম মেয়ে মুনমুন যাদব নাতি ঋদ্ধিমান যাদব ঐদিন সকলে ব্যস্ত থাকেন সেবা করার জন্য।

আশি শতাংশ মিডিয়াই বিক্রি হয়ে গেছে, ইমেজ খারাপ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ঃ মনোজ তিওয়ারি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২ জানুয়ারি ঃ আশি শতাংশ মিডিয়াই বিক্রি হয়ে গেছে, ইমেজ খারাপ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবার মিডিয়াকে উদ্দেশ্য করে তীব্র আক্রমণ মন্ত্রী মনোজের। হাওড়ায় দাসনগরে সোমবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি সরাসরি মিডিয়াকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, আশি শতাংশ মিডিয়া বিক্রি হয়ে গেছে। তারা ভালো কাজ দেখায় না। সব সময় ভিলেন বানানো বা নেগেটিভ কার্যকলাপ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। মনোজ আরও বলেন, হাওড়ায় মিডিয়া শুধু নেগেটিভ কার্যকলাপ বা আমাকে ভিলেন বানানোর জন্য কাজ করছেন। তিনি এও বলেন সোশ্যাল মিডিয়া না থাকলে আজকে হয়তো

তার মানুষের জন্য করা কাজ কেউ দেখতে পেত না। অর্থা সত্যটা সামনে আসত না। এদিন মনোজ তিওয়ারি বলেন, জেনে বুঝে শুধু নেগেটিভ করা হচ্ছে। যেখানে প্রমাণ আছে তা সত্ত্বেও যদি নেগেটিভ দেখানোর চেষ্টা হয় সেটা ঠিক নয়। এতে অনেক মানুষের ইমেজ খারাপ করে দেয়। যাঁদের ওপর এই ঘটনা ঘটেছে তাঁরা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। সময়ের অপেক্ষা। আমার অনুষ্ঠানে যারা যারা এসেছেন আমি মনে করি তাঁরাই ভালো। এদিন মঞ্চে মনোজ জানান, আমি কোনওদিন নিজের বিজ্ঞাপন এবং প্রশংসা পাওয়ার জন্য নিজেদের ঘরের মধ্যে যা আলোচনা হয় তা কখনও নিজের স্বার্থের জন্য কোনও মিডিয়াকে দিইনি। ১ লক্ষ বা ২০ লক্ষ সার্কুলেশন সব মিডিয়াই আমার কাছে সমান। আমি কোনওদিন বড় হাউসকে বড় বলে দেখিনা। আমরা শিবপুরে যেসব উন্নয়নমুলক কাজ করা হয়েছে তা প্রচার হয়না। কারণ হাওড়ার মিডিয়া হাউসের যারা আছেন তারমধ্যে ২০ শতাংশ সঠিক খবর প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। বাকিরা আমাকে ইকো পার্কের কার্নিভালকে ঘিরে আমাকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা করেছে। তাঁরা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যারা ভালো কাজ করতে মাঠে নেমেছেন তাঁদের শুধু নেগেটিভ রোলে দেখানোর চেষ্টা করছে। আজকে সোস্যাল মিডিয়া আছে বলে সঠিক খবর সকলের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কে ভালো কাজ আর কে খারাপ কাজ করছে তা সঠিক সময় ওপরওয়ালা হিসেব দিয়ে দেবে। আসলে এখানে এতো মিথ্যাবাদীরা রয়েছেন তারা জোট করে সত্যকে মিথ্যা বানানোর জন্য প্রতিদিন পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন।

তৃণমূলের উদ্দেশ্য ও কর্ম পদ্ধতি নেই ঃ বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলে মুষল পর্ব,কোনো দলের যদি ভাবাদর্শ বা কর্ম পদ্ধতি না থাকে কোনো বড় উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে তা বেশিদিন টেকেনা। তৃণমূলের অবস্থা তাই। মানুষ সিপিআইএমের অত্যাচার থেকে বাঁচার হাতিয়ার হিসেবে এদের এনেছিল। কেবল ক্ষমতা এবং টাকা যদি কোনো পার্টির উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার কি পরিনতি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। মুষল পর্ব আগেই চলছিল। কাল সেটা প্রকাশ্যে এল। নেতাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক। সেটা ফুরিয়ে গেলেই শেষ। তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস শেষ হই থাকুক, তাতে আমাদের সুবিধা অসুবিধা কিছু নেই। এই দল তো একদিন যাবেই। বিজেপি একটা লক্ষ্য নিয়ে চলে। লক্ষ লক্ষ কর্মী পরিশ্রম করেন। আমরা ভোটে জিতে মানুষ কে উন্নয়ন দিই। ববি হাকিমের বোধদয়? ভোট এলে এরকম হয়। একটু ক্ষমা টমা চায়। সিবিআই ইডি কাজ করলে বা চোর ধরলে রাস্তায় নামেন কেনো? পদ থেকে লোক গুলোকে সরান না কেনো? এটা দ্বিচারিতা নয়? দোষীদের আড়াল করা বন্ধ করুন। ওদের নিজের মধ্যে আগে বিচার করুন। বেশিরভাগ লোক জেলে। কেউ কেউ বেলে। কেউ লিস্টে আছে। ফলে উনি কি বললেন সেটা নিয়ে রাজ্যের মানুষ খুব একটা ভাবিত নন। এগুলো সবই পাবলিক জানে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে উনি এখন এগুলো বলছেন। জনসংযোগে জোর তৃণমূলের এসব কর্মসূচি উনি আগে প্রচুর ঘোষণা করেছেন। এগুলো আপনাদের খবর করার জন্য ঠিক আছে। আগে পার্টি বাঁচান। তারপর তো জন সংযোগ। মানুষ তো এবার এলাকায় গেলে গাছে বেঁধে রাখবে। চাকরির দাবিতে , ডি এর দাবিতে সর্বত্র ধর্ণা চলছে। এরপর আবার উন্নয়ন? আজ কামদুনি রায়, জঘন্য অপরাধ। প্রতিবিধান করার চেষ্টা হয়নি। সরকারি আইনজীবীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অপরাধিদের বাঁচানোর আয়োজন করেছিল। সরকার চুপ করে গেছে। তারা লড়াই করছেন। আমরা পাশে আছি। আইনি সমর্থন করছি। ওড়িশার বালেশ্বরে পেপার মিলে ২৬ হাজার কেজি বাংলার ও এম আর এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স করে বাংলাদেশে টাকা যায়। ওখানে আন্দোলন করার জন্য ট্রেনিং দিয়ে লোক পাঠানো হয়। এখনকার পরীক্ষার খাতা ওখানে পাওয়া যায়। নেতাদের কীর্তিকলাপ এক্সপোজ হচ্ছে। যেকোনো মানুষ ভুল করতে পারে। দেখতে হবে দল বা সরকার তার প্রতি কি মনোভাব? ধর্ষনের অভিযোগ এসেছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে দেখুন। এই ধরনের অভিযোগে কজন গ্রেফতার হয়? সব তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। বিজেপি কেস দেখায়। মন্ত্রীর ছেলে গোলমাল করেছিল। তাকেও জেলে ঢুকিয়েছে। বাকি আইন দেখবে। হ্যাস ট্যাগ ২২ জানুয়ারি-গোটা বিশ্বের লোক ২২ জানুয়ারির দিকে তাকিয়ে আছে। পয়লা জানুয়ারি আসলে ব্রিটিশ ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। গৌরবের দিন ২২ জানুয়ারি। সারা দুনিয়া দেখবে ভারতে সেদিন কি হয়।

রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন ধর্মঘট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন থেকেই রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন ধর্মঘট। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে এই ধর্মঘট। কেষ্টপুর অঞ্চলে পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে পথে নেমেছে রেশন ডিলাররা ধর্মঘটের সমর্থনে। মঙ্গলবার ২রা জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশজুড়ে রেশন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন । এর জেরে দেশের ৫ লাখের উপরে রেশন দোকান বন্ধ থাকার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার সকালে কেষ্টপুরঅঞ্চলে পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে পথে নামে রেশন ডিলা। তাদের সঙ্গে পথে নামেন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু। তিনি জানান, তাদের দাবি রেশন ডিলারদের মাসিক ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা আয় সুনিশ্চিত হওয়া এবং পাশাপাশি পিডিএস কন্ট্রোল নামে যে দমন মূলক নীতি রাজ্যের খাদ্য দপ্তর এনেছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। তবে পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, রেশন গ্রাহকদের প্রাপ্য থেকে তাদেরকে তারা বঞ্চিত হতে দেবেন না।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বন্দর এলাকায় পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকার একটি আইন আনতে চলেছে যেখানে বলা হয়েছে,,, জাতীয় সড়কে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট গাড়ি চালককে দশ বছরের জেল এবং ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে এদিন সকাল থেকে কলকাতা বন্দর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রাক ড্রাইভাররা, রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায়। এই কালা আইন প্রত্যাহার না করা হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা,, বলে হুঁশিয়ারিও দেন ট্রাক মালিকেরা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগে ডানকুনি টোল প্লাজা সংলগ্ন দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। বহু ট্রাক ড্রাইভার। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তা উঠে যায়।

হাওড়াতেও অবরোধ ট্রাক চালকদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রের নতুন পরিবহণ নীতির প্রতিবাদে ট্রাক চালকদের অবরোধে বছরের শেষ দিন ধুন্ধুমার বেঁধেছিল ডানকুনিতে জাতীয় সড়কে। একই ইস্যুতে এবার অবরোধ হলো হাওড়ায়। কেন্দ্রের কালা আইনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে হাওড়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের আলমপুর মোড়ে ট্রাক চালকরা অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে আসে সাঁকরাইল ও ডোমজুড় থানার পুলিশ। আধঘন্টার অবরোধে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে।

পারদ-পতন তিলোত্তমায়, দক্ষিণবঙ্গে আবারও ফিরল শীতের আমেজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ ফের তাপমাত্রার পারদ-পতন হয়েছে মহানগরী তিলোত্তমায়, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এর আগে সোমবার বছরের প্রথম দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি বেশি। যদিও, মঙ্গলবার পারদ নামল বেশ কিছুটা। তাপমাত্রার পারদ-পতন হতেই ফের শীতের আমেজ ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে হালকা শীত অনুভূত হয়েছে, যা বিগত বেশ কিছু দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। গ্রাম বাংলার জেলাগুলিতে অবশ্য শীত বেশ ভালোই মালুম হয়েছে। জাকিয়ে শীত আবার কবে পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সপ্তাহের শেষে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে রাজ্যে। পাঁচ জেলায় আগামী বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে। এই জেলাগুলি হল-পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান। কলকাতায় আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

দক্ষিন বারাসাতে এক নবজাতকের মৃতদেহ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত বাজারের কাছে রাস্তার পাশে একটি বাড়ির সামনে থেকে একটি নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছ।য়।ঘটনাস্থলে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,মঙ্গলবার সকালে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত বাজারের কাছে রাস্তার কাছে চক্রবর্তী বাড়ির সামনে কে বা কারা একটি নবজাতককে ফেলে রেখে যায়।চক্রবর্তী বাড়ির এক গৃহবধূ পূর্ণশ্রী চক্রবর্তী এদিন সকালে বাড়ির সদর দরজা খুলে দেখে একটি নবজাতক প্লাসটিক মোড়া অবস্থায় পড়ে আর কুকুরে টানাটানি করছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি স্থানীয় প্রধান জয়ন্তী হালদারকে জানান। এবং প্রধান জয়নগর থানায় খবর দেয়। এদিকে এই খবর চাউর হতে ভীড় জমায় বহু মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

খরিপ মরশুমে পেঁয়াজের চাষে উৎসাহ দিতে বিশেষ পরিকল্পনা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার পেঁয়াজ উপাদন বাড়াতে বিশেষ করে খরিপ মরশুমে পেঁয়াজের চাষে উৎসাহ দিতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে। খরিপ মরশুমে চাষের উপযুক্ত পেঁয়াজের বীজের যোগান সুনিশ্চিত করতে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন দফতর জাতীয় উদ্যান গবেষনা এবং উন্নয়ন সংস্থা এনএইচআরডিএফের সঙ্গে শীঘ্রই একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে। ওই সংস্থার গবেষণাগারে তৈরি ওই সব উচ্চমানের পেঁয়াজ বীজে পচন ধরার আশঙ্কা কম। এছাড়া রাজ্যে পেঁয়াজ চাষের একটি উকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায় ও সচিব সুব্রত গুপ্ত সম্প্রতি এনএইচআরডিএফের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে স্থির হয়েছে, ওই সংস্থার বিশেষজ্ঞরা চলতি মাস থেকেই উদ্যানপালন আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে পেঁয়াজ চাষীদের সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁদের খরিপ মরশুমে পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবেন। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে পেঁয়াজের উপাদন বেশ কিছুটা বেড়েছে। তবে বিশেষ করে খরিপ মরশুমে পেঁয়াজের চাহিদা ও যোগানে বিপুল ফারাক থাকায় ভিন রাজ্য থেকে তা আমদানি করতে হয়। ফলে পেঁয়াজের দাম ওই কমাস বেশ চড়া থাকে।

ভাটোরা দ্বীপাঞ্চল পরিদর্শনে বিধায়ক সুকান্ত পাল

বাপ্পাদিত্য ঘোষাল, আমতা, ২ জনুয়ারি ঃ আমতা-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভাটোরা দীপাঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের উদ্যোগে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা যায় কিনা সেই নিয়ে মঙ্গলবার আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল ও সেচ দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ উত্তর ভাটোরা থেকে শুরু করে চিনান হয়ে রূপনারায়ণ ও মুন্ডেশ্বরীর সংযোগস্থল পরিদর্শন করেন। এই দিন উপস্থিত ছিলেন, সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রজেক্ট ডাইরেক্টর দেবাশিস সেনগুপ্ত, অ্যাডিশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর-৪ কল্যাণ দে, হাওড়া সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিযার রঘুনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। বিধাযক সুকান্ত পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই এলাকায় অভূতপূর্ব ভাবে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে তা অনেকটাই ফলপ্রসু হয়েছে। যার ফলে এ বছর এলাকার মানুষ বন্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও বন্যার সময় নদীতে জলস্তর কিছুটা বাড়লেই আমতা-২ নম্বর ব্লকের ঘোড়াবেড়িয়া-চিনান ও ভাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশ প্লাবিত হয়, নষ্ট হয় জমির ফসল। সেই কারণে নদীর যে অংশ উপচে জল গ্রামে প্রবেশ করে ও ফসল নষ্ট করে সেই অংশগুলি চিহ্নিত করে যে খালগুলি দিয়ে জল প্রবেশ করে সেই খালগুলিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

২০২৩ সালে ১৭ কোটির ও বেশী যাত্রী পরিষেবা দিয়ে রেকর্ড গড়ল কলকাতা মেট্রো!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ১৯৮৪ সালের সূচনার শুরু থেকেই কলকাতা মেট্রো কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যমই হল মেট্রো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা মেট্রোর জনপ্রিযতা লাফিযে.লাফিযে.বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা মেট্রো শহরের ট্রাফিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসেবেও উঠে এসেছে। এটি দেশের প্রাচীনতম মেট্রো করিডোর। বর্তমানে শহর কলকাতায় একাধিক মেট্রো রুট চালু হওয়ায়, এটি ব্লু লাইন নামেই অভিহিত হচ্ছে।

২০২৩ সাল পার করে ২০২৪ সালে আসার প্রথম দিনেই, কলকাতা মেট্রোর তরফে যাত্রী পরিসংখ্যান সামনে আনা হয়েছে। ২০২৩ বছরে কলকাতা মেট্রো ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১৭.৬৯ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েছে। এই সংখ্যা কিন্তু ২০২২ সালের তুলনায় অনেকটা বেশি। ২০২২ সালে, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো করিডোরের যাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫.৪ কোটি। যা কিনা ২০২৩

সালে ১৪.৯৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৭.৬৯ কোটি। এর থেকে বোঝা যেতে পারে দ্রুত ও ঝঞ্ঝাটহীন যাত্রার জন্য কলকাতার পাশাপাশি শহরতলির বাসিঃদারাও পছ ঃদ করছেন এই মাধ্যমকে।

অন্যদিকে, ২০২৩ সালের শেষ দিনে ব্লু লাইন মেট্রোতে ৩,৩৭,২৮৭ জন যাত্রী বহন করেছে। এর মধ্যে দমদম থেকেই মেট্রোতে যাত্রী উঠেছেন ২৭১৬৪ জন। অন্যদিকে, রবীঃদ্র সদনেও এদিন প্রায় ২৬৩৭৪ সংখ্যক যাত্রী রেকর্ড হয়েছে।

অন্যদিকে, সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত ইস্ট- ওয়েস্ট মেট্রোও চালু হয়েছে ২০২২ সালে। সেই পরিষেবা চলছে, তবে এখনও লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। শিয়ালদহ থেকে এসপ্লানেড হযে. হাওড়া মযদান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে মেট্রো লাইন। হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রোর কাজ প্রায় শেষের পথে। বউবাজার জটও প্রায় শেষ হওয়ার পথে। ফলে দ্রুত এগোবে মেট্রোর কাজ। আবার নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত মেট্রো লাইনের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। এখন এই লাইনে পরিষেবা শুরু হলে যাত্রী সংখ্যা ও আরো কয়েকগুন বা।বে যে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আরামবাগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে উল্টালো বাস

বনস্পতি দে, আরামবাগ, ২ জানুয়ারি ঃ একই রুটের দুই বাসের রেষারেষি। যার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে উল্টালো বাসটি। গোটা ঘটনায় আহত কমবেশি সকলেই। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় বাসিন্দাদের তপরতায় তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল এগারোটা নাগাদ আরামবাগের পার্বতীচক এলাকায়। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়ে বাসে থাকা কমবেশি ষাটজন যাত্রী ছিলেন। আচমকাই বাসটি উল্টে গেলে কমবেশি আহত হন সকলেই। বিকট শব্দের আওয়াজ পেযে. স্থানীয় মানুষজন তড়িঘড়ি বাসে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে। পরে আরামবাগ থেকে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদের ভর্তি করা হয়েছে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এখনও পর্যন্ত ৩০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষজনের দাবি দ্রুত গতিতে বাসটি যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন রাস্তা বেহাল থাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তক্ষণাত এলাকায় পৌঁছয় আরামবাগের বিডিও। চলেছে উদ্ধারকাজ। আহত এক ব্যক্তি বলেন, সব সিট ভর্তি ছিল। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ শব্দ হল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে পাল্টি খেয়ে পড়ে গেল। রাস্তা খারাপের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।

হুগলির আরামবাগের আরান্দী দু’নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এক রাস্তার টাকায় তৈরি হচ্ছে একটি অন্য রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২ জানুয়ারি ঃ হুগলির আরামবাগের আরান্দী দু’নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালদত্ত গ্রামে পঞ্চায়েত সমিতির একটি রাস্তার জন্য টেন্ডার করে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আর সেই টাকায় তৈরি হচ্ছে একটি অন্য রাস্তা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গেছে গোটা এলাকা। জানা যায় এই রাস্তা নিয়ে স্থানীয়রা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন প্রশাসনকে। গোপালদত্ত ১৮ নম্বর সংসদের রাযপাড়া থেকে ডাক্তার-খানা পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা বারবার প্রশাসনকে জানানোর পর টেন্ডার করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গ্রামের মধ্যে

দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। বারবার গ্রামের মানুষকে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছিল যাতাযাতের সময়। তাই গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে রাস্তারই মেরামত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু যখন রাস্তা শুরু হয় দেখা যায় টেন্ডার করে অন্য রাস্তা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে আরেক ব্যক্তির বক্তব্য আজব ঘটনা সত্যি টেন্ডার হল গ্রামের রাস্তার আর হচ্ছে কিনা পাশের গ্রামে একটি রাস্তা। তারা বুঝতেই পারছেন না কিভাবে তাদের রাস্তা হলো না। প্রশাসন টেন্ডার করেও রাস্তা হলো না কেন তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। তাই বাসিন্দারা প্রত্যেকে অবিলম্বে দ্রুত রাস্তাটি করার দাবি জানিয়েছেন।

দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচি

করিমগঞ্জ, ২ জানুয়ারি ঃ করিমগঞ্জ জেলার দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডের ৯টি পঞ্চায়েতে ৩ থেকে ৮ জানুয়ারি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩ পঞ্চায়েতে, বুধবার সকাল সাড়ে নয়টায় সিঙ্গারিয়া পঞ্চায়েতের সিঙ্গারিয়া বাজারের পাশে এবং বেলা দে।টায় ফতেপুর পঞ্চায়েত অফিসের পাশে উত্তর খাগাইলে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি, ৪ জানয়ারি, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টায় জনকল্যাণ পঞ্চায়েতে মির্জানগর গ্রামে জনকল্যাণ বাজারের পাশে এবং বেলা দে।টায় কালিগঞ্জ পঞ্চায়েতে রতনপুর গ্রামের ভৈরব বাড়ির পাশে কার্যসূচি চলবে। অনুরূপভাবে ৫ জানুয়ারি, শুক্রবার পীরেরচক পঞ্চায়েতে তেলিখালপারের পল্লিশ্রী এমই স্কুলের পাশে এবং বেলা দে।টায় বাগবাড়ি পঞ্চায়েতে পায়োনিওর কলেজ ক্যাম্পাসে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

এম এল এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মিলন সংঘ চ্যাম্পিয়ন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ জানুয়ারি ঃ চাঁপদানীর তৃণমূল বিধায়ক অরি ঃদম গুইন এর উদ্যোগে বৈদ্যবাটি বিএস পার্ক মাঠে আমন্ত্রণ মূলক আট দলীয.ফুটবল প্রতিযোগিতায.আট দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার বছরের শেষ দিন রবিবার (৩১শে ডিসেম্বর) ফাইনালে মুখোমুখি হয.বৈদ্যবাটি বি এস পার্ক ও ভদ্রেশ্বর মিলন সংঘ। ফাইনাল খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বঃদ্বতামূলক হয। খেলার ফলাফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অমীমাংসিত থাকে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে মিলন সংঘ ৪-৩ গোলে পরাজিত করে বিজয়ের সম্মান অর্জন করে। এদিন এই খেলাকে ঘিরে মাঠে দর্শকদের মধ্যে বিপুল উসাহ দেখা যায। দর্শকরা কাসর ঘঃটা বিউগল বাঁশি পটকা পাঠিযে.খেলোযাড়দের উসাহিত করতে থাকেন। জেলা ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য বেশ কিছু ফুটবলপ্রেমী মানুষের চেষ্টায.এই প্রতিযোগিতার আযোজন। এই দিনের সেরা খেলোযাড় বিবেচিত হয.মিলন সংঘ ক্লাবের সঞ্জীব ঘোষ। ম্যান অফ দা টুর্নামেঃট বৈদ্যবাটি বি এস পার্কের বিশ্বজি মুরমু। তিনি সারা টুর্নামেঃটের সর্বোচ্চ পাঁচটি গোল করেন। টুর্নামেঃটের ফেযার প্লে ট্রফি পান বৈদ্যবাটি কৃষ্টিচক্র। ফাইনাল খেলার আগের দিন একটি প্রদর্শনী ম্যাচে বৈদ্যবাটি চেযারম্যান একাদশ ও বিধাযক একাদশ এর মধ্যে খেলা

অনুষ্ঠিত হয। এতে চেযারম্যান একাদশ ২-১ গোলে বিধাযক একাদশ কে পরাজিত করেন। ফাইনালে চ্যাম্পিযন মিলন সংঘ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিধাযক অরি ঃদম গুইন। অপরদিকে রানার্স ট্রফি বৈদ্যবাটি বি এস পার্কের হাতে দেন বৈদ্যবাটির চেযারম্যান পি ঃটু মাহাতো কাউন্সিলর প্রবীর পাল। এদিন উভয.বিজযী.দলকে ৫০ হাজার টাকা ও বিজিত দলকে ৪০ হাজার টাকা নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয। খেলাটি পরিচালনা করেন তাপস মন্ডল।।ফাইনাল ম্যাচ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন জনপ্রিয.ফুটবলার শিশির ঘোষ, ভারতের প্রাক্তন গোলকিপার সুব্রত পাল। এছাড়া চাঁদদানি পৌরসভার পৌরপিতা সুরেশ মিশ্র , কাউন্সিলর উপল মন্ডল, রিষরা পৌরসভার চেযারম্যান বিজয.সাগর মিশ্র প্রমুখরা।

হানসি প্রেমজী সেনের উপস্থিতিতে ক্যারাটের একদিনের শিবির বসিরহাটে

সৌরভ দাশ, বসিরহাট (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ২জানুয়ারী, ২০২৪ ঃ বসিরহাট প্যারাডাইস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের ক্যারাটে শিবির ও বেল্ট এক্সাম।০বসিরহাট সেইসিনকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশান আয়োজিত এই শিবিরে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে।সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে শিবির। সভ্যতার আধুনিকীকরনের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে মুখ ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তবে ছোট থেকে কম্পিউটার বা ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসে মগ্ন থাকা যে মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয় তা ইতিমধ্যেই ঠাহর করেছেন অভিভাবকরা।তাই ক্রমশ শারীরিক কসরতের দিকে ঝোঁক বা।ছে।গত দশ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বে।ছে ক্যারাটে,যোগা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে পঠন পাঠনের পাশাপাশি ক্যারাটে কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু ফিটনেস ই নয় চলার পথে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সন্তান দের যেন অসুবিধা না হয় তার জন্য ছোট থেকেই ছেলে মেয়েদের ক্যারাটে মুখী করছেন অভিভাবক রা অনেকেই।চাহিদার সঙ্গে তালমিলিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় গ।ে উঠেছে ক্যারাটে কোচিং ক্যাম্প। তবে কথায় আছে পুরানো চাল ভাতে বা।ে তেমনই পুরাতনের কদর যে আলাদা তার সাক্ষ্য প্রমান মিললো এদিনের ক্যারাটে শিবিরে। বসিরহাট মহকুমার অন্যতম প্রবীন ক্যারাটে প্রশিক্ষক সিহান প্রশান্ত গিরির বসিরহাট সেইসিনকাই ক্যারাটে ডো

অ্যাসোসিয়েশানের তরফে আ য়োজিত একদিনের ট্রেনিং ক্যাম্প ও বেল্ট এক্সামে হাসনা বাদ,টাকী, বসিরহাট, বাদুরিয়া সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় তিনশতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাই জেশান এর যুগ্ম সম্পাদক ,ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল এর সভাপতি হানসি প্রেমজী সেন। বসিরহাট ডিস্ট্রিক্ট সেইসিনকাই সিতো রুই ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশানের চেয়ারম্যান পরিতোষ বনিক, সম্পাদক সিহান ডাই দিব্যেঃদু ঘোষ সহ প্যারাডাইস ক্লাবের সম্পাদক সৈকত ভট্টাচার্য্য,অরি ঃন্দম গোলদার সহ অন্যান্নরা।

শিবিরের উদ্যোক্তা ও বসিরহাট সেইসিনকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশানের প্রশিক্ষক সিহান প্রশান্ত গিরি জানান ক্যারাটের উত্তরোত্তর জনপ্রীয়তা বৃদ্ধি তাদের কেও বেশী করে উৎসাহিত করছে। তার কথায় সুস্থ শরীর গঠনে ও নিজ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ক্যারাটে অন্যতম মাধ্যম।

আগামী দিনে আরো বড়ো পরিসরে এই ধরনের শিবির করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। তার কথায় ক্যারাটের মাধ্যমে মনসংযোগ ও নিয়ানুবর্তীতাও শিখছে বাচ্চারা, পাশাপাশি ক্যারাটের মাধ্যমে রাজ্য স্তর কিংবা দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার সুযোগ পাচ্ছে তারা, যা তাদের মনোবল বৃদ্ধি করছে ও খেলার মান কে উন্নত করছে।

সরকারী তরফে স্কুল গেমসে ক্যারাটের অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি, ফুটবল, ক্রিকেটের মতো ক্যারাটে খেলোয়া।দের জন্যও চাকরিতে কোটা র ব্যাবস্থা হচ্ছে যা ক্যারাটে খেলোয়াড়দের জন্য খুবই ভালো পদক্ষেপ, জানান প্রশান্ত গিরি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪ সংখ্যা, **বুধবার**, ১৭ পৌষ ১৪৩০

গান্ধীর "দ্য কাল্ট অব দ্য বোম" উত্তর হল ভোরার " দ্য ফিলোজফি অব দ্য বোম"

কংগ্রেসের লোকসভা

বিজেপি সঙ্গে কংগ্রেস এখন একাই লড়াই করতে পারবে বলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোতি কংগ্রেস দলকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন। সেই কারণে তিনি বারবার সংসদে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বক্তব্য রাখেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহও কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বিরোধী বক্তব্য রাখেন সংসদে। এই সব বক্তব্যকে তুলে ধরে কংগ্রেস নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছন যে বিজেপি দল ভারতের কোনও দলকে এই রকম ভয় পায় না কংগ্রেস দলকে ভয় পায়। আসলে কংগ্রেস দল এখনও জাতীয় দলে পরিণত। কংগ্রেস দল আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম। তবে তা করতে সময় লাগবে। রাহুল গান্ধির ভারত ন্যায় যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৮ জানুয়ারি। তার ফলে কংগ্রেসের একটি ইমেজ তৈরি হয়ে যাবে যাকে বিজেপি দল ভয় পেতে শুরু করেছে। কংগ্রেসি সরকারের ফেলে যাওয়া প্রকল্পগুলিকে বাস্তবে পরিণত করছে মোদি সরকার। যা কংগ্রেস তার শাসন ক্ষমতা থাকার সময়ে করতে পারে নি সেইসব প্রকল্পকে ধরে কাজ করতে শুরু করেছে মোদি সরকার। বিজেপি দলের নিজস্ব কোনও মত নেই বা কৌশল নেই। কংগ্রেসী প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়ন করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দল। জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি দল আগে কখন এসে দাঁড়াতে পারেনি। কংগ্রেস এবং বাম দলই ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য পেতে শুরু করে দিয়েছিল। পরে দেখতে পাওয়া গেল ধীরে ধীরে বিজেপি দল জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক দলের আসন দখল করে নিচ্ছে। এখন তারা জাতীয় দলে পরিণত হতে পেরেছে। কংগ্রেস দলকে জাতীয় স্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো অপকৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। সংসদে কংগ্রেস বিরোধী দল নয়। তবুও কংগ্লেস দল সম্মান নিয়ে সংসদে অবস্থান করে। কংগ্রেস দলকে পরিবারতন্ত্র দল বলে কুণ্ঠাবোধ করেননি প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিজেপি দলের নেতাদের আক্রমণই হচ্ছে কংগ্রেসকে ঘিরে। আম আদমি দলের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসী শাসনের অবসান। আম আদমি দল যতই কংগ্রেসের পাশে থাকুক তারা জানে যে কংগ্রেস একবার সুযোগ পেলে তারা দ্রুত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেই কারণে কংগ্রেসরে প্রতি পদে পদে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলের নেতারা। বিশেষ করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের নেতারা কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে তারা দল তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে কংগ্রেস দলের ভাঙন ধরিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে যে লোকসভা. এবারে বাংলায় কংগ্রেস দলকে দুটো আসন ছেড়ে দেবে। কংগ্রেস দল সেই দুটো আসন পাওয়ার প্রত্যাশা বসে নেই। তারা আরও আসন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে কংগ্রেস লড়াই করে তাহলে আগামি দিনে কংগ্রেসের ভাড়ারে শূন্য এসে দেখা দেবে। কংগ্রেস তার শক্তিকে নষ্ট করতে চান না বলে অধীর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন। এদিকে তৃণমল কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী এবং নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। নেত্রী মমতা প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালনা করার কথা বলে আসছেন। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন মুখ নিয়ে এলে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে তৃণমমূল ংকগ্রেস এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না কাকে কোনও স্থানের প্রার্থী করা যেতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে নেত্রী কোনও কথা বলছেন না। তাঁর উপদেষ্টা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার উপরে তিনি তার নির্ভর করতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে শুভেন্দু অধিকারী বা তাদের পরিবারের কাউকে বিজেপি সাংসদ হিসাবে দেখতে চায়। যবে বিজেপি দল কতখানি তা করবে তা আগামি দিনে বুঝতে পারা সম্ভব হবে। এদিকে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেছেন যে উত্তরবঙ্গে বিজেপি দলের শক্তি বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতারা কাজ করছে না। কংগ্রেস সেখান বিজেপির সঙ্গে একা লড়াই করছে। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে বিজেপি দল শক্তিশালী হতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কংগ্রেস সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। বিজেপি শক্তি সেই কারণে সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। এদিকে কংগ্রেস থেকে বলা হচ্ছে যে তারা ২৯০ টি আসনে লড়াই করবে। পাশাপাশি আরও ১০০ টি আসনে জোট ইন্ডিয়ার সমর্থন নিয়ে লড়াই করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। পশ্চিমবঙ্গে তিন থেকে পাঁচ আসন রয়েছে। সেখানে বাম দলের সমর্থন পেলে কংগ্রেস আসন বাড়াতে পারে। কংগ্রেস নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে কংগ্রেস যদি একশো আসন পায় জোট ইন্ডিয়া থেকে তাহলে কংগ্রেস আগামী লোকসভায় শক্তিশালী দলে পরিণত হবে

বিশ্ব রাজনীতি সঙ্কট

জাতীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আজকে গোটা বিশ্ব একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। তাকে রোধ করতে হবে। তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে না পারলে কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী বৃদ্ধি লাভ করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ সবসময় একটি পুতুলে পরিণত হতে থাকবে। আজকে নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য কারিগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে শক্তিকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সারা বিশ্ব একদিকে যেমন উত্তপ্ত আবার অন্য দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসে প্রথম শরনার্থী দেখতে পাওয়া গেল। বহু লোকেরা আজকে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে হবে। তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। জি-২০ সম্মেলন বার্থ হয়ে গিয়েছে তার ফলে এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা না যায়। তাহলে এত টাকা ব্যয় করে সম্মেলন থেকে কোনও বার্তা কি উঠে আসবে না বিশ্ববাসীদের কাছে পৌছে দেওয়ার? মানব শক্তিকে ধ্বংস করার যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাকে এখনই দমন করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাজ হচ্ছে সব রাষ্ট্রকে পথ দেখানো। কিন্তু তারাই এখন শক্তি পরীক্ষা দিতে শুরু করেছে। রাজার অর্থনীতি ত্যাগ করে অস্ত্র নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম চিহিদা সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি, তেল এবং খদ্যের সঙ্কট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে জি-২০ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পথ রচনা করতে হবে। এই বার্তা উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমেরিকার বিদেশ সচিব স্টেট সেক্রেটারি উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে কী বার্তা উঠে আসে তার দিকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে মর্যাদা দিতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে বিশ্বাসকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিশ্বাস এবং কূটনৈতিক বিশ্বাসের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। তবেই বিশ্বের বর্তমান যে ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

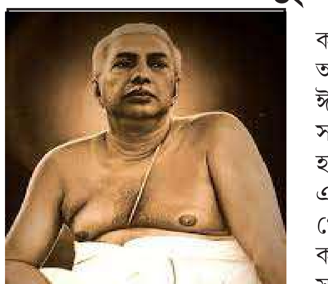

অনুকূল ঠাকুর বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। ঈশ্বরের সাধনা করতে হবে। ধ্যান সাধনার দ্বারা মনকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বর সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। ভগবান কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন।

রবীন্দ্র কুমার শীল
(পূর্ব প্রকাশের পর)

গান্ধী কি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সামাজিকভাবে মিশেছেন? তিনি কি সন্ধ্যাবেলা কোনো কৃষকের সঙ্গে আগুনের ধারে বসে কখনো তার মনের কথা জানার চেষ্টা করেছেন? তিনি কি কখনো একটি সন্ধ্যাও কোনো কারখানার শ্রমিকের সঙ্গে কাটিয়ে তাকে নিজের ব্রতর কথা বলেছেন? আমরা বলেছি, আর তাই আমরা জনগণের ভাবনার কথা জানি বলে দাবি করি। আমরা গান্ধীকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে অহিংসা ও নিজের শত্রুকে ভালোবাসা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার কথা যেকোনো গড়পড়তা মানুষর মতোই একজন গড় পড়তা ভারতীয়ের কাছেও দুর্বোধ্য। জগতের নিয়ম হল এই। আপনার একজন বন্ধু আছে। আপনি তাকে ভালোবাসেন, কখনো কখনো সেই ভালোবাসা এত বেশি হয় যে তার জন্যে আপনি মরতেও পারেন। আপনার একজন শত্রু আছে। আপনি তাকে এড়িয়ে চলেন, তার সঙ্গে লড়াই করেন, আর সম্ভব হলে তাকে হত্যা করেন। বিপ্লবীদের বার্তা সরল সোজা। তা আদম ইভের সময় থেকে চলে আসছে এবং তা বুঝতে কোনো সমস্যা মানুষের সমস্যা হয় না। আমরা জোরের সঙ্গে বলছি যে ভারতে জনগণ দৃঢ়ভাবে আমাদের সমর্থন করে, কারণ আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সেকথা জানি। একদিন তারা হাজারে হাজারে জমায়েত হয়ে বিপ্লবের ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবে। সেদিন খুব দূরে নয়। **ভালোবাসার বার্তা ঃ** গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে অহিংসার কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আরও বেড়েছে। অর্থাৎ কিনা তিনি ক্রমশ আরও বেশি করে বিশ্বাস করছেন যে তাঁর ভালোবাসার বার্তা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে একদিন বিদেশি শাসকদের তিনি নিজের মতে বিশ্বাসী করে তুলতে পারবেন। এখন কথা হল যে তিনি তাঁর চমকপ্রদ বার্তা প্রচারের জন্য নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং অবিচলিত ও বিরামহীনভাবে তা অনুশীলন করে গেছেন। আর খুব কম মানুষই এমন করেছেন। তিনি কি দুনিয়াকে জানাবেন যে ভারতের কতজন শত্রুকে তিনি বন্ধুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন? কতজন ও'ডায়ার, ডায়ার, রিডিং ও আরইউনকে তিনি ভারতের বন্ধুতে পরিণত করতে পেরেছেন? যদি একজনকেও না করতে পেরে থাকেন তাহলে কীভাবে তিনি আশা করেন ভারতবর্ষ তাঁর এই 'ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস'-এর অংশীদার হবে? ভারতবাসী কীভাবে বিশ্বাস করবে যে তিনি অহিংসার অনুশীলনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডকে ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিতে রাজি করাবেন বা বাধ্য করবেন? **কী ঘটতে পারত ঃ** যে বোমাটি বড়োলাটের স্পেশাল ট্রেনে ফেটেছিল সেটি যদি ঠিকভাবে ফাটত তাহলে গান্ধী যে দুটি ঘটনার কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি ঘটত। বড়োলাট মারাত্মকভাবে জখম হতেন, নয় নিহত হতেন। সেই পরিস্থিতিতে অবশ্য বড়োলাটের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের কোনো বৈঠক হত না। কলকাতা চরমপত্রের স্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও হাতে ভিক্ষাপাত্র ও মুখে ব্রিটিশদের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের কথা নিয়ে এই ব্যক্তিদের সরকারি ভবনের দরজায় কড়া নাড়া হত না, অর্থাৎ জাতীয় মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার এই অযাচিত অসম্মানজনক উদ্যোগ পরাস্ত হত। আর তা জাতির পক্ষে ভালোই হত। বিস্ফোরণটি যদি সৌভাগ্যক্রমে বড়োলাটকে হত্যা করার মতো শক্তিশালী হত তাহলে ভারতের আরেকজন শত্রু তার প্রাপ্য শাস্তি পেত। শুধু ভারতবর্ষের শত্রুরাই মিরট মামলা এবং লাহোর ও ভুসওয়াল মামলার প্রণেতাকে ভারতের বন্ধু হিসেবে দেখতে পারেন। সাইমন কমিশন বয়কটের ফলে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে উঠেছিল। গান্ধী নেহরুর উপস্থিতিতে এবং তাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক দক্ষতার দাবি সত্ত্বেও আরইউন সেই ঐক্যকে গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছেন। এমনকী কংগ্রেসেও আজ বহু বিভাজন। বড়োলাট ও তাঁর কূটনৈতিক পারদর্শিতা ছাড়া আর কাকেই বা আমাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য ধন্যবাদ দেব। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এমন মানুষ আছেন যাঁরা তঁকে ভারতের বন্ধু বলে ঘোষণা করেন। **কংগ্রেসের ভবিষ্যত ঃ** এমন অনেকে থাকতে পারেন যাঁদের কংগ্রেসের প্রতি কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা নেই এবং যাঁরা কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছু আশা করেন না। গান্ধী যদি মনে করেন যে বিপ্লবীরা সেই দলে পড়েন তাহলে তিনি তাঁদের প্রতি নিদারুণ অবিচার করছেন। অজ্ঞ জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকা বিপ্লবীরা পুরোদস্তুর উপলদ্ধি করেন। তাঁরা ভবিষ্যতে কংগ্রেসের কাছ থেকে

অসাধারণ অনেক কিছু আশা করেন-সেই সেনগুপ্ত যিনি চমকপ্রদ বুদ্ধিবলে বড়োলাটের বিশেষ ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার সাম্প্রতিক চেষ্টার মধ্যে সি.আই.ডি-র হাত দেখতে পেয়েছেন। আর সেই আনসারি যিনি মনে করেন যে আক্রমণই যুক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ এবং যিনি রাজনীতি সম্পর্কে এত কম জানেন যে কোনো জাতিই বোমার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করেনি এই ধরনের হাস্যকর ও ভুল মন্তব্য করেন। বিপ্লবীরা দৃঢ়ভাবে মনে করেন, যতদিন সেনগুপ্ত ও আনসারি মতো ব্যক্তিরা কংগ্রসের কার্যকলাপে নির্ধারক ভূমিকা পালন করবেন ততদিন দেশ কংগ্রেসের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করতে পারবে না। বিপ্লবীরা আশার সঙ্গে সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছন যেদিন কংগ্রেসের অহিংসার বাতিক দূর হবে এবং যেদিন কংগ্রেস বিপ্লবীদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে পূর্ণ স্বাধীনতার সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। বিপ্লবীরা সিকি শতাব্দীর বেশি সময় ধরে যে আদর্শ প্রচার ও অনুশীলন করে আসছেন কংগ্রেস এ বছর তা গ্রহণ করেছে। আশা করা যাক যে আগামী বছর তারা বিপ্লবীদের পদ্ধতিকে মেনে নেবে। **হিংসা ও সামরিক খাতে খরচ ঃ** গান্ধীর মতে দেশে যত বেশি হিংসা অনুশীলিত হয়েছে তত বেশি করে সামরিক খাতে খরচও বেড়েছে। যদি তিনি গত পঁচিশ বছরের বিপ্লবী কার্যকলাপের মধ্যে দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর মন্তব্যের যাথার্থ্যের বিরোধিতা করছি এবং তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছি যে তিনি তথ পরিসংখ্যান দিয়ে তাঁর মন্তব্য প্রমাণ করুন। অথবা তিনি ব্রিটিশরা আসার পর থেকে ভারতের ঘটা যুদ্ধগুলির কথা মাথায় রেখে একথা বলতে পারেন। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের উত্তর হল এই যে স্বাধীনতার যুদ্ধের সঙ্গে যার তুলনা চলে না তাঁর সেই অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সবচেয়ে পরিমিত পরীক্ষানিরীক্ষার ফলেও আমলাতন্ত্রের অর্থভান্ডারে কিছু প্রভাব পড়েছে। সহিংস বা অহিংস, সফল বা ব্যর্থ, যেকোনো ধরনের গণ-উদ্যোগের কিছু প্রভাব রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারের উপর পড়তে বাধ্য। **সংস্কার ঃ** গান্ধী কেন সরকারের মঞ্জুর করা বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্কারের সঙ্গে বিপ্লবীদের জড়িয়ে ফেলছেন? মর্লে-মিন্টো সংস্কার, মন্টেগু সংস্কার প্রভৃতি নিয়ে তাঁদের কোনো তাপ-উত্তাপ নেষ তাঁরা কখনো এগুলির জন্য চেষ্টাও করেনি। সাংবিধানিক আন্দোলনকারীদের প্রলুব্ধ করে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশা তাদের সামনে এইসব সংস্কার ছুঁড়ে দিয়েছে। বিপ্লবীদের দমন ও উৎপাটন করার সরকারি নীতিকে সমর্থনের জন্য তাঁদের এই সব ঘুষ দেওয়া হয়েছে। গান্ধী যাকে খেলনা বলেন সেই খেলনাগুলি ভারতের পাঠানো হয়েছে তাঁদের সুবিধার জন্য যাঁরা বিভিন্ন সময় 'হোমরুল', 'স্বায়ত্তশাসন', 'দায়বদ্ধ', 'সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ সরকার', ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্তশাসন' ও দাসত্বের এরকম অন্যান্য সাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করে চিৎকার করেন। বিপ্লবীরা কখনোই এই সংস্কারগুলিকে তাঁদের কীর্তি বলে দাবি করে না। তাঁরা বহু আগেই স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছেন। তাঁরা এই স্বাধীনতার জন্য বেঁচেছেন। আর এই আদর্শের জন্যই তাঁরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা দাবি করেন যে তাঁদের আত্মত্যাগের ফলে সাধারণের মানসিকতায় বিপুল পরিবর্তন এসেছে। রাজনীতিতে বিপ্লবীদের সঙ্গে যাঁরা একমত নন তাঁরাও এ কথা মেনে নেন যে বিপ্লবীদের উদ্যোগে দেশকে স্বাধীনতার পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। **প্রগতির পথ ঃ** গান্ধীর যুক্তি হল হিংসা প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার আগমন বিলম্ব করে। আমরা তাঁকে বহু সমকালীন উদাহরণ দিতে পারি যেখানে জনগণ হিংসার পথ অনুসরণ করে নিজেদের সামাজিক প্রগতি এবং রাজনৈতিক মুক্তি ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়া এবং তুরস্কের কথা বলা যায়। দুটি দেশেই প্রগতিপন্থী দল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করেছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক সামাজিক প্রগতি এবং রাজানৈতিক স্বাধীনতার গতি বাধা পায়নি। আইন প্রণয়ন ও বলপ্রয়োগ সহকারে আইনের বাস্তবায়ন জনগণকে প্রগতির রাস্তায় দ্রুত এগিয়ে দিয়েছে। শুধু আফগানিস্তানের উদাহরণ দিয়ে কোনো রাজনৈতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বরং তা একটি ব্যতিক্রম, যা নিয়মকেই প্রমাণ করে। **অসহযোগের ব্যর্থতা ঃ** গান্ধীর মতে অসহযোগের দিনগুলিতে বিপুল গণ-জাগরণ অহিংসার আদর্শ প্রচারের ফল। এই ব্যাপক গণ-জাগরণের জন্য অহিংসাকে কৃতিত্ব দেওয়া ভুল হবে। বস্তুত যেখানেই প্রস্তুতি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেখানেই এই গণ-জাগরণ দেখা যায়, যদিও তাদের মধ্যে কেউ অহিংসা প্রচার করেনি। আমরাও এগিয়ে একথা বলব যে মূলত গান্ধীর অহিংসার বাতিক ও তাঁর সমঝোতার মানসিকতার ফলেই গণ-উদ্যোগের ডাকে জড়ো হওয়া শক্তিগুলি শতধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দাবি করা হয়েছে য অহিংসাকে রাজনৈতিক ভুলগুলি সংশোধন করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম করে বললে বলতে হয়, এটি একটি নতুন চিন্তা, কিছু অব্যবহৃত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার হিসেবে যেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলি অর্জন করতে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। জাতীয় কর্মীদের এক বিশাল বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সিকি কোটি টাকা ব্যয় সত্ত্বেও অস্ত্রটি ভারতীয় জনগণকে 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ' এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আরও সম্প্রতি, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতারা বারদৌলির কৃষকদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অর্থাৎ গান্ধী ও প্যাটেলের বিখ্যাত 'অহ্রসনীয় ন্যূনতম', তা কৃষকদের অর্জন করতেও অস্ত্রটি ব্যর্থ হয়েছে। অহিংসার আর কোনো দেশজোড়া পরীক্ষা হয়েছে বলে আমরা জানি না। এখনও পর্যন্ত অহিংসার ভাগ্যে একটিই পরিণতি জুটেছে- ব্যর্থতা। কাজেই দেশবাসী যে অহিংসা নিয়ে আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করতে অস্বীকার করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বস্তুতপক্ষে, গান্ধী প্রচারিত সত্যাগ্রহ বিক্ষোভ প্রদর্শনের একটি ধরন- একটি প্রতিবাদ, আর ইতিমধ্যে যা দেখা গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এই ধরনটি অবশ্যম্ভাবীভাবে সমঝোতার দিকে নিয়ে যায়। যে জাতি জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগোচ্ছে তার কাছে এর প্রায় কোনো কার্যকারিতা নেই। কারণ সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা কখনোই আসতে পারে না। যত শীঘ্রই আমরা উপলব্ধি করব যে স্বাধীনতা ও দাসত্বের মধ্যে কোনো সমঝোতা হতে পারে না ততই আমাদের পক্ষে ভালো। (ক্রমশ)

পাক নির্বাচন নিয়ে ট্রাইবুনালে গেলেন পিটিআই'র ইমরান খান

পাক নির্বাচন নিয়ে ইমরান খান পাকিস্তানের ট্রাইহবুনালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর দলের বহু প্রার্থীর মনোয়নপত্র খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ইরমান খানের তহরিক-ই-ইনসাফ এবারে নির্বাচনের ব্যাপারে ট্রাইবুনালে উপস্থিত হয়ে প্রকৃত বিচার চেয়ে আবেদন করেছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের নির্বাচন হচ্ছে। তার নিয়ে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিদেশ থেকে পাকিস্তানে এসে উপস্থিত হয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। এদিকে ৩০ ডিসেম্বর স্ত্রুটিনির পরে বহু প্রার্থীপদকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ইমরান খানের দলের প্রার্থীদের ওপরে কোপ পড়েছে। তার ফলে ক্ষুব্ধ ইমরান খান। তিনি বলেছেন পাকিস্তানের নির্বাচন একপেশে হতে শুরু করে দিয়েছে। ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের নেতা রুফ হাসান বলেছেন যে প্রত্যেক খারিজ হওয়া প্রার্থীরা এবারে প্রকৃত বিচার চাওয়ার জন্য ট্রাইবুল্যালে গিয়ে উপস্থিত হবে। কেন তাদের প্রার্থী পদ খারিজ করে দেওয়া হল তার সত্য জানার চেষ্টা করবেন পিটিআই দলের নেতারা। ইমরান এবারে লাহোর এবং তাঁর অঞ্চল মায়ানয়োলির থেকে প্রার্থী হয়েছেন। অবাধ নির্বাচন হলে পিটিআইয়ের কাছে হেরে যাবে বলে এখন পাকিস্তানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে ইমরান বিরোধী দলের নেতারা। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হয়েছে। সরকারি সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ৪৪টি কেন্দ্রের জন্য ২৮১ জন প্রার্থী মনোয়নপত্র জমা দিয়েছিল। তার মধ্যে ৯৫ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গিয়েছে। গ্রাহ্য করা হয়েছে ১৮৬ জনের। উপর তলার কর্তাদের আঙ্গুলিলেহনে এই কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে ইমরান খানের দলের নেতারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ১৩২ নম্বর আসনের রিটার্নি অফিসার গ্রাহ্য মনোনয়নের তালিকা আগেই প্রকাশ করেছিল। সেখানে পিটিআইয়ের মহম্মদ সালিমের নাম ছিল। কিন্তু পরে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করার পর দেখতে পাওয়া গেল যে মহম্মদ সালিমের নাম শুধু বাদ পড়েছে। দলের সর্দার আজিমুললা খানের অভিযোগ স্ক্রুটিনিতে তাঁর মনোনয়ন যথাযথ বলে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ইসলামাবাদ থকে গোপন রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত শংসাপত্র দিতে পারবে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন ইমরান খান। এমনভাবে চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল যে তিনি বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যান। তারপরে তোশাখানা মামলায় তাঁর জেল পর্যন্ত হয়েছিল। সই সূত্র ধরে তাঁর পাঁচ বছর পর্যন্ত নির্বাচনে লড়াই করার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। একখ্ও জেলে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এদিকে তোশাখানা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন নওয়াজ শরিফ। তিনি এবারে দেশে ফিরেছেন এবং তার বিরুদ্ধে সব মামলা থেকে তিনি রেহাই পেয়েছেন। তার ফলে তিনি এবারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন। পিটিআই অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে যে সেন বাহিনীর হাত ধরে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছেন নওয়াজ শরিফ। আসলে ভারত বিরোধী সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতেই নওয়াজ শরিফের পাকিস্তানের আগমন। আর কোনও ভারত বিরোধী নেতা দেখতে পাচ্ছে না পাকিস্তানের প্রশাসন। সম্প্রতি লাহোর আদালতে এক ব্যক্তি মামলা করেছিল ইমরান খান সহ অন্য প্রধানমন্ত্রী এবং আইনসভার সদস্যের উপহারগুলি প্রকাশ্যে আনা হোক। সেই মামলায় নওয়াজ শরিফ, ইউসুফ রাজা গিলানি ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি প্রমুখের নাম উল্লেখ করা ছিল। অভিযোগ করা হয় যে শুধুমাত্র ইরমান খানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। আদালত সেই আবেদন খরিজ করে দিয়েছে। প্রাক নির্বাচন রিগিং নিয়ে একটি ওয়াটসঅ্যাপ চালু করেছে পিটিআই যা সমাজ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। তার ওপরে কোপ পড়ার জন্য প্রচেষ্টা চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

শ্রম আইন লঙ্ঘনে অভিযুক্ত বাংলাদেশের নোবেল জয়ী

বাংলাদেশের নোবেল পুরস্কার জয়ী মহম্মদ ইউনুস ২০০৬ সালে শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে গরিব পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থার আয়োজন করে দেসের অর্থনীতির ভোল বদলে দিয়েছিলেন। দেশ বিদেশে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধরা ছড়িয়ে রয়েছে। ঢাকার শ্রম আদালতে বিচারক শ্রম আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্থ করে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিল। পুলিশের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে ইউনসি বলেছেন তিনি কোনও অন্যায় কাজ করেননি। তার জন্য শাস্তি পেলাম। একে যদি আপনারা ন্যায় বিচার বলে বলতে চান তাহলে বলতে পারেন। বিকালে কারাদণ্ড দেওয়ার পরে এক মাসের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিলের আবেদন করতে হবে বলে আপাতত জামিন দেওয়া হয়েছে। গ্রামীন টেলিকম সংস্থায় ১০১ম জন অস্থায়ী কর্মীকে স্থায়ীকরণ না করা অভিযোগ উঠেছিল। তাতে শ্রম আইন ভঙ্গ করা হচ্ছে বলে আদালত মনে করে। ২০২১ সালে এই মর্মে একটি আবেদন করা হয়েছিল আদালতে এবং তা করেছিল একজন সরকারি শ্রম পরিদর্শক। সেই অভিযোগের ওপরে ভিত্তি করে এই সংস্থার চেয়ারম্যান মহম্মদ ইউনুস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহম্মদ আশরাফুল হাসান এবং দুই ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত এই রায় দিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সংস্থার চেয়ারম্যান এই বিষয়টা দেখতেন না বলে ইউনুস উচ্চ আদালতে গিয়ে আপিল করেছিলেন। সংস্থার একজন চেয়ারম্যান সব কাজ দেখভাল করে না। কাজের দেখভাল করা জন্য বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু গত বছরের এপ্রিল মাসে ইউনুসের আবেদন খরিজ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরে শ্রম আদালেত বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা ইউনুসহ তিন জনের বিরুদ্ধে ৬ মাসের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা জমিরানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আখ্যা দিতে শুরু করে দিয়েছে শাসক দল বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা। বিএনপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই রায় জাতির পক্ষে লজ্জাজনক। এদিন এই রায় শুনতে সমাজের বিশিষ্ট লোকেরা আদালেত উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের অনেকেই ইউনসিকে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। উপস্থিত ছিল আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একদল প্রতিনিধি। তারা এই খবরকে আন্তর্জাতিক দরবারে পৌঁছে দেয়। এদিন আদালতে উপস্থিত হয়ে ইউনুস বলেছেন বছরের প্রথম দিকে অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যাদের সঙ্গে আগে দেখা প্রায় হতো না। ইউনুসের আইনজীবী বলেছেন রাষ্ট্রপক্ষ কোনও কিছুই প্রমাণ দিতে পারেননি। আসলে ইউনুসকে শায়েস্তা করতে এবং হেনস্থা করতে এই রায়। তাঁর আইনজীবীর বলেছেন যে উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করছেন। ইউনস কেন চক্ষুশূলে পরিণত হলেন তার কথা বলতে গিয়ে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার মহম্মদ ইউনুসকে প্রধান করে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার একটি পরিল্পিনাকে বাস্তবায়িত করা চেষ্টা করা হয়েছিল। ওয়াকিবহাল সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছ যে ঢাকার মর্কিন দূতাবাস থেকে এই চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ২০০৮ সলে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় ফিরে আসার পর ইউনুসকে প্রতিপক্ষ বলে ভাবতে শুরু করে। গ্রমীণ ব্যাঙ্কের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইউনুস বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে পদ্মা সেতুর নির্মাণের জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পদ্মা সেতু উদ্বোধন করে হাসিনা বলেছিলেন যাঁর পদ্মা সেতু নির্মাণে ঋণ নিতে বাধা হয়েছিল তাদেরকে পদ্মা সেতু থেকে ফেলে দেওয়া উচিত। বিএনপি দলের নেতারা বলেন তরা হতবাক।

হেরিটেজ ঃ শান্তি নিকেতনের পৌষ মেলা

বোলপুরে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মেলা বসে শান্তিনিকেতনের মাঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় এই পৌষ মেলার তদারকি করতেন। তিনি এবং কলা ভবনের শিল্পী রা পৌষ মেলাকে সুন্দর করে গেড়ে তোলার জন্য আগে থেকে আয়োজন বলতে গেলে সম্পন্ন করতেন। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয়' বলে

সঙ্গীত ভবনেব ছাত্রছাত্রী সমাবেত কণ্ঠে গান গাইতো থাকতো। পৌষের মিহল ঠাণ্ডা শান্তিনিকেতনকে মনোরমক করে তুলতো। পৌষ মেলাটা একেবারে উপস্থিত হতো। হস্তশিল্প থেকে শুরু করে কুটির শিল্পই ছিল পৌষ মেলার বড় আকর্ষন। তার ওপরে সেই সময়ে গরম গরম জিলাপি খাওয়া ছিল পৌষের জনপ্রিয় আকর্ষন। কবিগুরুও অনেক সময়ে পৌষ মেলায় অংশ গ্রহণ করে সকলের সঙ্গে গরম গরম জিলাপি খেয়েছেন। আবার তিনি নলেন গুড়র সন্দেশ থেকে শুরু করে মোয়া পচ্ছন্দ খেতে ভালোবাসতেন।

চিঠিপত্র ঃ পড়াশুনার পরিবেশ ফেরুক

গতবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চার লক্ষ ছাত্র পরীক্ষায় কম বসেছে। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোভিড সংক্রমণ ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও দেখতে পাওয়া গেল শিক্ষার ক্ষেত্রে কোভিড কিন্তু বহু ক্ষতি করে দিয়েছে। স্কুল যাওয়ার প্রবণতাকে হ্রাস করেছে। পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতাকে হ্রাস করেছে। অনলাইন পড়াশুনার ওপরে জোর দেওয়ার ফলে স্কুলে উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করেছে। এখন তো মিড ডে মিলের ওপরে বেশি করে ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বহু ছাত্ররা শুধু মিড ডে মিল খেতে স্কুলে যায়। তারা কোনও পাঠ গ্রহণ করতে স্কুলে আসে না। মিড ডে মিল খাওয়ার পরে স্কুলের আবার পড়াশুনার পরিবেশ তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্কুল শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকটি ক্লাসের সিরিয়াস পড়াশুনা হয়। তারপরে ডিম ডে মিলের ঘন্টা পরলে স্কুলে ছুটি ছুটি ভাব এসে উপস্থিত হতে থাকে। বাংলার মাধ্যম স্কুলগুলিতে এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে এখন আর কোনও সিরিয়াস ক্লাস হয় না। ক্লাসের শিক্ষা ওপরে সেই রকম চাপ সৃষ্টি করা হয় না। তার ফলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি এখন ধুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি রমরমা করে চলছে। সেখানকার আইনশৃঙ্খলা এখনও বাংলা মাধ্যম স্কুলের মতো একেবারে ভেঙে পড়েনি। পড়াশুনার পরিবেশকে ফিরে নিয়ে আসতে হবে।
অভিজিৎ সরকার, কলকাতা।

ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের জাতীয় অর্কিড গবেষণাকেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের জাতীয় অর্কিড গবেষণাকেন্দ্র। গবেষণাকেন্দ্রের দ্বিতল ভবনে আগুন লাগে। আগুনে এই গবেষণাকেন্দ্রে থাকা দামি রেফ্রিজারেটার থেকে শুরু করে প্রায় ২০-২২ টি বাতানুকূল মেশিন, প্রচুর গবেষণা পত্র এবং আসবাবপত্র ছাই হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে ভবনটির সিংহভাগই পুড়ে গেছে। গবেষণাকেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে বিদ্যুতের মিটার বক্সের পিছনে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দ্রুত আগুন গোটা গবেষণাকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই আগুনেই লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সামিল হতে সাইকেল নিয়ে রওনা যুবকদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ মনস্কামনা মন্দিরে পুজো দিয়ে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

সামিল হতে সাইকেল নিয়ে রওনা দিলেন মালদা শহরের দুই যুবক। রবি বিশ্বকর্মা (৩০) এবং অভিজিত বাসফোর (২২) মালদায় দুই যুবক আজ স্থানীয় মনস্কামনা কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে রওনা হলেন অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। প্রায় সাড়ে ৮০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে অযোধ্যায় পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন দুই যুবক। প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত সাইকেল চালানোর লক্ষ্যমাত্রা এই দুই যুবকের। যাত্রা শুরুর সময় তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হন প্রচুর রামভক্ত। মালদা থেকে ডালখোলা, বিহারের পূর্ণিয়া, দাঁড়ভাঙ্গা, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর হয়ে তাঁরা দু'জনে পৌঁছাবেন অযোধ্যায়। রামের ছবি আঁকা সনাতন ধর্মীয় পতাকার পাশাপাশি সাইকেলে যাত্রায় সামিল করা হয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। দুই যুবকের কথায় আগে দেশ পরে ধর্ম। তবে, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা। আর এই প্রতিষ্ঠা পর্বের সাক্ষী হতেই সাইকেলে যাত্রার পরিকল্পনা বলে জানিয়েছেন দুই যুবক।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান, ময়নাগুড়ি রোড ফ্লাই ওভারে শুরু হল ট্রায়াল রান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো মঙ্গলবার। এদিন থেকে খুলে গেল ময়নাগুড়ি রোডের ফ্লাইওভার। জানা গেছে, আপাতত ট্রায়াল রানের জন্য ফ্লাই ওভারের ওয়ান ওয়ে চালু

করা হলো। এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে শুরু হয় যান চলাচল। ফ্লাইওভার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর খুলে যাওয়ায় খুশি গাড়ি চালকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা যায়, ২০১২ সালে ময়নাগুড়ি রোডে এই ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু জমি জটের কারণে সেই কাজ দীর্ঘদিন থমকে থাকে। সমস্ত জট কাটিয়ে দ্রুতগতিতে চলে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ। মঙ্গলবার থেকে ট্রায়াল রানের জন্য ফ্লাইওভার খুলে দেওয়া হয় সকলের জন্য। জানা যায়, এই ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য প্রায় ৮৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় নির্মিত এই ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১.২ কিলোমিটার। যদিও ফ্লাইওভার এর ছোট ছোট কিছু কাজ বাকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তবে ট্রায়াল রান শেষ হওয়ার পর ফ্লাইওভারের খামতি বিষয়গুলি পরীক্ষা করে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হবে। তবে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় এই ফ্লাইওভার ট্রায়াল রানের জন্য হলেও খুলে দেওয়ায় খুশি এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা সহ জাতীয় সড়ক ধরে যাতায়াতকারী গাড়ির চালকরা।

ফাঁসিদেওয়ায় রেশন বন্টন নিয়ে দু'পক্ষের ঝামেলা, উত্তেজনা এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, ফাঁসিদেওয়া, ২ জানুয়ারি ঃ রেশন বন্টন নিয়ে সমিতির মধ্যে দু'পক্ষের ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল ফাঁসিদেওয়ার বলাইগছ এলাকায়। মঙ্গলবার সামগ্রী বিতরণের কথা থাকলেও রেশন দোকানে সমিতির এক পক্ষ তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরবর্তীতে উভয়পক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই রেশনের দোকানে দুর্নীতি চলছে। কিছুদিন আগে ওই রেশন দোকানের লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়। সেই জায়গায় নতুন ডিলারকে বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই খাদ্য দফতরকে ভর্তুকি দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দফতর সাসপেনশন তুলে নিয়েছে। মঙ্গলবার সামগ্রী বিতরণের কথা থাকলেও রেশন দোকানে সমিতির এক পক্ষ তালা ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। সমিতির সভাপতি কেবলচন্দ্র সিং জানালেন, রেশনের গুদামে তালা দিয়ে দেওয়ায় সামগ্রী বিলি করা যাচ্ছে না। অপরদিকে, ফাঁসিদেওয়ার প্রাক্তন প্রধান তথা গ্রামের বাসিন্দা দীননাথ সিং জানান, আগের পক্ষ ঠিকঠাক কাজ করছিল না বলেই তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছিল। নিয়ম না মেনে এই সমিতি চলছে। তাই সমিতি নতুনদের সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব দিক।

গঙ্গারামপুর পৌরসভার উদ্যোগে বিধবা মহিলাদের এককালীন ৪০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হল

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প ও তাকে মান্যতা দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহর গঙ্গারামপুর

পৌরসভার ১৮ টি ওয়ার্ডের ২৪ জন বিধবা মহিলাদের এককালীন ৪০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্র তাদের হাতে এককালীন ৪০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন, পাশাপাশি ওই ২৪ জনকে আরও সুবিধা দিতে উদ্যোগ নিল গঙ্গারামপুর পৌরসভা। মূলত, গঙ্গারামপুর পৌরসভার তরফে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগকে মান্যতা দিয়ে সমবায়ী জানিয়ে অতি দ্রুততার সাথে ওই ২৪ জনের পৌরসভার বাড়ি করে দেওয়া হবে বলে জানান চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। গঙ্গারামপুর পৌরসভার তথা পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্রের এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে।

কোটি টাকা খরচে তৈরি কৃষকদের বাজার এখন দুষ্কৃতীদের আখড়া, জাতীয় সড়কের পাশে বসেন বিক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ জানুয়ারি ঃ দশ বছর আগে এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিপননের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল ঝাঁ চকচকে নিয়ন্ত্রিত বাজার। সার দিয়ে ৫৬ টি দোকান, বিশাল গোডাউন ও খোলা বাজার তৈরি করা হয়েছিল কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কিন্তু সরকারি পরিকল্পনার অভাব ও সদিচ্ছার অভাবে ঝাঁ চকচকে সেই বাজার দশ বছর ধরে পড়ে থাকতে থাকতে এখন তা চলে গিয়েছে দুস্কৃতীদের দখলে। স্থানীয় কৃষকরা বাধ্য হয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসছেন ব্যস্ততম ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। ঘটনা বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের ধলডাঙ্গা এলাকার। বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক হারে সবজি চাষ হয়। সেই সবজি বাজারজাত করার ক্ষেত্রে কৃষকদের অন্যতম বাজার ধলডাঙ্গা মোড়। দীর্ঘদিন ধরেই পাইকারি ও খুচরো এই সবজি বাজার বসে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে। দুর্ঘটনা এড়াতে ও কৃষকদের সুবিধার জন্য ২০১৪ সালে কৃষি বিপনন দফতরের উদ্যোগে ধলডাঙ্গা মোড়ের অদূরে নিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরী করা হয় ৫৬ টি দোকান, বিশাল গোডাউন ও খোলা সবজি বাজার। ঘটা করে সেই বাজারের উদ্বোধনও করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই নিয়ন্ত্রিত বাজার আজ দশ বছর পরেও পড়ে রয়েছে অব্যবহৃত অবস্থায়। ব্যবহারের অভাবে ধীরে ধীরে ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়েছে নিয়ন্ত্রিত বাজারের একটা বড় অংশ। সারিসারি দোকানগুলি পড়ে রয়েছে অব্যবহার্য অবস্থায়। খোলা বাজারের শেডে যেখানে সবজি উৎপাদক ও ক্রেতাদের বিকিকিনি চলার কথা সেখানে নিশ্চিন্তে বসে দুস্কৃতীদের আখড়া, মদের আসর। সরকারি তহবিলের এই কোটি কোটি টাকা খরচ করে যাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরি করা হল সেই স্থানীয় কৃষকরা আজ বাধ্য হয়ে প্রতিদিন নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসতে বাধ্য হচ্ছেন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। সেখানেই বিকিকিনি চলায় একদিকে যেমন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে সকালের দিকে লেগে থাকে যানজট। তেমনই নিত্যদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় প্রহর গোনেন সবজি চাষী ও ব্যবসায়ীরা। সবজি উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের দাবি, স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করেই বাজার থেকে দূরবর্তী স্থানে পরিকল্পনাহীন তৈরি করা হয়েছে ওই নিয়ন্ত্রিত বাজার। সেখানে বিকিকিনি না হওয়াতেই নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যবসা করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি কৃষকরা। কৃষকদের দাবি শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাবেই আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। জলে গেছে সরকারের কোটি কোটি টাকা। নিয়ন্ত্রিত বাজারের এই হাল নিয়ে চলছে শাসক বিরোধী তরজাও। বিরোধীদের দাবি শাসক দলের নেতাদের শুধুমাত্র কাটমানি নেওয়ার জন্য যেনতেন প্রকারেণ ওই বাজার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। না সেখানে রয়েছে সঠিক পরিকল্পনা, না সঠিক পরিকাঠামো। রাজ্যের শাসকদল তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির তোলা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির দাবী ওই বাজারে স্টল নিয়েও যারা ব্যবসা করছে না তাদের চিহ্নিত করে প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে।

আসতে চলেছে বন্যপ্রাণীদের জন্য সুরক্ষাকবচ, ভাবা হচ্ছে 'ইন্ট্রুসন ডিটেকশন সিস্টেম'-র কথা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ আসতে চলেছে বন্যপ্রাণীদের জন্য সুরক্ষাকবচ। অরণ্য-এলাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে রেলের স্পিডলিমিট নিয়ে বন দফতরের সঙ্গে আলোচনায় রেল। রেলের গতির বলি হওয়া থেকে বন্যপ্রাণীদের বাঁচানোর জন্য ভাবা হচ্ছে 'ইন্ট্রুসন ডিটেকশন সিস্টেম' আনার কথা। আজ, মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে এনএফ রেলের মালিগাওঁ জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব জানালেন এই কথা। 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করলেন চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শন করে বলেন, রেলের এই রুটের বৈদ্যুতিকীরণের পাশাপাশি, ১৩০ কিলোমিটার স্পিডের রেলওয়ে ট্র্যাক তৈরির কাজও হচ্ছে। রেলের সামগ্রিক সুরক্ষার বিষয়টির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এদিন চেতনকুমার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে ছিলেন রেলের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকেরা। রেলের উদ্যোগে 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের অংশ হিসেবে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বসানো হচ্ছে এক্সেলেটর-লিফট। এছাড়া শপিং সেন্টার তৈরি করা-সহ বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে রোড স্টেশনে। জলপাইগুড়িতে এসে এই সব উন্নয়নের কথাই জানান এনএফ রেলের মালিগাওঁ জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার। 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এনজেপি স্টেশনের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি রোড, টাউন স্টেশন, মালবাজার ও হলদিবাড়ি স্টেশন-সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের রেল উদ্যান-সহ গোটা এলাকাটা পরিদর্শন করেন তিনি। কথা বলেন যাত্রীদের সঙ্গেও।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের, কফিন বন্দি দেহ ফিরল গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরের শুরুতেই বিষাদ। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ধারাবাহিক মৃত্যু মিছিল। ভিন রাজ্য নেপালে টাওয়ারের কাজে গিয়ে আবারো প্রাণ হারালো মালদার তরতাজা এক যুবক। নতুন বছরে যখন আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছেন বাঙালি তখন গোটা গ্রাম জুড়ে কান্নার রোল এবং শোকের ছায়া মালদার ইংরেজবাজারের নঘরিয়ার

খাস পাড়া এলাকায়। মৃত শ্রমিকের কফিন বন্দি দেহ আজ গ্রামে এসে পৌঁছাতেই গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের আবহ নেমে আসে। কফিন বন্দি মৃত শ্রমিকের দেহ দেখতে ভিড় জমান শয়ে শয়ে গ্রামবাসী। জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম মুকেশ সাঁই। রাজ্যে কাজের অভাব এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ থাকায় পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে ভিন রাজ্য নেপালে পাড়ি দিয়েছিল মুকেশ সাঁই গত দুই মাস আগে। বাড়িতে প্রতিবন্ধি বাবা, মা, বোন এবং এক ভাই রয়েছে। পরিবারের রোজগারের একমাত্র মুকেশ ছিলই। কিন্তু হঠাৎ করে তার মৃত্যুতে আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা পরিবারের। টাওয়ারের কাজ করার সময় গত ৩১ ডিসেম্বর পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। আজ সকালে তার কফিন বন্দি দেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই রাজ্যে কাজ নেই এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ থাকায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন বেকার যুবকরা। অন্যদিকে এই বিষয়ে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিদুল শেখ জানান ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ থাকাই বেকার যুবকরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। তবে মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে আমাদের সরকার রয়েছে। আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি এবং সরকারি সাহায্যে ব্যবস্থা করা হবে আগামীতে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ক্যাম্প করা হয়েছিল, ফলে আবেদনের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আবেদনপত্র জমা পড়লো সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি। যা সপ্তম দফার দুয়ারে সরকারের থেকে এখনো পর্যন্ত সবথেকে বেশি আবেদন পড়েছে শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুয়ারের সরকার কর্মসূচির আবেদনপত্র গ্রহণ করার সময়সীমা ছিল। এবার জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হতে চলেছে আবেদনকারীদের পরিষেবা প্রদান করার কর্মসূচি। মঙ্গলবার দুপুরে এই দুয়ারের সরকার কর্মসূচির আবেদনপত্র বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে একপ্রস্তর আলোচনা করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। পাশাপাশি এদিন কালেক্টরের ভবনে আরটিসি রুমে সরাসরি রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি বিষয়ে নানান আলোচনা করেন জেলাশাসক সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি আবেদন পত্র জমা পড়েছে। সেইসব আবেদন পত্র খতিয়ে দেখে পরিষেবা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মালদা জেলায় এখনো পর্যন্ত যতগুলি বুথে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির কাজ হয়েছে, ঠিক ততগুলি বুথেই

পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৩৬ টি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানমূলক কাজ গোটা জানুয়ারি মাস জুড়েই হবে। এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ক্যাম্প করা হয়েছিল। ফলে আবেদনের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে।

বন্ধ পানীয় জল, আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় সাত দিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে পিএইচির পানীয় জল পরিষেবা। চরম শীতে পানীয় জল নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বাসিন্দারা। অথচ এই ব্যাপারে কোন নজর নেই স্থানীয় প্রশাসন এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের। অবিলম্বে পানীয় জল পরিষেবা ঠিক না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। যদিও কবে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক হবে এই নিয়ে কোন আশ্বাস দিতে পারেননি পিএইচই দপ্তর। স্থানীয় বাসিন্দা আশিস দাস জানান, পরিশ্রুত পানীয় জল বন্ধ হয়ে গেছে সাত দিন হল। শুনলাম পাইপ ফেটে গেছে, ৪০ বছর পুরনো একটা ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম ধুকে ধুকে চলছে। কিন্তু উদাসীন প্রশাসন। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে যে বিগত সাত দিন ধরে হরিশচন্দ্রপুর সদর এলাকায় পরিশোধিত পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে।

বগটুইয়ের ভাদু শেখ খুনে অভিযুক্ত ছোট লালনের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ ক্যান্সারে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল বগটুই কাণ্ডের আরেক অভিযুক্ত কামরুল শেখ ওরফে ছোট লালনের। মঙ্গলবার নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয় ভাদু শেখ খুনে জড়িত ছোট লালনের। এই ছোট লালন শুধু ভাদু শেখ নয়, তাঁর দাদা বাবর শেখ খুনেও অভিযুক্ত ছিল। এর আগে বগটুই কাণ্ডে অভিযুক্ত লালন শেখের রহস্যমৃত্যু হয়। ২০২২ সালের ২১ মার্চ সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুই মোড়ে বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু শেখকে বোমা মেরে ও গুলি করে খুন করা হয়। এরপর একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কার্যত জতুগৃহের রূপ নেয় গোটা বগটুই গ্রাম। ভাদু শেখ খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা কামরুল শেখ ওরফে ছোট লালনকে গ্রেফতার করে। সেই সময় থেকে সে জেল হেফাজতে ছিল। জেল হেফাজতে থাকাকালীন তার মুখে ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য মাসদুয়েক আগে তাকে জামিনে মুক্তি পায় ছোট লালন। কলকাতার এক হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। গত তিন-চারদিন আগে তাকে রামপুরহাটের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার সকালে ছোট লালনের মৃত্যু হয় বলেই জানান পরিজনেরা।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২ জানুয়ারি ঃ ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার হাতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতলঘাটা এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম একরামুল হক (৩৫)। জানা গিয়েছে বেশ কিছু দিন ধরে বালি খাদানে নিয়ে সমস্যা চলছিল। মৃতের স্ত্রীর দাবি বেশ কিছুদিন ধরে বালি খাদান নিয়ে মিটিং করত একরামুল হক নামে ওই ব্যক্তি। সোমবার রাতেও মিটিংয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির বারান্দায় রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত দেহ দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিহতের স্ত্রীর অভিযোগ তার স্বামীকে বেশ কিছুদিন ধরে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লঙ্কাপাড়া চা বাগান দুর্দান্ত একটি পিকনিক স্পট

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ জানুয়ারি ঃ পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে সূচনা নতুন বছরের। চারিদিকে ছুটির আমেজ, বিভিন্ন পিকনিক স্পট গুলিতে মানুষের জমায়েত বিগত কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে ডুয়ার্স সব জায়গায় মানুষের সমাগম। আলিপুরদুয়ারের অন্তর্গত লঙ্কাপাড়া চা বাগানের পিকনিক স্পট সম্প্রতি খোলা হয়েছে। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্ভার এই এলাকা। এই পিকনিক স্পট খোলার পর অনেকেই এই পিকনিক স্পটে গিয়ে পিকনিক করছেন আনন্দ করছেন। সবুজে সবুজ অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ উপলব্ধি করতে এই পিকনিক স্পটে পাড়ি দিচ্ছেন অনেকেই।

OFFICE OF THE COUNCILLORS
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata – 700144

E-tender are invited from reputed agency/supplier for (1) Additional repairing & renovation work of Community & public toilet under Baruipur Municipality. NIT no. WBMAD/ULB/BM/NIT-19(e)/2023-24 (2nd CALL),last date: 18.01.2024 up to 12 NOON. (2) Supplying fitting fixing LED rope light chain at ROB at ward no. 11,12,17 NIT no. WBMAD/ULB/BM/NIT-21(e)/2023-24 ,last date: 10.01.2024 up to 12 NOON. Details information may be obtained during office hours. **Website: http://wbtenders.gov.in**

By Order,
Executive Officer, B.M.

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DASPUR-II PANCHAYAT SAMITY
Sonakhali, Paschim Medinipur
NOTICE INVITING e-TENDER
Memo no- 1499 Date- 29/12/2023
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/DASP2/EO/NIT-76(23-24), TENDER NO.- T-1 to T- 31/23-24)
The Block Development Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites tender from qualified bidders 31 Nos work, under Daspur-II Block. Details may be accessed and dully respond through **https://www.wbtenders.gov.in on and from 30/12/2023 (Saturday) at 09.00 A.M. to 12/01/2024 (Friday) at 05.00 P.M.**
Sd/-Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity.

Office of The Matgoda Gram Panchayat
(Under Raipur P.S)
Matgoda, Bankura
eNit Memo-1699, 28/12/2023 and 1700, 28/12/2023, Tenderer No- 11/MatGP/2023-24 & 12/MatGP/2023-24, Pradhan, Matgoda G.P. invites E- tenders from experienced bidders for execution of 10 nos. of works under 15 th CFC (23-24) & 5 th SFC(23-24). Last date of application 16/01/2024 (5pm). For more details visit https://wbtenders.gov.in and the office of Matgoda GP, Block-Raipur, Dist-Bankura
Sd/- Pradhan
Matgoda Gram Panchayat

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: 242/GGP/2023-24, Date: 29/12/2023
The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 2(Two)Nos. different works. Fund:- 5 th SFC. Last date of submission of Bid(online): 16-01-2024 6.30pm. Bid Opening Date(Technical): 19-01-2024 at 10:00am.
NOTICE INVITING e-TENDER: 243/GGP/2023-24, Date: 29/12/2023
The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 4 (Four) Nos. different works. Fund: 5 th SFC. Last date of submission of Bid (online): 17-01-2024 6.30pm. Bid Opening Date(Technical): 22-01-2024 at 10:00am. For further details please visit website https://wbtenders.gov.in. or visit office of the undersigned
Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

পানাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
(বিষ্ণুপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি)
গ্রামঃ-রাঘবপুর, পোঃ-নেপালগঞ্জ, থানাঃ-বিষ্ণুপুর, জেলাঃ-দঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১০৩
TENDER NOTICE
Vide Memo Nos.:. PGP/261/2023 TO PGP/262/2023 Dated – 20/12/2023
2023_ZPHD_627251, 2023_ZPHD_627340, 2023_ZPHD_627455, 2023_ZPHD_628037, 2023_ZPHD_628044, 2023_ZPHD_631070, 2023_ZPHD_631340, 2023_ZPHD_631373, 2023_ZPHD_631396, 2023_ZPHD_631418, AND 2023_ZPHD_631431, Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Tender should be made through wbtenders.gov.in the office website of Govt. of West Bengal. For details, follow the Website or contact with the undersigned.
Sd/- Prodhan
Panakua Gram Panchayet
Bishnupur-I, South 24 Pgs.

Office of the
Ramur dihibhursut asanda GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594
E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 5 nos E-Tender ID-2023_ZPHD_633270_1. 2023_ZPHD_633382_1, 2023_ZPHD_633392_1. 2023_ZPHD_633405_1 & 2023_ZPHD_633467_1. Publish date-28/12/2023 at 6.00PM . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 12/01/2024 at 12.00 P.M., Date opening-15/01/2024 at 12.30 PM for details Visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/ Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in
Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : NIT-712/2023, Dated-29.12.23(E-NIT) Fund-15 TH FC/5 th SFC(11 NOS OF WORK)
SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-Rajnagar Biswambhar, Block Mamkhana, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-512/SGP/2023 Dated-30/12/2023
NIT NO.-513/SGP/2023 Dated-30/12/2023
Last date of Submission On or before 08/01/2024 (up-to 4.30PM) Date of Opening -10/01/2024 (From 04:30P.M) (For viewing Tender:-www.wbtenders.gov.in) Thanking You
Sd/- Pradhan
Shibrampur Garm Panchayat

Office of the
Maheshpur Gram Panchayat
Birshibpur, Uluberia, Howrah.
e-mail : gpmahespur@yahoo.com
NOTICE INVITING e-TENDER
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no.297/MGP, Dated : 29.12.2023 at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is 17/01/2024 at 16:00. Details will be available at the website https://wbtenders.gov.in
Sd/-
PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/191/2023-2024 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road surface disturbed by Water Supply & Drainage Deptt. at Girish Avenue & Sova Bazar Street etc. under Br.-I;** Estimated Amount : ₹ **4,96,874.61 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,950.00**; Period of Completion : **120 days.**
(2) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/254/2023-2024 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road surface damaged by W/S and S&D Deptt. at various places of A.J.C. Bose Road, Dr. L.M.B. Road, Suhrawardy Avenue and surrounding areas under Br.-VI;** Estimated Amount : ₹ **4,99,112.05 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**
(3) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/200/2023-2024 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road with hotmix laying at Lalmohan Bhattacharya Road, Maredith Street, R.N. Mukherjee Road etc. under Br.-VI;** Estimated Amount : ₹ **4,98,124.32 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**
(4) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/275/2023-2024 (1st Call)
Name of work : **Laying of seal coat at Girish Ch. Bose Road, Dr. Suresh Sarkar Road, Gorachand Lane, Convent Road etc. under Br.-VI;** Estimated Amount : ₹ **4,88,044.05 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,800.00.**
(5) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/199/2023-2024 (1st Call)
Name of work : **Repairing of roads with hotmix laying at Convent Road, Dr. Suresh Sarkar Road, Water Loo Street etc. under Br.-VI;** Estimated Amount : ₹ **4,98,494.65 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **180 days (For Sl. No. 2 to 5)**; Last date and time of submission of bid : **16.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **05.01.2024 (12 Noon) (For Sl. No. 1 to 5).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).**
The **Special Officer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/321 (1st Call)
Name of work : **Emergency restoration of water main leakage, potholes and other disturbed portion of different roads in Ward No. 123, 124, 125 under Br.-XVI;** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,94,439.33 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of Completion : **75 days**; Last date and time of submission of bid : **20.01.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **06.01.2024 (12 Noon).**
(2) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/318 (1st Call)
Name of work : **Resurfacing of road at S.N. Roy Road from 37C, S.N. Roy Road to Ward Office in Ward No. 118, under Br.-XIII;** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,98,116.93 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **45 days**; Last date and time of submission of bid : **22.01.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **10.01.2024 (12 Noon).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** 1204/23-24

চাষবাস

সুগন্ধী ধান ও বীজের উপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য

ভালো গন্ধযুক্ত চালের গন্ধে সুগন্ধি ভরে যায় রান্নাঘর! দূর থেকেই সেই গন্ধ পাওয়া যায়। সেই সমস্ত চালের নামেও নানান পার্থক্য। বাদশাভোগ, গোপালভোগ, সীতাভোগ, তুলসীভোগ, রাঁধুনিপাগল, জামাইনাড়ু, মোতিবাস, লাল বাদশাভোগ, বাদশাপসন্দ, গন্ধেশ্বরী, কাটারিভোগ, চিনিসক্কর, রাধাতিলক। কোনওটার চাষ হচ্ছে। কোনওটা লুপ্তপ্রায়। কোনওটা বিলুপ্ত। এবার এইসব সুগন্ধী ধান ও বীজের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিল নবান্ন। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক দশকে এ রাজ্যে সুগন্ধী চালের উৎপাদন বড়েছে চারগুণ, চাষের এলাকা বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ, বীজের উৎপাদন পাঁচগুণ। আগামিদিনে আরও জোর দেওয়া হবে এই সব দেশী ধানের বীজ উৎপাদনে। যাতে বাঙালির পাতে ফের সুগন্ধী ভাত দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে বাড়ে ধানচাষিদের আয়। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

এক সময় বাংলায় পঞ্চাশের বেশি জাতের সুগন্ধী ধান চাষ হত। এখন বর্তমানে মাত্র ২৬টি জাতের চাষ হয়। হারিয়ে যেতে বসা ধানগুলিকে ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কৃষি দফতর। জানা গিয়েছে, ম্যানিলায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন দেশের ধানের বীজ সংরক্ষিত রয়েছে। সেখানেও ওই সব ধানের বীজের সন্ধান করা হচ্ছে। চুঁচুড়া ধান্য গবেষণাকেন্দ্রে সাড়ে তিন হাজার ধানের বীজের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানেও কিছু সুগন্ধী ধানের বীজও। সর্বত্রই খোঁজ চলছে। কৃষি দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, অসম, সিকিম থেকে কিছু বীজ পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি জেলার বিভিন্ন ব্লকে চাষ শুরু হয়েছে। হাঁসখালি ও ফুলিয়ার কৃষি খামারেও চাষ হচ্ছে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনায় হিঙ্গলগঞ্জ, জলঙ্গি, কোচবিহার-১, জলপাইগুড়ি সদর, সিউড়ি-১, বলাগড়, রায়গঞ্জ, সোনামুখি, পাথরপ্রতিমা, গঙ্গারামপুরে সুগন্ধী ধানের চাষ হচ্ছে। হিঙ্গলগঞ্জ, জলঙ্গি, কোচবিহার-১, জলপাইগুড়ি সদর, সিউড়ি-১, বলাগড়, রায়গঞ্জ, সোনামুখি, পাথরপ্রতিমা, গঙ্গারামপুরে ভাল সাড়া মিলেছে। চলতি ধানচাষের থেকে হেক্টর প্রতি কৃষকের আয় নূন্যতম ২৫,৪০০ টাকা বেড়েছে। নবান্ন থেকে জানা গিয়েছে, ২০১২-১৩ সালে ৪০হাজার হেক্টর জমিতে ৮০ হাজার মেট্রিক টন সুগন্ধী ধান চাষ হত। এখন ১,৪২,৯৬৯ হেক্টর জমিতে ৩,১৫,০০০ মেট্রিক টন ধান চাষ হচ্ছে। বীজের উপাদনও বেড়েছে। দশ বছর আগে ৮০ মেট্রিক টন বীজ উপাদন হত। এখন ৪০০ মেট্রিক টন।

সয়াবিন চাষে হতে পারে বিপুল আয়, কীভাবে করবেন পরিচর্যা?

সয়াবিন বীজ কাঁচা, শুষ্ক অবস্থায় বা অঙ্কুরিত অবস্থায় খাওয়া যায়। সয়াবিন ময়দা থেকে কেক, রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার বানানো যায়। সয়াবিন তেল রান্নার কাজে, স্যালাড তেল ও মার্জারিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আরও বহুবিধ কাজে সয়াবিন তেল ব্যবহৃত হয়। সয়া মিল্ক, সয়া-পনির, সয়া-সস ও সয়া-ময়দা প্রভৃতি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য সয়াবিন বীজ থেকে তৈরি হয়।

সয়াবিন চাষ করে কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

সয়াবিন পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিম্বগোত্রীয় তৈলবীজ। ভারতবর্ষে চিনাবাদাম ও রাই সর্ষের পরে সয়াবিন তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ। সয়াবিনের অপর বৈজ্ঞানিক নাম গ্লাইসিন সয়াবিনকে 'বিস্ময়কর বিন' ও বলা হয়।

সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ অন্য যে কোনও খাদ্যশস্যর থেকে বেশি থাকে। ডাল জাতীয় অন্যান্য ফসল থেকেও এর পুষ্টিমান দ্বিগুণ এবং বাজারে সবচেয়ে সস্তা, খেশারী ডালের দামের অর্ধেক। তেল সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সয়াবিন ক্যালোরি ঘাটতি মেটাতে সক্ষম। আবহাওয়া এবং পরিবেশ সয়াবিন চাষের জন্য উপযোগী। সয়াবিনের ভাজা ডাল এবং খিচুরী অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও রুচিকর। সয়াবিন মূলত প্রোটিন ও তেলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিনে প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও ৪০-৪২ শতাংশ উন্নতমানের প্রোটিন উপস্থিত থাকে। সয়াবিন তেলের মধ্যে প্রধানত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং প্রধান অ্যামাইনো অ্যাসিড হিসাবে লাইসিন থাকে। তবে সয়াবীন বীজের মধ্যে পরিপাক পরিপন্থী পদার্থ হিসাবে ট্রিপসিন ইনহিবিটর, হেমাগ্লুটিনিন ও ওলিগোস্যাকারাইড বর্তমান।

সয়াবিন প্রোটিন ও তেলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন তেল রান্নার কাজে, স্যালাড তেল ও মার্জারিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফ্রোজেন ডেসার্ট, কুকি শর্টনিং, কনফেকশাস আইসিং, আইসক্রিম কোটিং, হুইপড টপিং ও কফি হোয়াইটনার তৈরিতে সয়াবীন তেল ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন তেল সাবান, রঙ, রেসিন, গ্লিসারিন, ছাপার কালি, গ্রাজ, বার্নিশ, ড্রাই তেল শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সয়া মিল্ক, সয়া-পনির, সয়া-সস ও সরা-ময়দা প্রভৃতি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য সয়াবিন বীজ থেকে তৈরি হয়। সয়াবিন তেল উৎপাদনের সময় উপজাত হিসাবে উপাদিত ' খাদ্য শিল্পে কোমলকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়া-খোল বা সয়ামিল পশু-পাখির খাদ্য। সয়াবীন খোলে ৭ থেকে ৮.৪৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ০.৭২ শতাংশ ফসফেট ও ২.১ শতাংশ পটাশ বর্তমান। সয়াবীন খোলে ৩৮-৪০ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সবুজ গাছ পশুখাদ্য হিসাবে এবং সয়াবিন সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন বীজ কাঁচা, শুষ্ক অবস্থায় বা অঙ্কুরিত অবস্থায় খাওয়া যায়। সয়াবিন ময়দা থেকে কেক, রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার বানানো যায়। পৃথিবীর প্রধান ১০টি সয়াবিন উপাদক দেশ হল, আমেরিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভারত, চিন, প্যারাগুয়ে, কানাডা, বলিভিয়া, উরুগুয়ে ও ইন্দোনেশিয়া। ভারতের প্রধান প্রধান সয়াবীন উৎপাদক রাজ্যগুলি হল, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটক। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সয়াবিন উপাদক জেলা হল দার্জিলিং। এছাড়া বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় কিছু এলাকায় চাষ হয়। ২০১১-১২ সালে রজ্যের ৫৮১ হেক্টর এলাকায় ৮১৬ কেজিহেক্টর উৎপাদন হারে মোট ৪৭৪ টন সয়াবিন উৎপন্ন হয়েছে। সেখানে ২০১৯-২০ সালে রাজ্যে ২৪৯ হেক্টর এলাকায় ৭৭৯ কেজিহেক্টর উপাদন হারে মোট ১৯৪ টন সয়াবিন উৎপন্ন হয়েছে। এবং ২০২১-২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৪৪ হেক্টর এলাকায় ৮৪৮ কেজিহেক্টর উৎপাদন হারে মোট ২০৭ টন সয়াবিন উৎপন্ন হয়ে সয়াবিন বর্ষাকালীন ও শীতকালীন ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। একক বা সাথী ফসল হিসাবে লাগানো যায়। মাটি ও আবহাওয়া-সয়াবিন বিভিন্ন মাটি ও আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে। তবে জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত বেলে-দোঁয়াশ ও এঁটেল-দোয়াঁশ মাটি বেশি উপযোগী। মাটির জলধারণ ক্ষমতা একটু বেশি হওয়া প্রয়োজন।

মিড ডে মিলের পাশাপাশি ব্রেকফাস্টও! আলোচনায় কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সকালে খালিপেটে না থেকে পড়ুয়ারা ভরপেটে ক্লাস করুক , এই ভাবনাচিন্তা নিয়ে স্কুলে স্কুলে মিড ডে মিলের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট চালুর কথা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ২০২১।এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তখন কেউই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সূত্রের খবর, ফের একবার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। ২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রের অর্থনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ নামে একটি রান্নার প্রকল্পকে অনুমোদন দেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে ওই বৈঠকে ঠিক হয়, আগামী পাঁচ বছরের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত স্কুলে চালু থাকবে পিএম পোষন স্কিম এই প্রকল্পের মধ্যেই মিড ডে মিলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মিড ডে মিলের পাশাপাশি পড়ুয়াদের সকালে ব্রেকফাস্ট দেওয়ারও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল। তবে সে উদ্যোগ ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। দুই বছর পর ফের সেই বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। পিএম পোষন স্কিমের আওতায় সরকারি স্কুল, সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি ও মাদ্রাসায় পাঠরত সব পড়ুয়াদের স্কুলের দিনগুলিতে মধ্যাহ্নভোজ দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে প্রথম মিড ডে মিল প্রকল্প চালু হয়েছিল। এই প্রকল্প চালুর মূল উদ্দেশ্য গরিব পরিবার থেকে আসা সরকারি পাঠরত শিশুদের মুখে অন্তত দিনে একবার অন্ন তুলে দেওয়া। ২০২১ সালে সেই প্রকল্পের মোড়কেই পিএম পোষণ অভিযান ঘোষণা করে মোদী সরকার। শিশুদের পুষ্টির উপর বেশি নজর দেওয়া হয় সেবার। ২০২০ সালে কেন্দ্র নয়া শিক্ষানীতিতে ঘোষণা করা হয় সকালে পুষ্টিকর জলখাবার (ব্রেকফাস্ট) খেলে তা পড়ুয়াদের পক্ষে ফলদায়ক হবে। সেজন্য মিড ডে মিলের পাশাপাশি সকালে হালকা ও এনার্জিদায়ক খাবার দেওয়া যেতে পারে বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র।শিক্ষা মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই প্রস্তাবটি যদি সকলে সমর্থন করে তা অনুমোদিত হয় তবে কমপক্ষে ৪০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বার্ষিক বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, স্কুলে স্কুলে মিড ডে মিলের সঙ্গে বাচ্চাদের প্রাতঃরাশ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রিতক সময়ে আলোচিত হয়েছে।

৩৭৯ যাত্রী নিরাপদে, আগুনে পুড়ে ছাই বিমান!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ জাপান যেন এখন বিপর্যয়পুরী! একদিন আগেই লাগাতার ভূমিকম্প, সুনামি এবং অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হয়েছে মধ্য জাপান। সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই, মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি), টোকিয়োর হানেদা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় আগুন লেগে গেল জাপান এয়ারলাইন্সের এক বিমানে। জাপানি টিভি চ্যানেল এনএইচকে-র এক ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বিমানটির নীচের অংশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই অবস্থাতেই সেটি রানওয়ে ধরে এগিয়ে চলেছে সঠিক জায়গায় থামার জন্য। সরকারিভাবে আগুন লাগার কারণ এখনও না জানানো হলেও, একাধিক সংবাদ প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, অবতরণের সময় রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা জাপানি উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি বিমানের সঙ্গে জাপানি এয়ারলাইন্সের বিমানটির সংঘর্ষ হয়। তা থেকেই আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। যাত্রীবাহী বিমানটিতে যাত্রী এবং ক্রু সদস্য মিলিয়ে মোট ৩৭৯ জন ছিলেন। বিমানটি রানওয়েতে থামার পর, দ্রুত তাঁদের সকলকে ঐ বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রত্যেকে নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। জাপানি সংবাদমাধ্যমগুলির খবর অনুযাযী, বিমানটি হোক্কাইডোর শিন-চিটোসে বিমানবন্দর থেকে আসছিল। কোস্ট গার্ডের যে বিমানটিতে ধাক্কা মেরেছে যাত্রীবাহী বিমানটি, তাতে ৬ জন ক্রু ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করলেন জেনারেল ম্যানেজার

মালেগাঁও, ২ জানুয়ারি ঃ অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করলেন জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এনএফ রেলের মালিগাওঁ। সকালে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। তিনি তিনি বলেন, রেলের এই রুটের বৈদ্যুতিকরণের পাশাপাশি ১৩০ কিলোমিটার স্পিডের রেলওয়ে ট্রেক গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া রেলের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রেলের এই রুটের বৈদ্যুতিকরণের পাশাপাশি ১৩০ কিলোমিটার স্পিডের রেলওয়ে ট্রেক গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া রেলের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা। রেলের উদ্যোগে অমৃত ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বসানো হচ্ছে এস্কেলেটর লিফট। এছাড়া শপিং সেন্টার সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ

হচ্ছে রোড স্টেশনে। জলপাইগুড়িতে এসে এই উন্নয়নের কথা জানান এনএফ রেলের মালিগাওঁ জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। অমৃত ভারত প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এনজেপি স্টেশনের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি রোড, টাউন স্টেশন, মালবাজার ও হলদিবাড়ি স্টেশন সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের রেল উদ্যান সহ বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করেন তিনি। কথা বলেন যাত্রীদের সঙ্গেও। তিনি বলেন, রেলের এই রুটের বৈদ্যুতিকরণের পাশাপাশি ১৩০ কিলোমিটার স্পিডের রেলওয়ে ট্রেক গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া রেলের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আচমকা বেতন বন্ধ হওয়ায় বিপাকে টিসিএস-র শতাধিক কর্মী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গোটা দেশ জুড়ি ছড়িয়ে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বা টিসিএস-র একাধিক সংস্থা। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন হাজার হাজার কর্মী ও। হঠ্যা ই এই সংস্থায় কর্মরত শতাধিক কর্মীর বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে কর্মী সংগঠনগুলি। এইভাবে বেতন বন্ধ করে দেওয়া হলে কর্মীরা কতটা সমস্যায় পড়তে পারে, তাঁদের পরিবার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে কর্মী সংগঠন। তবে টিসিএস-এর তরফে এই বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তথ্য ও প্রযুক্তি কর্মীদের সংগঠন ' টেকনোলজি এমপ্লয়িজ সেনেট'-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, অবৈধভাবেভাবে কর্মীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জোর করে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তা মানতে না চাওয়ায়, বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৯০০ কর্মীর। সংগঠনের দাবি, সংস্থা চাপ দিচ্ছে যাতে কর্মীরা বদলির নির্দেশ মেনে নেন অথবা চাকরি ছেড়ে দেন। এর ফলে কর্মীদের পরিবারের ওপর প্রভাব পড়ছে, মানসিক চাপ বাড়ছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

যাত্রীদের জন্য বিশ্বমানের সুবিধা সহ

গোরখপুর রেল স্টেশনটি হবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক স্থাপত্যের উদাহরণঃ রেলমন্ত্রী

গোরখপুর, ০২ জানুয়ারী ঃ রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে গোরখপুর, বস্তি এবং অযোধ্যা সফরের সময় তাঁর মতামত প্রকাশ করার সময় বলেছিলেন যে সারা দেশে ১৩০০টি রেলওয়ে স্টেশনকে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে এবং বিশ্বমানের করা হচ্ছে, যার মধ্যে উত্তর প্রদেশের ১৫৬টি স্টেশন রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোরখপুর রেলওয়ে স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, এই কাজটি দ্রুত

সম্পন্ন করার জন্য সংস্থাকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। নতুন বছরে এর কাজ শুরু হবে। এই রেলওয়ে স্টেশনটি হবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক স্থাপত্যের একটি চমৎকার উদাহরণ, যেখানে যাত্রীদের জন্য বিশ্বমানের সুবিধা থাকবে।''

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে একটি যাত্রী ভিত্তিক রেলপথ, যা ক্রমাগত তার গ্রাহকদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য সচেষ্ট। এ জন্য অবকাঠামো শক্তিশালী ও উন্নত করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোরখপুর জং. স্টেশনটি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে এবং একটি বিশ্বমানের স্টেশন করা হবে। জানা যায় যে ০৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি গোরখপুর জং পরিদর্শন করেছিলেন। স্টেশনের পুনঃ উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। গোরখপুর জং স্টেশনটির নতুন নকশা অনুমোদন এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর)ও প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এই স্টেশনটির পুনর্নির্মাণে খরচ হয়েছে ৪৯৮ কোটি টাকা। গোরখপুর জং আগামী ৫০ বছরের চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্টেশনটির পুনর্নির্মাণ করা হবে। সে সময় গোরখপুর জং. স্টেশনে যাত্রী ট্রাফিক প্রতিদিন প্রায় ১,৬৮,০০০ হবে।

নাম পরিবর্তন

আমি নিরোদ পোদ্দার (Nirode Podder) (old name) পিতা স্বর্গীয় হরেন পোদ্দার, ঠিকানা নারায়ণপুর, দুত্তাপুলিয়া, কালুপুর, নদীয়া ৭৪১ ৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক হাই কোর্টের Affidavit দ্বারা নিরোদ পোদ্দার (Nirod Podder) (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 3124 Dated 02.01.2024. নিরোদ পোদ্দার (Nirode Podder) (old name) এবং নিরোদ পোদ্দার (Nirod Podder) (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Nitai Acharya (পুরাতন নাম) পিতা Pulin Acharya, ঠিকানা Vill- Palli Shree, P.O. P.S.- Bongaon, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.0.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Netai Acharya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Netai Acharya (নতুন নাম) এবং Nitai Acharya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Tanzim Fatma (পুরাতন নাম) স্বামী Arshad Hossain, ঠিকানা - 21A Nasiruddin Road, 4th Floor, P.O.- Circus Avenue, PS.- Beniapukur, Kolkata- 700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০২ /০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tanzeem Fatma (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tanzeem Fatma (নতুন নাম) এবং Tanzim Fatma (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kakali Chanda Kakoli Chanda (পুরাতন নাম) স্বামী Ashis Chanda, ঠিকানা - P-42, Bijan Kanan, Brahmapur, P.S.- Bansdroni, Kolkata- 700096, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০২ /০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kakali Chakraborty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kakali Chakraborty (নতুন নাম) এবং Kakali Chanda Kakoli Chanda (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Damanjit Singh (পুরাতন নাম) পিতা Ounker singh Lamba, ঠিকানা V-R61, Jubilee Park, Block-6, 5R, Jadavpur, Kolkata- 700033, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Damanjit Singh Lamba (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Damanjit Singh Lamba (নতুন নাম) এবং Damanjit Singh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Manvinder Kaur (পুরাতন নাম) স্বামী Damanjit Singh Lamba, ঠিকানা - V-R61, Jubilee Park, Block-6, 5R, Jadavpur, Kolkata- 700033, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০২ /০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manvinder Kaur Lamba (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manvinder Kaur Lamba (নতুন নাম) এবং Manvinder Kaur (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Binod Chowdhury declare that my father Dilip Chowdhury (old name) resident at Tantigaria, PO- Vidyasagar University ,Midnapore, PS – Kotwali, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721102, West Bengal, India, have changed my father's name to (shall henceforth be known as) Fatechand Chowdhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 02/01/2024. Fatechand Chowdhury (new name) and Dilip Chowdhury (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Binode Chowdhury (old name), S/O- Fatechand Chowdhury resident at Tantigaria, PO- Vidyasagar University ,Midnapore, PS – Kotwali, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721102, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Binod Chowdhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 02/01/2024. Binod Chowdhury (new name) and Binode Chowdhury (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sarika Kumari Chowdhury (old name), W/O- Binod Chowdhury resident at Tantigaria, PO- Vidyasagar University ,Midnapore, PS – Kotwali, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721102, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sarika Chowdhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 02/01/2024. Sarika Chowdhury (new name) and Sarika Kumari Chowdhury (old name) both are same identical person.

Name Change

I JAVAID ALI,SON OF NABIRADDIN MIDDYA, RESIDING AT SHIMULDAHA MINAKHAN,PS-MINAKHAN,NORTH24PARGANAS - 743441,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JABED ALI MIDDYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024.THAT JAVAID ALI AND JABED ALI MIDDYA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASHRAF ALI,SON OF JABED ALI MIDDYA, RESIDING AT GHATAKPUKUR BHANGAR GOBINDAPUR,PS-BHANGAR, SOUTH 24 PARGANAS -743502, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHRAF ALI MIDDYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024.THAT ASHRAF ALI AND ASHRAF ALI MIDDYA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I LATIFUN NESSA BIBI,WIFE OF JABED ALI MIDDYA, RESIDING AT SHIMULDAHA MINAKHAN,PS-MINAKHAN,NORTH24PARGANAS - 743441,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATIMAN BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024.THAT LATIFUN NESSA BIBI AND LATIMAN BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUBASH NILMANI SARKAR, S/O LATE NILMANI SARKAR, R/O VILL KAMALPUR, PURBANOWA PARA, PS DHANTALA, DIST NADIA, PIN- 741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUVASH SARKAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, SUBASH NILMANI SARKAR AND SUVASH SARKAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SANCHITA SANJIBAN SARKAR, W/O SANJIBAN SARKAR, R/O VILL KAMALPUR, PURBANOWA PARA, PS DHANTALA, DIST NADIA, PIN-741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANCHITA SARKAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, SANCHITA SANJIBAN SARKAR AND SANCHITA SARKAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SANJIBAN SARKAR, S/O SUVASH SARKAR, R/O VILL KAMALPUR, PURBANOWA PARA, PS DHANTALA, DIST NADIA, PIN- 741501, WEST BENGAL,THAT MY MINOR DAUGHTER SANJANA SANJIBAN SARKAR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJANA SARKAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024,THAT SANJANA SANJIBAN SARKAR AND SANJANA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANJIBAN SUBASH SARKAR, S/O SUVASH SARKAR, R/O VILL KAMALPUR, PURBANOWA PARA, PS DHANTALA, DIST NADIA, PIN- 741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIBAN SARKAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, SANJIBAN SUBASH SARKAR AND SANJIBAN SARKAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SK JIAUDDIN, S/O LATE SK NUR AHAMMED HOSSAIN, R/O VILL KADIPARA, PO BABNAN, PS DADPUR, DIST-HOOGHLY, PIN- 712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ZIAUDDIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024, SK ZIAUDDIN AND SK JIAUDDIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I GANI SURATI PARVEEN, W/O ATAULLA MOLLA, R/O Q-645/3, S.A. FAROOQUE ROAD, PS RAJABAGAN , KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GENI SURATI PARVEEN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024. GENI SURATI PARVEEN AND GANI SURATI PARVEEN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I BIMAL KRISHNA HALDER, S/O HRIDAY HALDER, R/O BLOCK -B, 29/3, SHRE RAM DHANG ROAD, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIMAL HALDER, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024. BIMAL HALDER AND BIMAL KRISHNA HALDER SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PALLABI PAL, W/O BIPADTARAN PAL, R/O VILL& PO SENAI, PS BURWAN, MURSHIDABAD- 742132, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALLABI PAL MONDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024. PALLABI PAL MONDAL AND PALLABI PAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I HALIMA BEGUM, W/O MD SHAWKAT ALI, R/O 61, BRIGHT STREET, BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HALIMA SHAWKAT, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024. HALIMA SHAWKAT AND HALIMA BEGUM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PRADEEP MISRA,SON OF JAGDISH PRASAD MISRA, RESIDING AT NATURAL HEIGHTS, PHASE I,BLOCK-6,FL-4B,BIDHANNAGAR-700052,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADEEP MISHRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024.THAT PRADEEP MISRA AND PRADEEP MISHRA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABDUL MAHIT, S/O IYAKUB, R/O VILL RAGHUNATHPUR, PS KASHIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABDUL MAHIT, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024. SK ABDUL MAHIT AND ABDUL MAHIT SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) SEIKH EASHIN S/o- SARIFUL HOQUE, Residing at Vill- Enayetpur, Post- Enayetpur, Ps- Manikchak, Dist- Malda, Pin- 732202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SEIKH EASHIN To SK EASHIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SK EASHIN in all purpose Vide an affidavit No- 489876 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, SK EASHIN and SEIKH EASHIN both are Same and one identical person.

Name Change

I RUPAM GHOSH,SON OF GANESH KUMAR GHOSH, RESIDING AT GOPALNAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743262, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPAM KUMAR GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024.THAT RUPAM GHOSH AND RUPAM KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAHIPUL MOLLA, S/O SAFAR ALI MOLLA, R/O MAJHERPARA, PATHARGHATA CHHAPNA, NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUL MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024.SAIFUL MOLLA AND SAHIPUL MOLLA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) JIYARUDDIN SK S/o- GOLAM SK, Residing at Vill- Paschim Dhawapara, Post- Dhawapara, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741155, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JIYARUDDIN SK To JIYARUL SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JIYARUL SEIKH in all purpose Vide an affidavit No- 489875 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, JIYARUL SEIKH and JIYARUDDIN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD SAMSUDDIN S/o- SIDDIQUE HOSSAIN, Residing at Vill- Moregram, Post- Sadipur Berugram, Ps & Dist- Purba Bardhaman, Pin- 713129, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD SAMSUDDIN To MD SAMSUDDIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SAMSUDDIN in all purpose Vide an affidavit No- 427731 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, MD SAMSUDDIN and MOHAMMAD SAMSUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, Mamoni Mondal W/o Jakariya-Mondal R/o Golabati, P.O.- Joynagar Majilpur, P.O.- Joynagar, 24 Pgs (S), Pin-743337, W.B., India shall henceforth be known as Asmira-Mondal. I declare that AsmiraMondal and MamoniMondalis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-01-2024.

Name Change

I, Anjuara Khatun W/o Mohammed Sarif R/o 10/9, Gurunanak Road, Post-B Zone, P.S.- Durgapur, Paschim Bardhaman, Pin-713205 that my minor daughter who previously known as Sadaf Sharif shall henceforth be known as SadafSarif. I declare that my minor daughter- SadafSarif and Sadaf Sharifis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-01-2024.

Name Change

I, Joydeb MondalS/o Avimanyu-Mondal R/o 1st Floor, Flat-A, 20, Kalikapur Road, P.O.- Mukundapur, P.S.- Survey Park, Kolkata-700099 shall henceforth be known as Joy-devMondal. I declare that Joydev-Mondal and Joydeb Mondalis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-01-2024.

Name Change

I SEIKH CHAND, S/O LATE ABDUL RAHAMAN, R/O MANNAT APT 3RD FLOOR, FLAT NO C, MONDAL GANTHI GAZI PARA, PS BAGUIATI, BIDHANNAGAR - 700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK CHAND, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, SK CHAND AND SEIKH CHAND SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MAINUL HAQUE SHAIKH, S/O LATE SHAIKH LAL MOHAMMED, R/O MONDAL GANTHI TETULTALA, RAJARHAT, GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700052, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAINUL HAQUE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, SK MAINUL HAQUE AND MAINUL HAQUE SHAIKH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SUMANA BIBI, W/O MD ASHRAF MUDI, R/O UTTARPARA, MOCHPOLE, PS SHASAN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMANA PERVIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, SUMANA BIBI AND SUMANA PERVIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I AINUL HAQUE, S/O JOYNAL ABDIN, R/O PURBA PARA, MANDALIKA, PS JANGIPARA, HOOGHLY RURAL, PIN-712404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AINUL HAQUE MULLICK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, AINUL HAQUE MULLICK AND AINUL HAQUE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I HAJARI DUTTA & NEMAI DUTTA, S/O SADANANDA DUTTA, R/O SADIGACHHI BHEBIA, HASNABAD, BASIRHAT-743456, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAZARI DUTTA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/01/2024, HAJARI DUTTA & NEMAI DUTTA AND HAZARI DUTTA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

মুখ্যমন্ত্রীর গ্যারেন্টি আর মোদীর গ্যারেন্টির মধ্যে তফাৎ আছে ঃ ডেপুটি স্পীকার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এক শতক জমি থাকলেও দুই হাজার টাকা কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় টাকা পাবেন। পেয়েছেন। যাদের দু'একর জমি পাঁচ হাজার পেয়েছেন। এই টাকা একুশের আগবাংলার কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ৯১ লক্ষ ৫৭ হাজার কৃষক বছরে ৪০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান পাচ্ছেন। এর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যারেন্টি। এখন তো মোদী ২০২৪-র গ্যারেন্টি দিচ্ছেন। কিন্তু দশ বছর আগে মোদীর গ্যারেন্টি কী ছিল? সমস্ত কালো টাকা বিদেশ থেকে এনে আম জনতার অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। জনধন প্রকল্পে সেই অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাঙ্কের সামনে মানুষ লাইন দিয়েছিল। কিন্তু আজও মানুষ পয়সা পায় নি। এটাই হলো মোদীর গ্যারেন্টি। পার্থক্য ছিল, পার্থক্য আছে। পার্থক্য থাকবে। রামপুরহাট শহরের দলীয় কার্যালয়ে আই এন টিটিইউসির কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি আই এন টিটিইউসির পক্ষ থেকে তাদের সারা বছরের দলীয় কর্মসূচি ক্যালেন্ডার প্রকাশের উদ্বোধন করেন। সেখানে ডেপুটি স্পীকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আই এন টিটিইউসির জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য, রামপুরহাট শহর সভাপতি আব্দুর রেকিব, রামপুরহাট এক ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সহ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সহ সমস্ত শাখা সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব। এদিনের সভায় টোটো থেকে অটোরিকশা সহ পরিবহন বিভাগের সমস্ত কর্মী সমর্থক, সাফাই কর্মী, হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স, হকার্স থেকে যত সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকেরা। আশিসবাবু বলেন, আমরা সমবেত হয়েছি একটাই লক্ষ্যে। সেটা ২০২৪- র লোকসভা। আমি বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি ২০২৪ শে এই বীরভূম থেকে দুটি লোকসভাতেই তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবে। একুশের আগে আপনারা সবাই শুনেছেন, কিভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও কুৎসা করেছিল। কিন্তু তাতে ভোট বেড়েছিল অনেক গুণ। ধূপগুড়ি থেকে যতগুলো উপনির্বাচন হয়েছে তৃণমূল জিতেছে। কারণ জননেত্রীর পাশে মানুষ আছেন। তাই টিভি পাকা চুল নিয়ে পাকা মাথারা টকশোতে যা বলুন, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে। মানুষ বামফ্রন্টের অত্যাচার ভোলেনি। কংগ্রেস করার অপরাধে কর্মীদের হাত কেটে নেওয়া সিপিএম হার্মাদ দেখেছে। সুচপুর গণহত্যা দেখেছে। দুনিগ্রামে নজরুল নামে কর্মীকে বোমা মেরে খুন করা দেখেছে। নারায়ণপুর বেলেতে শম্ভু মণ্ডলের খুন দেখেছে। এখন মানুষ শান্তিতে আছে। আজ যারা বড়ো বড়ো কথা বলছেন, তাদের দুরবীনে দেখা যায় না। সিপিএমকে জিজ্ঞেস করুন, তারা শূন্য কেন? আজ সিপিএম বাম ও রামধনু যতই কুৎসা করুক। মানুষ তাদের প্রত্যাখান করেছে।

ইন্দ্রপুর জনকল্যান মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ জানুয়ারি ঃ কালনার বেগপুর অঞ্চলে ইন্দ্রপুর জনকল্যাণ মেলার উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। ইন্দ্রপুর জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রী ছাড়াও ওই মেলায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক মিলন ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্য বাবুল সেখ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চঞ্চল সিংহ রায়, প্রবীর দে, দীনবন্ধু পান, অমিত সরকার সহ বিভিন্ন গুণিজনেরা। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, শহর ঘেঁষা এলাকায় মেলা হয় বহু জায়গায়, কিন্তু ইন্দ্রপুরের মত কৃষিপ্রধান প্রত্যন্ত একটি গ্রামে সাত দিন ধরে এই ধরনের একটা জনকল্যাণ মেলা আয়োজন করা প্রশংসার যোগ্য। এই মেলায় বিনোদনের জন্য যেমন কবিগান, ঝুমুর গান, আদিবাসী নৃত্য, ছৌ নাচ, বাংলা ব্যান্ডের গান, ম্যাজিক শো রয়েছে, তার পাশাপাশি এখানে কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রাণী সম্পদ নিয়ে আলোচনা সভা হবে, ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা প্রভৃতি শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রামে গ্রামে প্রাণী পালন অনেক বেড়েছে। বছরে এই রাজ্যে ১ হাজার ৪৪০ কোটি ডিমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আগে ডিম উৎপাদনে অনেক ঘাটতি থাকায় বাইরের রাজ্য থেকে ডিম আমদানি করা হত। বর্তমানে অনেক কম আমদানি করতে হয়। ২০২৪ সালের মধ্যে ডিম উৎপাদনে এই রাজ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে বলেই আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি আরও বলেন, ২০২৩ সালের ২৬ নভেম্বর ভারত সরকারের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ডিম উৎপাদনের হারে এই রাজ্য প্রথম স্থানে, মাংস ও দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এদিন স্বপনবাবু মেলা ও উৎসবের কারনে ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের রোজগারের সুযোগ বৃদ্ধির প্রসঙ্গটিও তুলে ধরেন।

রাহুল গান্ধীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসান খান চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ এবারে রাহুল গান্ধীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান গনিখান চৌধুরীর ভাই তথা দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসান খান চৌধুরী (ডালু)। গান্ধী পরিবারের উত্তরসূরি রাহুল গান্ধী যে এখন ইন্ডিয়া জোটের সমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হওয়ার নতুন মুখ রয়েছেন তা বক্তব্য রাখতে গিয়েও পরিস্কার ভাবে জানিয়েছেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ ডালুবাবু। মঙ্গলবার কালিয়াচক ১ ব্লকে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্যোগে মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই ডালুবাবুর পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন মানিকচক এবং পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন দুই বিধায়ক মুত্তাকিন আলম, অর্জুন হালদার সহ দলের প্রথম সারির নেতারা। এদিন কংগ্রেসের মিলন উৎসবের মাধ্যমে দিয়ে আগামী লোকসভার নির্বাচনে প্রস্তুতি পর্বেও এক প্রস্তর আলোচনা সেরে নেন জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিণ মালদার সাংসদ তথা গণিখান চৌধুরীর ভাই ডালুবাবু কেন্দ্রের মোদী সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন। পাশাপাশি বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্যর লাগাম ছাড়া দাম নিয়েও কেন্দ্র সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন। দলীয় নেতা কর্মীদের সামনে ডালবাবু বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সামনে লোকসভা নির্বাচন। আর প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী একমাত্র রয়েছেন রাহুল গান্ধী। আমরা রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। মালদায় কংগ্রেস যে ভালো ফল করবে তাও পরিস্কার ভাবে জানিয়েছেন সাংসদ ডালুবাবু। যদিও দক্ষিণ মালদার পাশাপাশি উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের আসন থেকেও কংগ্রেস নির্বাচনে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। সাংসদ ডালবাবু বলেন, যখন মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন ক্যাবিনেটে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ঝাড়খণ্ডের রাজমহল থেকে মালদার মানিকচক প্রায় ৪০ কিলোমিটার এবং মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে মুর্শিদাবাদ প্রায় ৮০ কিলোমিটার গঙ্গার ভাঙনের তদারকি চালাবে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে সব কিছু সিদ্ধান্ত বদলে দিল। মালদা এবং মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে মাথা ব্যথা নেই মোদী সরকারের। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ গঙ্গার ভাঙ্গনের জেরে দুর্ভোগ পড়ছেন। আর কেন্দ্রের মোদী সরকার একবার ঘুরেও তাকাচ্ছেন না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি থেকে মোদী হটাও স্লোগান দিয়েই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবে কংগ্রেস।

উত্তরপাড়া থেকে তৃণমূল নেতা শোভনদেব জানালেন, দলের মধ্যে কোনও লড়াই নেই

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ জানুয়ারি ঃ পুরনো চাল আর নতুন চাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দুই চালই দরকার। কিন্তু দলের অন্দরে ঠোকাঠুকি যেন লেগেই রয়েছে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসেও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ ফিরহাদ হাকিম। একাধিক নেতার বক্তব্য প্রকাশ্যে এসেছে। এবার দলের অন্দরে এই দ্বন্দ্বের বিষয়ে প্রশ্ন শুনেই তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিলেন, 'দ্বন্দ্ব তো আমাদের মধ্যে আছেই। ছিল। থাকবে।' মঙ্গলবার হুগলির উত্তরপাড়ায় এক কর্মসূচিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি। সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরার নিরিখে তৃণমূলের অন্যতম প্রবীণ নেতার এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এরপরই মমতার ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তথা দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিক শোভনদেববাবু বললেন, সব সময় মনে রাখতে হবে, দ্বন্দ্বের পরেই আবার প্রীতি সম্পর্ক হয়। দ্বন্দ্ব সব জায়গাতেই আছে। পৃথিবীর সব দলেই দ্বন্দ্ব থাকবে। দু'জন মানুষকে দেখতে এক হয় না, সুতরাং দ্বন্দ্ব থাকবেই। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বার জিতেছেন। শেষ বার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। এ বছর আমাদের টার্গেট পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অন্তত বিজেপিকে শূন্যে নামিয়ে আনা। আগে বর্ষীয়ান শোভনদেব জানিয়েছিলেন, তৃণমূলে প্রথম মুখ এবং একমাত্র মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। মঙ্গলবার উত্তরপাড়া থেকে তৃণমূলের প্রবীণ নেতা জানালেন, দলের মধ্যে কোনও লড়াই নেই। বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের নেত্রী চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমাদের সমানভাবে চাই। এসব নিয়ে বিচলিত না হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যাতে রাস্তায় নেমে লড়াইয়ে জোর দেওয়া হয়, সেই বার্তাও দেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার সহ সভাপতি অজিত পাল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ জানুয়ারি ঃ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার ২৮ নং মন্ডলের সহ সভাপতি অজিত পাল। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি ওবিসি মোর্চা ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন ওই বিজেপি নেতা। এদিন তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের যোগ দেওয়া ওই বিজেপি নেতা অজিত পাল বলেন, বিজেপি শুধু মিথ্যাচার করে, বিভিন্ন মোর্চা সংগঠনগুলিকে নিয়েও তাদের মিথ্যাচার আর এই বিষয়গুলিকে সহ্য করতে না পেরে এই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি এমনটাই জানান। অন্যদিকে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক জানান, এদিন অজিতবাবু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। ফলে শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি হল। আগামী দিনে দলীয় কাজে নিয়োগ করা হবে বলে তিনি জানান। যদিও এই যোগদান প্রসঙ্গে এখনো পর্যন্ত বিজেপির তরফ কোন রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবে লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারো কোচবিহার জেলায় দল বদল যে মাথাচাড়া দিচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-২২, তারিখ ঃ ০১.০১.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের বন্ডিং ও আর্থিং-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,০৮,৮৮,১১৯ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,০৪,৫০০ টাকা। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু- ২০২৩-২৪-১৯আরটি, তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে পোর্সেলেইন ইন্সুলেটর দ্বারা কম্পোজিট ইন্সুলেটরের বদল। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪,১৪,১১,০৫০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৩,৫৭,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০১.২০২৪ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **জমার তারিখ ঃ** ২৩.০১.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-983)**

Patashpur- II Panchayat Samiti
Purba Medinipur

e- Tender Notice

The undersigned is inviting **E-Tender for 28 (Twenty Eight) nos scheme fund of Pathashree/Rastashree vide NIeT no 07/WB/PURBA MDN/PTP-2/EO/e-NIT/2023-24 Dated 29.12.2023.** Intending bidders may visit e-procurement portal **www.wbtenders.gov.in** or office notice board of the undersigned for details of the tenders.

Sd/-Executive Officer ,
Patashpur II Panchayat Samiti

দশম বর্ষ আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার বিকেলে দশম বর্ষ আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার উদ্বোধন হলো ফালাকাটা টাউন ক্লাব ময়দানে, বইমেলার উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক আর বিমলা। এদিন ফালাকাটার জুনিয়র বেসিক স্কুল ময়দান থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ফালাকাটা শহর পরিক্রমা করে এসে বইমেলা ভাঙ্গনে শেষ হয়ে সেখানেই মেলার উদ্বোধন হয়। আগামী ৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই জেলা বইমেলা। এই বইমেলায় ৮৩ টি স্টল, তার চেয়ে শিল্প মেলা, ফুড কোড, পুষ্প প্রদর্শনী, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে অঙ্কন প্রদর্শনী, এবং ছয় দিনব্যাপী থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এছাড়াও বইমেলায় বইপ্রেমীদের উৎসাহ দিতে থাকছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আড্ডা আলোচনা প্রভৃতি।

বাংলায় বিকল্প রাজনীতি - কোচবিহার শহর জুড়ে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ জানুয়ারি ঃ বাংলায় বিকল্প রাজনীতি - কোচবিহার শহর জুড়ে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। মঙ্গলবার সকালে শহরের একাধিক জায়গায় বাংলায় বিকল্প রাজনীতি - পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দিন দুয়েক আগে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা এবং কলকাতার একাধিক জায়গায় সেই পোস্টার লক্ষ্য করা যায়। এবার সেই পোস্টারই কোচবিহার শহরের একাধিক প্রান্তে দেখা গেলো। কারা এই ধরনের পোস্টার লাগালো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সামনে উঠে আসছে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এধরনের পোস্টার রাজনৈতিক মহল রীতিমতো সরগরম। এই ঘটনা প্রসঙ্গে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজি দে ভৌমিক। তিনি বলেন, কেউ কেউ চাইছে কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম একটা জোট হোক, এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে বিকল্প রাজনীতি। কারা করছে এই ধরনের পোস্টার আমরা জানি। অন্যদিকে পাল্টা বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বলেন, কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল থেকে যারা ছিটকে বেরিয়ে গেছে তারা কোথাও প্ল্যাটফর্ম না পেয়ে এইধরনের কাজ করছে বলেও তিনি জানান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মেয়র

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে বিভিন্ন ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে ওয়ার্ড উৎসব। বিগত কিছুদিন ধরে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে চলছে ওয়ার্ড উতসব। ১২ নং ওয়ার্ড কমিটির পরিচালনায় ওয়ার্ড উৎসব সুচিন্তন- অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর ছিল এই ওয়ার্ড উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এছাড়া আরো অন্যান্যরা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া প্রতিযোগিতার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বকেয়া আদায়ে এবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদে চালু হচ্ছে অনলাইন ব্যবস্থা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ জানুয়ারি ঃ নগদ লেনদেন ব্যবস্থায় যোগাযোগের অভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধীন বিভিন্ন ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে পরে রয়েছে লক্ষাধিক টাকার বকেয়া। তাই বকেয়া রাজস্ব উদ্ধার ও দ্রুত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ। এর ফলে সঠিক সময়ে বকেয়া অর্থের পাশাপাশি নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাবে জেলা পরিষদের। শুধুমাত্র বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রেই নয়, জেলা পরিষদের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৩ ব্লকের মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্লকে জেলা পরিষদের বাজার রয়েছে। এই বাজার এলাকায় থাকা দোকান গুলি নির্দিষ্ট হারে ভাড়া আদায় করে জেলা পরিষদ। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া বাবদ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়ে গেছে জেলা পরিষদের। জেলা পরিষদের কর্মীরা বাজার এলাকা গুলি থেকে ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে গিয়ে ভাড়া আদায় করতেন। কিন্তু ওই সকল কর্মীদের অধিকাংশই অবসর নিয়েছেন। এরফলে কর্মীর অভাবে দীর্ঘদিন ধরে এই বাজার এলাকা গুলি থেকে ভাড়া আদায় করার কাজ বন্ধ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও জেলা পরিষদে এসে তাদের বকেয়া ভাড়া প্রদান করতে অনীহা দেখা দিয়েছে। ফলে অনাদায়ী বকেয়া পরে রয়েছে লক্ষাধিক টাকা। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুমগ্রাম বাজারের ভাড়া বাবদ ৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, মেমারি ২ ব্লকের সাতগেছিয়া বাজারে ২৪ লক্ষ টাকা, কাটোয়া পুরসভা এলাকায় থাকা জেলা পরিষদের বাজার থেকে ৫ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যদিকে, গুসকরা ব্লকের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ভাড়া বাবদ ২১ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। গুসকরা পুরসভায় থাকা বাজার থেকে ৭৪ হাজার টাকা। এছাড়াও, ভাতার বাজার থেকে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, খন্ডঘোষের বাবরকপুর বাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বকেয়া আদায় নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে জেলা পরিষদের পদাধিকারীদের। জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের নেতৃত্বে বকেয়া থাকা ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছে জেলা পরিষদ। অনলাইন পদ্ধতিতে জেলা পরিষদের নির্দিষ্ট কিউআর কোডের মাধ্যমে ভাড়া বাবদ টাকা জমা করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের তরফে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের এই বিষয়ে জানানো হচ্ছে। পাশপাশি, ব্যবসায়ীদের এই কিউআর কোড দেওয়া হচ্ছে। পাশপাশি, জেলা পরিষদের অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানা গেছে। এরমধ্যে জেলা পরিষদের অধীনে থাকা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভবন, সংস্কৃতি লোকমঞ্চ সহ অন্যান্য হল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এবার থেকে অনলাইনে মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানান, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাড়া আদায় সহজ হবে। এছাড়া, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সংস্কৃতি লোকমঞ্চ বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এক জানালা পদ্ধতি চালু করা হবে। অগ্রিম বুকিং ব্যবস্থা ও ফি জমা দেওয়া সহজ হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে। বাজার এলাকা গুলি থেকে ভাড়া আদায় সহজ হবে। নির্দিষ্ট সময় ভাড়া আদায়ের ফলে জেলা পরিষদের আয় বৃদ্ধি পাবে। আগামী মাস থেকেই এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু হবে বলেই জানিয়েছেন জেলাসভাধিপতি।

আত্মঘাতী স্কুল শিক্ষক, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ ময়নাগুড়ি ২ রা জানুয়ারি মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি সুভাষ নগর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শুভব্রত সেনগুপ্ত আনুমানিক ৪২ বছর পেশায় প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে। পরে বাড়ির লোকজন দেখে ফেললে তাকে তড়িঘড়ি ওড়না কেটে নামিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কি কারনে এই ঘটনা ঘটলো তা কেউ বলতে পারছে না। বর্তমানে তার আনুমানিক ১১ বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে । ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ভোর নাগাদ। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মৃত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ।

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-লিকুইডেশনে

নিলামের পাবলিক নোটিশ

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেডের মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ এবং আইটেমগুলি-লিকুইডেশনে (জিএনসিএল), নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে 'ই-নিলামের মাধ্যমে' বিক্রি করা হচ্ছে।
নিচে. বিক্রয় কোন ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়

১।	নিলামের তারিখএবং সময়	শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ০২, ২০২৪, সকাল ১১,০০ থেকে বিকাল ৫,০০ পর্যন্ত। প্রতিটি নিলামের ৫ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি নিলাম বন্ধ হওয়ার শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বিড করা হয়।
২।	সম্পদ আইটেম বিক্রয়ের জন্য	ব্লক এ- ১,৬৮,০০৩.০০ বর্গ মিটার জমি (এর মধ্যে কাঠামো সহ) হচ্ছে প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৪ থেকে ৫৯৮, কেআইএডিবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বেলুড়, ধারওয়াড়- ৫৮০০১১, কর্ণাটক। ব্লক বি- তালিকাবিহীন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে প্রসেস মেমোরেন্ডাম দেখুন)
৩।	রিজার্ভ মূল্য	ব্লক এ- আইএনআর ৫০,৭৯,০০,০০০- (পঞ্চাশ কোটি উনআশি লাখ টাকা মাত্র) ব্লক বি-আইএনআর ২,৯৩,৭৯,৭২৫- (দুই কোটি তিরানব্বই লাখ উনআশি হাজার সাতশ পঁচিশ টাকা মাত্র)
৪।	বায়না অর্থডিপোজিট	ব্লক এ- আইএনআর ৫,০০,০০,০০০- (মাত্র পাঁচ কোটি টাকা) ব্লক বি-আইএনআর ৩০,০০,০০০ - (মাত্র ত্রিশ লক্ষ টাকা)
৫।	অংশ গ্রহণ নিলাম	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে হোস্ট করা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেমনটি হতে পারে) মেনে চলতে হবে।
৬।	এর জন্য শেষ তারিখ	যোগ্যতা নথি জমা দেওয়া শুক্রবার, জানুয়ারী ১৯, ২০২৪
৭।	এর ঘোষণা যোগ্য দরদাতা	সোমবার, জানুয়ারী ২২, ২০২৪
৮।	ইএমডি জমা দেওয়ার জন্য শেষ দিন	মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৪ সন্ধ্যা ০৭,০০ বা তার আগে

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে আন্ডারসিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মেলের দ্বারা liquidator.gncl@gmail.com/ liquidator.gncl@decodereoolvency.com

তারিখ, জানুয়ারী ০৩, ২০২৪
স্থান কলকাতা

সুমিত বিনানী লিকুইডেটর
sumit_binani@hotmail.com
IBBI Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No	Tender ID	Tender Sl. no	Last Date of Submission	Date of Opening
1	22/EO of 2023-24	2023_ZPHD_636142_	01-07	18/01/2024	20/01/2024

Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্র সরকারের রোড সেফটি বিলের বিরোধিতা করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই পুরাতন মালদার ব্লকের কোর্ট স্টেশন সংলগ্ন ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোতে কর্মবিরতি ডাক দেন দুই শ্রমিক সংগঠনের ট্রাঙ্কারের চালক এবং খালাসীরা। ফলে সকাল থেকেই এদিন ব্যাহত হযে পড়ে পুরাতন মালদার ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোর বাণিজ্যিক কাজকর্ম। রোড সেফটি আইনের প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল তৃণমূলের গাড়ির চালক খালাসীদের সংগঠন বিপিসিএলের সদস্যরা। আর এদিন তৃণমূলের এই কর্মবিরতির প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হন বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিযনের সদস্যরা। তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি পরিচালিত চালক ও খালাসীদের সংগঠন বিপিসিএল-এর মালদার সম্পাদক শোভন গাঙ্গুলী জানিয়েছেন , বিভিন্ন ভারী যানবাহন চালকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নতুন একটি আইন আনতে চলেছে, তাতে গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে চালক এবং খালাসীর ১০ বছরের জেল ও ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে । কোনও গাড়ি চালক কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটায় না । বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা অনেক সময় ঘটে যায়। কিন্তু তা বলে কেন্দ্র সরকার যে আইন আনতে চলেছে তাতে কোনও চালক ও খালাসির পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ কম/পাব/লোকো ব্র্যান্ডিং/এইচডব্লুএইচ/১৯ তারিখঃ ০১.০১.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ **বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্বের চুক্তি প্রদানের জন্য** ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণ ও ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নংঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-লোকো-২। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০১.২০২৪ বেলা ১১টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং ও বিবরণ নিম্নরূপ ঃ ১;** এএ/৯; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৫। ২;** এএ/১; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৬। ৩;** এএ/১৪; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৭। ৪;** এএ/১৫; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৮। ৫;** এএ/৭; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৯। ৬;** এএ/১০; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০০। ৭;** এএ/১৬; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০১** এবং ০৩ বছর সময়কালের জন্য প্রাথমিকভাবে হাওড়া ডিভিসনের (হাওড়া ডিজেল শেড ডিপো) তত্ত্বাবধানে থাকা ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএপি-৪)-এর বহির্গাত্রে ব্র্যান্ডিং (পিইউ পেইন্টিং-এর দ্বারা)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপন স্বত্ব (ক্র.নং. ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। **৮;** এএ/১৭; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০২। ৯;** এএ/৯; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-৯৫। ১০;** এএ/৫; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৫। ১১;** এএ/২; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৬। ১২;** এএ/২২; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৭। ১৩;** এএ/১৮; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৮। ১৪;** এএ/১১; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৯। ১৫;** এএ/৮; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১০। ১৬;** এএ/৬; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১১। ১৭;** এএ/৩; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১২। ১৮;** এএ/১৩; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৩। ১৯;** এএ/১৯; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৪। ২০;** এএ/৪; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৫। ২১;** এএ/২০; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৬। ২২;** এএ/২১; **এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৭** এবং ০৩ বছর সময়কালের জন্য প্রাথমিকভাবে হাওড়া ডিভিসনের (বর্ধমান ডিজেল শেড ডিপো) তত্ত্বাবধানে থাকা ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএজি-৫)-এর বহির্গাত্রে ব্র্যান্ডিং (পিইউ পেইন্টিং-এর দ্বারা)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপন স্বত্ব (ক্র.নং. ৮ থেকে ২২ প্রতিটির জন্য)।

(HWH-422/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E.(C)/(Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/DYCE/P_S/II/10GYM/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Installation of Gym equipments at Laha Colony Math along Raja Naba Krishna Street in Ward No.-10 under Br.-II.** Estimated cost: **Quotation invited** (actual amount calculated 2.0% of the quoted amount). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **50 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **13.01.2024 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.12.2023 (10 a.m.)**. The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: LTG/341/WD-19/BR-II/Z-I/23-24
Name of the Work: **Installation of pole mast with LED fittings at Stand Bank Road and different places in KMC Ward No.-19.** Estimated Amount: ₹ **4,99,258.88**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.**
(2) NIT No.: LTG/340/WD-19/BR-II/Z-I/23-24
Name of the Work: **Development of electrical wiring with electrical accessories at Mangal Sadan Community Hall under KMC Ward No.-19.** Estimated Amount: ₹ **4,98,645.08**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last Date and Time of submission of Bid: **16.01.2024 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/397/WD-11/BR-II/Z-I/23-24
Name of the Work: **Operation & maintenance for one no. 40 KVA D.G. set and panel related electrical accessories at Br.-II Office, 79-Bidhan Sarani under KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,83,360.00**. Earnest Money: ₹ **3,700.00.** Period of Completion: **365 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **18.01.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.12.2023 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1) & **30.12.2023 at 5 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3). **(1205/23-24)**

আগামী বিশ্বকাপেও নেতা রোহিত শর্মা?

প্রস্তুতি শুরু সামনের সিরিজেই

মুম্বই, ২ জানুয়ারিঃ হঠাৎই যেন উল্টো হাওয়া বইছে হাওয়া! এই ক'দিন আগে হার্দিক পান্ডিয়াকে ক্যাপ্টেন করে প্রবল বিতর্কে পড়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আইপিএলের সবচেয়ে সফল নেতাকে সরানো মেনে নিতে পারছিল না ক্রিকেট মহল। তখন থেকেই বলা হচ্ছিল, আসলে এ এক হার্দিকময় হাওয়া! যা ভারতীয় ক্রিকেটে বইতে শুরু করে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মধ্যে দিয়ে। চলবে, দীর্ঘদিন। হার্দিককে প্রোমোট করার অর্থ ছিল, ভারতীয় টি-টোয়েন্টি টিমেও নেতা বদলের গল্প শোনা যাবে খুব শিগগিরি। হার্দিক আগেও নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতের টি-টোয়েন্টি টিমে। কিন্তু সিনিয়রদের অনুপস্থিতিতেই ছিল তাঁর নেতৃত্বের মেয়াদ। সেই হাওয়া যে হঠাৎ পাল্টে যেতে পারে, তা জানা ছিল না। হার্দিকের ভারতীয় টিমের নেতা হওয়ার জল্পনা উড়িয়ে ফিরছেন রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তিনি নেতৃত্ব দেবেন, সেই প্রক্রিয়া কি শুরু হয়ে গেল? শোনা যাচ্ছিল, রোহিতের সাদা বল ফর্ম্যাটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে নির্বাচকদের সঙ্গে বৈঠকের পর। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর বিশ্রাম নিয়েছিলেন রোহিত। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজে খেলতে ব্যস্ত এখন। তারই মধ্যে নির্বাচকদের সঙ্গে আলাদা করে কথাও বলেছেন রোহিত। তিনি যে চলতি বছর জুন মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আগ্রহী, তা পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার পরই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা এবং নির্বাচকরা আপাতত রোহিতেই আস্থা রাখতে চাইছেন। সেই মতো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে রোহিতকেই নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে। কেন হঠাৎ উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল? দুটো যুক্তি কাজ করছে। এক, রোহিত আর একটাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবেন। এরপর তাঁকে সরে দাঁড়াতে হবে। হার্দিকের মতো কেউ পূর্ণ দায়িত্ব সামলাবেন। রোহিতকে সেই সম্মানটুকু দিতে চায় বোর্ড। দুই, হার্দিকের চোট নিয়ে এখনও প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। অলরাউন্ডার এবং নেতা হিসেবে পরীক্ষিত। কিন্তু হার্দিকের চোট প্রবণতা বারবার সমস্যায় ফেলেছে ভারতীয় টিমকে। ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট থেকে পুরোপুরি সুস্থ হননি তিনি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে তাঁকে খেলতে দেখা যাবে, এমনটা বলা হচ্ছিল। আবার কিছু রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, চোট সারিয়ে আফগানিস্তান সিরিজ তো বটেই আইপিএলেও খেলা মুশকিল হার্দিকের। ৬ মাস পরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আফগানিস্তান ছাড়া আর কোনও টি-টোয়েন্টি সিরিজও নেই। তাই খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সুযোগ মিলবে না। তাই বোর্ডও ঝুঁকি নিতে নারাজ। হার্দিক নন, রোহিতেই আপাতত আস্থা রাখতে চাইছে বিসিসিআই।

বিশ্বকাপে বড় দায়িত্বে রিচা ঘোষ, ইঙ্গিত ভারতের হেড কোচের

মুম্বই, ২ জানুয়ারিঃ ভারতীয় দলে রিচা ঘোষের ভূমিকা কী? কিছুদিন আগেও রিচাকে ফিনিশার হিসেবেই ধরা হত। ব্যাটিং করতেন লোয়ার অর্ডারে। দ্রুত রান তোলার জন্যই পরিচিত। ভারতীয় দলের বিধ্বংসী ব্যাটার। এই বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২৫ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। সদ্য টেস্ট অভিষেক হয়েছে বাংলার কিপার ব্যাটার রিচা ঘোষের। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে নতুন ভূমিকায় দেখা যায় রিচাকে। ২০২৫ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আগে রিচার দায়িত্ব যে বাড়ছে, ইঙ্গিত হেড কোচ অমোল মুজুমদারের। হঠাৎই ব্যাটিং অর্ডারের বড় রকমের প্রোমোশন রিচা ঘোষের। অজিদের বিরুদ্ধে প্রথম দু-ম্যাচে তিন নম্বরে নামানো হয় রিচাকে। শুধুই কি পরীক্ষা? একদমই নয়। বরং, এটা পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত। রিচার জন্য ওয়ান ডে-তে ব্যাটিং অর্ডারে সেরা পজিশন তিন নম্বর, এমনটাই মনে করেন অমল মুজুমদার। নতুন ব্যাটিং পজিশনে প্রথম ম্যাচে বড় সাফল্য পাননি। তবে গত ম্যাচে ৯৬ রানের ইনিংস। রিচা ক্রিজে থাকা অবধি ম্যাচ ভারতের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি পূরণ হয়নি। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তাঁর এটিই সেরা ইনিংস। দেশের মাটিতে প্রথম হাফসেঞ্চুরি।

কেরিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরিটাও হতে পারত। রানের গতি বাড়ানোর তাগিদেই খেই হারান। তবে একটা ইনিংসে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দীর্ঘ সময় ক্রিজে কাটানোর দক্ষতা তাঁর রয়েছে। ওয়ান ডে সিরিজের আগেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকেও হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন রিচা। ওয়ান ডে-তে ব্যাটিং অর্ডারের প্রোমোশন ওয়ান ডে বিশ্বকাপের কথা ভেবেই। এখন থেকেই রিচাকে এই ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করতে চান। অমল মুজুমদারের কথায়, ''তিন নম্বরই রিচার জন্য সেরা ব্যাটিং পজিশন। চাপের মুখে ও দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছে। ওকে নিয়ে প্রচুর প্রশংসা শুনেছি। কেন এত আলোচনা হত, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। ওর প্রতিভা সকলের সামনে। ওর জন্য সেরা প্রাপ্তি হত সেঞ্চুরি। তবে দুর্দান্ত ইনিংস।'' রিচাকে তিনে নামানো সাময়িক পরীক্ষা! হমনপ্রীতদের হেড কোচের কথায়, ''আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল রিচা তিনে ব্যাট করবে, হরমনপ্রীত চারে এবং পাঁচে জেমাইমা। হরমন অসুস্থ বোধ করায় জেমাইমাকে চারে নামানো হয়। তবে রিচার জন্য তিন নম্বরই ঠিক করা ছিল। আমাদের বিশ্বাস, রিচা টপ অর্ডারে ভালো খেলতে পারে। প্রথম পাওয়ার প্লে-তে ওর শট খেলার দক্ষতা কাজে লাগবে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলা যায়, ও তিনেই খেলবে।'' অমল মুজুমদারের কথায় স্পষ্ট, রিচাকে নিয়ে বড় ভাবনা রয়েছে টিমের।

জুতোর ফিতে বেঁধে কোটিপতি হয়েছিলেন পেলে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আপনি রোজ জুতোর ফিতে বাঁধেন তো? কত টাকা পান বলুন তো! এক পয়সাও না। বরং আপনার জীবনের কয়েক মুহূর্ত চলে যায়। সেই সময়গুলো হিসেবে করলে দেখা যাবে, সারা জীবনে জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়েই অনেকগুলো দিন খরচ হয়ে গিয়েছে। আপনি আমি কিংবা আমরা না পেলেও কিংবদন্তি পেলে কিন্তু টাকা পেয়েছিলেন। আর সেটা দু-পাঁচ টাকা নয়। অঙ্কটা চমকে দেওয়ার মতো। আজ থেকে ৫০ বছরেরও বেশি সময় আগে স্রেফ জুতোর ফিতে বেঁধেই কয়েক কোটির মালিক হয়েছিলেন পেলে! বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিংবদন্তি পেলেকে হারিয়েছে বিশ্ব। বলা হয়ে থাকে, কিংবদন্তিদের কখনও মৃত্যু হয় না। এক দিকে তাই। তাঁদের নানা মুহূর্ত অমর কাহিনি হয়ে থাকে। সেই মুহূর্ত গুলোর মাধ্যমেই আমরা তাঁদের মনে রাখি। পেলের কেরিয়ারে এমন অসংখ্য মুহূর্ত রয়েছে। সেটা তাঁর ফুটবলার হয়ে ওঠা হোক বা বিশ্বকাপ জয়। এত অমর মুহূর্ত লিখেও শেষ করা যাবে না। ১৯৭০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের কয়েক সেকেন্ড, পেলের কেরিয়ারের তেমনই একটা মুহূর্ত। স্রেফ জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য কয়েক কোটি দেওয়া হয়েছিল ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলারকে! বর্তমানের নিরিখে সেই অঙ্কটা ঠিক কত হতে পারে? এ যেন কল্পনাও করা যায় না। আর সেটা হয়েছিল দুই ভাইয়ের ইগোর লড়াইয়ে! সেই ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছিলেন মার্কিন উদ্যোগপতি জো পমপ্লিয়ানো। কী সেই ঘটনা? অ্যাডিডাস ও পুমা, এই দুই সংস্থার নাম কে না জানে! আমাদের প্রিয় ক্রীড়াবিদরাও এই দুই ব্র্যান্ডকে এনডোর্স করেন। কিন্তু পেলেকে নিয়ে এই দুই সংস্থার কার্যত যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। আর তাতে লাভ হয়েছিল পেলেরই। সেই ঘটনার প্রেক্ষাপট একটু বলা যাক। দুই ভাইয়ের গল্প। অ্যাডলফ ও রুডলফ ড্যাসলার। ১৯২৪ সালে জুতোর কোম্পানি তৈরি করেছিলেন এই দুই ভাই। জার্মানির বাজারে তাঁদের তৈরি জুতোর বিশাল চাহিদা। ক্রমশ সেই ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পর্কে ভাঙন ধরে দুই ভাইয়ের। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, দু-জনের পথ দু-দিকে! সালটা ১৯৪০। আলাদা আলাদা কোম্পানি গড়েন দুই ভাই অ্যাডলফ ও রুডলফ। যা পরিচিত হয় অ্যাডিডাস ও পুমা নামে। অ্যাডলফ ও রুডলফ একটা সময় ছিলেন সঙ্গী, আলাদা কোম্পোনি গড়ে হয়ে ওঠেন প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের কোম্পানির উন্নতিতে যতটা দূর যাওয়া প্রয়োজন, সব করতে প্রস্তুত ছিলেন অ্যাডলফ ও রুডলফ। বাজার ধরার জন্য সে সময় যোগ্য ব্যক্তিত্ব কিংবদন্তি পেলে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে চুক্তি করা মানে কোম্পানি দেউলিয়াও হয়ে যেতে পারে। সে কারণে এই দুই ভাইয়ের একটি 'শান্তি চুক্তি' হয়, পেলের জন্য ঝাঁপাবে না কোনও সংস্থাই। বিশ্বকাপের মঞ্চ, কিংবদন্তি পেলে খেলতে নামছেন, তাঁর পায়ে যদি 'আমাদের কোম্পানির জুতো থাকে! আর সেটা সারা বিশ্ব দেখলে কোম্পানির যে তরতরিয়ে উন্নতি হবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন দু-ভাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে চুক্তি করা তো আর যে সে কম্ম নয়! পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে চুক্তির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হত। পেলের সঙ্গে পুরোপুরি চুক্তি না করেও কীভাবে প্রচারে আসা যায়, সেই রাস্তা খুঁজে নিয়েছিল পুমা। আর সেই মুহূর্ত নিখুঁতভাবে বন্দি করে রাখতে ক্যামেরাম্যানকেও নিজেদের 'টিমে' নিয়েছিল পুমা। পুমার তরফে পেলেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাঁদের কোম্পানির জুতো পরে খেলা শুরুর আগে মাঠের মাঝে শুধু ফিতে বাঁধতে হবে। আর সেই টুকুর জন্যই সে সময় প্রায় ১ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দেওয়া হয় পেলেকে। সঙ্গে ক্যামেরাম্যানকেও বড় অঙ্কের অর্থ দেয় তারা। পেলে যখন জুতোর ফিতে বাঁধবেন, সেই মুহূর্তে ক্যামেরা জুম করে পেলের জুতো দেখাতে হবে। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ শুরুর সময় দেখা যায়, পেলে মাঠের মাঝে জুতের ফিতে বাঁধছেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা জুম করা হয়। ম্যাচটি ব্রাজিল ৪-২ ব্যবধানে জেতে। পেলের ওই মুহূর্তের পর স্বাভাবিক ভাবেই পুমার জুতো বিক্রি আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছিল অ্যাডিডাস। সে বছর তৃতীয় বার বিশ্বকাপ জেতেন পেলে। সঙ্গে জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য অর্থ প্রাপ্তিও ছিল।

নাম বিভ্রাটে স্বপ্নভঙ্গ! সুমিত জানতেনই না অন্য 'সুমিত'কে নিয়েছে সৌরভের দিল্লি ক্যাপিটালস

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারিঃ এমনও হয়? হয়, না হলে সুমিত কুমার কেন সুমিত কুমারকে চিনতে পারবেন না! যদি পারতেন, তা হলে উৎসব শুরু হয়ে যেত না তাঁর পরিবারে। মিডিয়ার সামনে বাইট দিতেন না। বোকারোর অলি-গলিতে শুভেচ্ছা কুড়িয়ে বেড়াতেন না। এ সবে সুমিতের দোষ নেই। সত্যিই তো আইপিএলে প্রথমবার টিম পেলে কার না ভালো লাগে। সেই টিম যদি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি হয়, তা হলে তো কথাই নেই। স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল সুমিতের। ঠিক তখনই অদ্ভুত টুইস্ট! সুমিতের এই গল্প হার মানাবে সিনেমাকেও। বোকারোর ছেলে সুমিত কুমার ঝাড়খণ্ডের হয়েই খেলতেন এতদিন। বেশি সুযোগের সন্ধানে সম্প্রতি নাগাল্যান্ডে চলে গিয়েছেন। উইকেটকিপার-ব্যাটার ধোনিকেই আদর্শ করে এগিয়েছেন। সেই তাঁকেই এ বার আইপিএল নিলামে কিনেছিল দিল্লি। ২০ লক্ষ টাকা ছিল বেস প্রাইস। ১ কোটি টাকায় কিনেছে সৌরভের টিম। আইপিএল ভারতীয় ক্রিকেট তো বটেই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুনিয়ায় সেরা লিগ। এই মঞ্চ থেকেই উত্থান হয়েছে অনেক ক্রিকেটারের। সুমিতও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। তার পর কী হল? এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, নিলামে যখন নাম উঠেছিল সুমিতের, তখন তাঁরই ছবি ছিল। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে, তিনি সেই সুমিত কুমার নন, যাঁকে কিনেছে দিল্লি। হরিয়ানার সুমিত কুমারকে দলে নিয়েছে সৌরভের টিম। পুরো ঘটনা জানাতে মাকে ফোন করেছিলেন সুমিত। তাঁর কথায়, ''আমি আইপিএলে প্রথমবার টিম পেয়েছি বলে মা খুব খুশি ছিল। পরেরটা জেনে কেঁদে ফেলেছিল। আমিও বুঝতে পারছিলাম না, কী করে ব্যাপারটা ঘটল। মানছি, নাম কারও মিলে যেতেই পারে, কিন্তু ছবি? টিভি স্ক্রিনে তো আমার ছবিই তুলে ধরা হয়েছিল। দিল্লি ক্যাপিটালস বড় টিম। ওরা ক্রিকেটারের আবেগ নিয়ে খেলা করে না। আবার এটাও ঘটনা যে, দিল্লির ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডলে আমার ছবিই দেওয়া হয়েছিল। ওরা নিশ্চয়ই আমার ছবি সার্চ করে তবেই পেয়েছে। তারপর ট্যাগ করেছে। যে কারণে নোটিফিকেশন পাওয়ার পর একশো শতাংশ নিশ্চিত ছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পর যখন ওরা আসলটা ঘোষণা করে, আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'' পরিবার, পাড়া, এলাকায় যে অস্বস্তিতে পড়েছেন সুমিত, তাও অস্বীকার করছেন না। ''আমার এবং আমার পরিবারের কাছে খুব অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কত লোক যে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বন্ধু ও ক্রিকেটাররা আমাকে নিলামের ছবিও স্ক্রিনশট হিসেবে পাঠিয়েছে। তাতে তো আর পরিস্থিতি পাল্টায়নি। পুরো ব্যাপারটাতে আমরা ভেঙে পড়েছি।''

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

পেনাল্টি মিসের পর জোড়া গোল সালাহর, জয় লিভারপুলের

লিভারপুল, ২ জানুয়ারিঃ আফ্রিকান কাপ অব নেশনসে খেলতে যাওয়ার আগে লিভারপুলের হয়ে এটাই ছিল মহম্মদ সালাহর শেষ ম্যাচ। ২২ মিনিটে পেনাল্টি মিস করে একটু অস্বস্তির জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জোড়া গোলে পুষিয়ে দেওয়ায় সেটা স্বস্তিতে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। লিভারপুলের সমর্থকেরা এই স্বস্তির সঙ্গে নতুন বছরে প্রথম ম্যাচে বড় জয়ের আনন্দও পেয়েছেন। অ্যানফিল্ডে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। অথচ ছয় গোলের রোমাঞ্চকর এ ম্যাচে প্রথমার্ধে দুই দল ছিল গোলশূন্য! অবিশ্বাসের মাত্রাটা আরও বাড়তে পারে যদি শোনেন, প্রথমার্ধে গোলের বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিল আয়োজকরা। প্রথমার্ধে ১৮টি শট নিয়েছে লিভারপুল, ২০১৬ সালের এভারটনের বিপক্ষে ম্যাচের পর প্রিমিয়ার লিগে কোনও ম্যাচের প্রথমার্ধে এটাই তাদের সবচেয়ে বেশি শট নেওয়ার রেকর্ড। কিন্তু কাজের কাজটি হয়নি। ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ড বল পোস্টে মেরেছেন, দারউইন নুনিয়েজকে রুখে দিয়েছেন নিউক্যাসল গোলকিপার মার্টিন দুব্রাভকা। রুখে দিয়েছে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিও (ভিএআর)। নুনিয়েজ অফসাইড থাকায় লুইজ দিয়াজের গোল বাতিল করেছে ভিএআর। ৩৭ মিনিটে নিউক্যাসলের ড্যান বার্নের হেডে করা গোলও বাতিল করেছে ভিএআর প্রযুক্তি। অফসাইড ছিলেন আলেক্সান্দার আইজ্যাক। তার আগে ২২ মিনিটে দিয়াজ নিউক্যাসলের বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় লিভারপুল। সেটা অবশ্য ভিএআর প্রযুক্তির কল্যাণে। কিন্তু সালাহর দুর্বল শট দুব্রাভাকার রুখে দিতে অসুবিধা হয়নি। ২০১৭-১৮ মরসুমে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর লিগে এ নিয়ে ৬টি পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারলেন না সালাহ। এ সময় প্রিমিয়ার লিগে আর কোনও খেলোয়াড় এত পেনাল্টি মিস করেনি। বিরতির পর অবশ্য পাল্টে যায় ম্যাচের চিত্র। ৪৯ মিনিটে দিয়াজ থেকে নুনিয়েজ বল পেয়ে ফাঁকায় দাঁড়ানো সালাহকে পাস দেন। ফাঁকা জালে গোল করেন মিসর তারকা। এরপর ৫৪ মিনিটে আইজ্যাকের গোলে সমতায় ফেরে নিউক্যাসল। কিন্তু ৭৪ থেকে ৭৮-এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কার্টিস জোনস ও কোডি গাকপো গোল করে জয়ের সুবাস এনে দেন লিভারপুলকে। নাটকীয়তার অবশ্য তখনও কিছু বাকি ছিল। ৮১ মিনিটে সভেন বোটমানের গোলে ম্যাচে ফেরার আশা বাঁচিয়ে রেখেছিল নিউক্যাসল। কিন্তু ডিওগো জোতা তাদের বক্সে ফাউলের শিকার হওয়ায় লিভারপুলের পাওয়া পেনাল্টি সেই আশাটুকুও শেষ করে দেয়। ৮৬ মিনিটে এই স্পটকিক থেকে গোল করেন সালাহ। এর মধ্য দিয়ে লিগে আর্লিং হলান্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতার (১৪ গোল) আসনে ভাগ বসালেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড। এই জয়ে ২০ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট হলো শীর্ষে থাকা লিভারপুলের। সমান ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অ্যাস্টন ভিলা। নিউক্যাসল ২০ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে নবম।

এই বছরেই রয়েছে তিনটি বিশ্বকাপ, ভারতে কি আসবে একটিও ট্রফি?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

তেইশকে ফেলে রেখে ২০২৪-এ পা রেখেছেন সকলে। ক্যালেন্ডার বলছে আজ ২ জানুয়ারি। আগামিকাল ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের বছরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। বর্তমানে কেপটাউনে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট টিম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আগামিকাল থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। নতুন বছর পড়তেই ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের আগ্রহ শুরু হয়েছে এ বছর কী কী ক্রিকেট ইভেন্ট রয়েছে তা জানার। ২০২৪ সালে একাধিক মার্কি ইভেন্ট রয়েছে। তাতে তিনটি বিশ্বকাপও আছে। তেইশে খুব কাছে গিয়েও বিশ্বকাপ জিততে পারেনি রোহিত শর্মার ভারত। চব্বিশে কি ভারতে আসবে একটিও বিশ্বকাপ ট্রফি? তার আগে জেনে নিন ২০২৪ সালে কোন কোন বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

● **দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ।** ১৯ জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শুরু হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবে। এই টুর্নামেন্ট

শ্রীলঙ্কায় হওয়ার কথা ছিল। পরবর্তীতে তা রেনবো নেশনে স্থানান্তরিত হয়। উদয় সাহারানের নেতৃত্বে এই টুর্নামেন্টে খেলবে ভারতীয় দল। এ বার দেখার বছরের শুরুতে ভারতীয় শিবিরে ছোটদের বিশ্বকাপ আসে কিনা।

● **ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হবে পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপ।** ২০২৪ সালের জুন মাসে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর বসার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখনও এ বিষয় পরিস্কার নয় বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা চব্বিশের টি-২০ বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএলে খেলবেন। সেখান থেকে নিজেদের বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করার সুযোগ পাবেন। ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল ভারতকে। এ বার দেখার ২০২৪ সালে ভারতীয় টিম বিশ্বকাপ জিততে পারে কিনা।

● **বাংলাদেশে হবে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ।** চলতি বছরে সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় পুরুষ দলের পাশাপাশি মহিলা দলেরও বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত বাংলাদেশে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। এ বার দেখার ভারতের মেয়েরা পড়শি দেশ থেকে প্রথম বার টি-২০ বিশ্বকাপ ঘরে আনতে পারে কিনা।

ভারতের একমাত্র ব্যাটারের প্রশংসায় ডোনাল্ড

কেপটাউন, ২ জানুয়ারিঃ অ্যালান ডোনাল্ড, মাখায়া এনতিনি, শন পোলক, ডেল স্টেইন। পেস বোলিংয়ে অন্যতম সেরা দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের ব্যাটিং লাইন আপও কম শক্তিশালী ছিল না। সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। ডোনাল্ডের দাবি, ভারতের একজন ব্যাটারই তাঁকে ভালো ভাবে সামলাতে পারতেন। তিনি সচিন তেন্ডুলকর। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে এক সাক্ষাৎকারে কিংবদন্তি প্রোটিয়া পেসার বলেন, ''দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে আমাদের ভালো ভাবে সামলাতে পারতেন একমাত্র সচিন তেন্ডুলকর। এখানে বেশির ভাগ ব্যাটারই মিডল স্টাম্প গার্ড নেয়। সচিন ফ্রন্টফুটেও দুর্দান্ত ভাবে বল ছাড়ত। এখানকার মুভমেন্ট অনেক বেশি। কারও ফুটওয়ার্ক ঠিক না হলে রান করা কঠিন। এখানে ভালো ভাবে বল ছাড়তে পারলে, ক্রিজে থাকলে রান আসবেই। সচিন সেটা পারতো।'

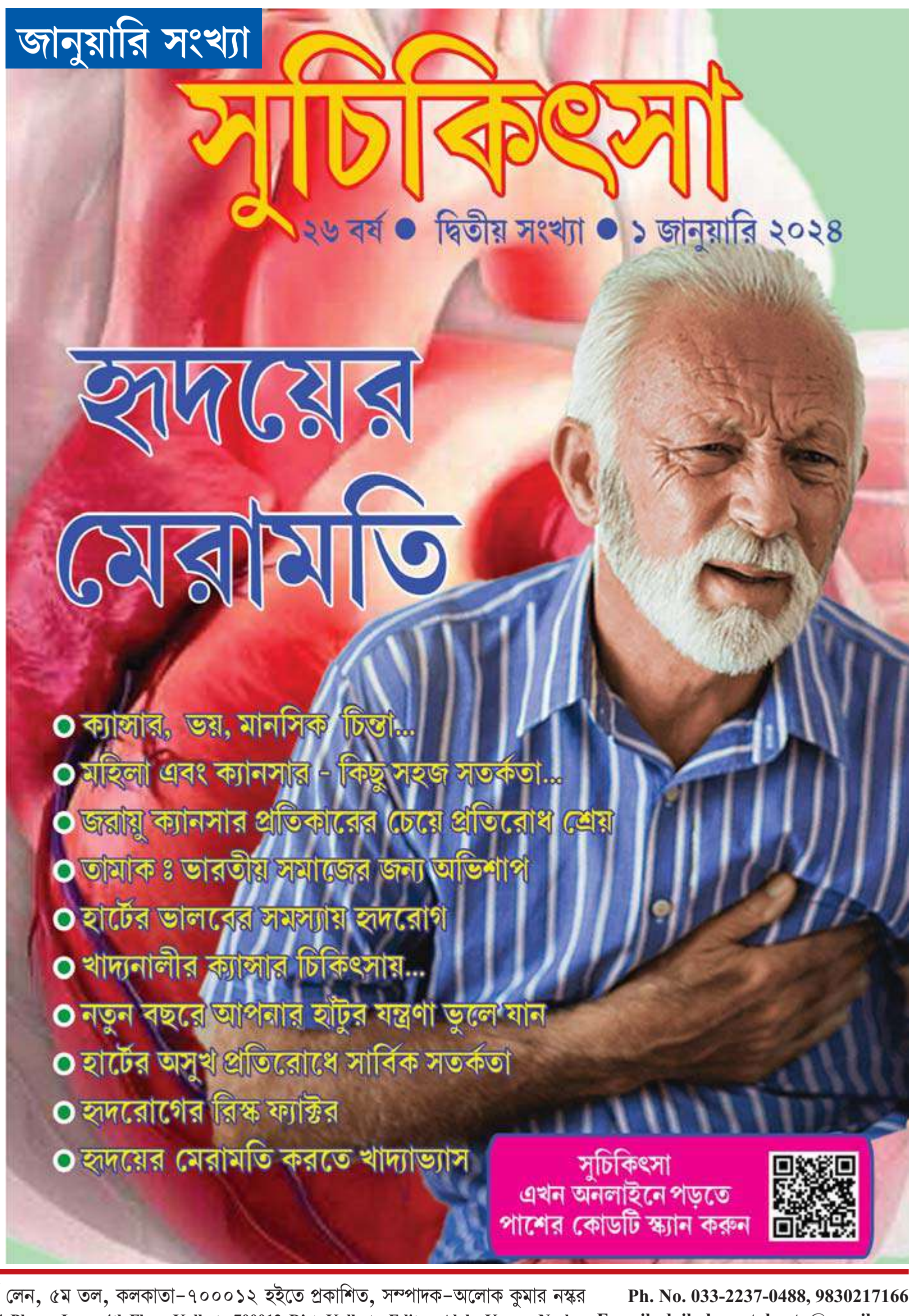

হতাশার বছরে বাজারে দামও কমেছে নেইমারের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৪ সালের প্রথম দিন থেকে শুরু হয়েছে শীতকালীন দলবদল। এখন সবার চোখ দলবদলের বাজারের দিকে। বড় তারকারা কে কোথায় যাচ্ছেন, কার দাম কত বাড়ল বা কমল, সেদিকেই এখন সবার চোখ। তবে এবারের দাম কমার তালিকাটা নিশ্চিতভাবে হতাশ করবে নেইমারের ভক্তদের। দলবদলে দাম কমার শীর্ষ দশে যে এই ব্রাজিলিয়ান তারকাও জায়গা পেয়েছেন। এমনকি ট্রান্সফার মার্কেটের দেওয়া এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা নামটিও একজন ব্রাজিলিয়ানের। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উইঙ্গার আন্তোনি আছেন সবার ওপরে। এ তালিকায় অন্যদের মধ্যে আছেন সাদিও মানে, জ্যাডন সানচো, ম্যাসন মাউন্ট এবং জোয়াও কানসেলোও। ২০২৩ সাল নেইমারের জন্য ছিল ভুলে যাওয়ার মতো। গত মার্চে পিএসজির হয়ে চোটে পড়ে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে যান নেইমার। এরপর দলবদলে পিএসজি ছেড়ে ১০ কোটি ইউরোতে নেইমার যান আল হিলালে। সেখানেও পাঁচ ম্যাচের বেশি খেলতে পারেননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। অক্টোবরে ব্রাজিলের হয়ে খেলার সময় আবার চোটে পড়ে ছিটকে যান। পরে জানা যায়, আগামী বছরের কোপা আমেরিকায়ও খেলা হবে না তাঁর। এমন

হতাশার বছর কাটানোর পর নেইমারের দামেও বড় ধরনের পতন দেখা গেছে। ২০২৩ সালে নেইমারের দাম কমেছে ৩ কোটি ইউরো। ট্রান্সফার মার্কেটের হিসাবে এখন নেইমার দাম ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। দাম কমার তালিকায় নেইমারের অবস্থান ৮ নম্বরে। দারুণ সম্ভাবনা নিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যাত্রা শুরু করেন আন্তোনি। আয়াক্স থেকে 'রেড ডেভিল'রা তাঁকে কেনে ৯ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে কেনা হয়েছে, আন্তোনি তা পূরণ করতে পেরেছেন সামান্যই। চলতি মরসুমে এখন পর্যন্ত ইউনাইটেডের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২১ ম্যাচ খেলে গোল কিংবা অ্যাসিস্ট কোনওটাই নেই তাঁর। যার প্রভাব পড়েছে ইউনাইটেডের পারফরম্যান্সে, এমনকি তাঁর দামেও। ২০২৩ সালে দাম কমায় সবার ওপরে আছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ৪ কোটি ইউরো কমার পর তাঁর বর্তমান দাম ৩ কোটি ৫০ লাখ। আন্তোনির পর তালিকার দুইয়ে আছেন সাদিও মানে। লিভারপুলের হয়ে দারুণ সময় পার করে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে বায়ার্ন মিউনিখে গিয়েছিলেন মানে। কিন্তু বায়ার্নে পুরোপুরি ব্যর্থ হন এই ফরোয়ার্ড। এক মরসুম পর পাড়ি জমান সৌদি ক্লাব আল নাসরে। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে জুটি গড়ে এখন নিয়মিতই পারফর্ম করছেন মানে। এই মরসুমে ২৬ ম্যাচে ১২ গোল ৬টিতে সহায়তা করেছেন মানে। এরপরও অবশ্য গত বছর দাম কমায় দুইয়ে ছিলেন মানে। আন্তোনিওর সমান চার কোটি ইউরো দাম কমার পর তাঁর মূল্য এখন দুই কোটি ইউরো। এরপর তিনে আছেন আরেক ইউনাইটেড তারকা সানচো। ইউনাইটেডে ব্রাত্য হয়ে পড়া সানচোর দাম কমেছে ৩ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। তাঁর বর্তমান মূল্য ২ কোটি ৫০ লাখ। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে ইউনাইটেডের ম্যাসন মাউন্টের দাম ৩ কোটি ইউরো কমে এখন ৪ কোটি ৫০ লাখ। আর বার্সা তারকা কানসেলোর দাম ৩ কোটি ইউরো কমে এখন ৪ কোটি ইউরো।

দুরন্ত বার্তা প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com